ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-323 ■ 2 September, 2025 ■ আগরতলা ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ১৬ ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মোদী-পুতিন দ্বিপাক্ষিক বৈঠক

সব সময়ই একে অপরের পাশে থেকেছে ভারত-রাশিয়া ঃ প্রধানমন্ত্রী

বেজিং, ১ সেপ্টেম্বর।। সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন সম্মেলনের ফাঁকে আজ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, “সবচেয়ে কঠিন সময়েও ভারত ও রাশিয়া সবসময় একে অপরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলেছে।”

দুই নেতার মধ্যে আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক বিষয় নিয়ে মতবিনিময় হয়। মোদি-পুতিন আলোচনায় ভারত-রাশিয়া সম্পর্ক আরও মজবুত করার বিভিন্ন উপায় নিয়ে আলোচনা হয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, “আমাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা শুধু ভারত ও রাশিয়ার জনগণের জন্যই নয়, গোটা বিশ্বের শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।” রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত নিয়েও মোদি তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করেন। তিনি বলেন, “আমরা সাম্প্রতিক সময়ে এই সংঘাত নিরসনের জন্য নেওয়া সব ধরনের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাই। সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে আরও গঠনমূলকভাবে এগিয়ে আসতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব সংঘাতের অবসান ঘটানো এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন — এটাই মানবতার ডাক।”

প্রধানমন্ত্রী মোদি জানান, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন আগামী ডিসেম্বর মাসে ২৩তম ভারত-রাশিয়া শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নিতে ভারত সফরে আসবেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পহেলগাম সন্ত্রাসী হামলা

এসসিও সদস্য রাষ্ট্রগুলির নিন্দা, দোষীদের বিচারের দাবি

বেজিং, ১ সেপ্টেম্বর।। ২২ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাম সংঘটিত ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন -এর সদস্য রাষ্ট্রগুলি। পহেলগাম সন্ত্রাসবাদী হামলার তীব্র নিন্দা এসসিও সদস্য রাষ্ট্রগুলোর, দোষীদের বিচারের দাবি
-র রাষ্ট্রপ্রধানদের কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত তিয়ানজিন ঘোষণা -তে বলা হয়েছে, এই হামলার “পরিকল্পনাকারী, হামলাকারী ও পৃষ্ঠপোষকদের বিচারের মুখোমুখি আনতেই হবে।”

তিয়ানজিন ঘোষণায় বলা হয়েছে, “২২ এপ্রিল পহেলগাম সংঘটিত সন্ত্রাসবাদী হামলার তীব্র নিন্দা জানানো হচ্ছে। নিহত ও আহতদের পরিবারের প্রতি এসসিও সদস্য রাষ্ট্রগুলি গভীর সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করছে। এ ধরনের হামলার দোষীদের অবশ্যই বিচারের আওতায় আনতে হবে।”

উল্লেখযোগ্যভাবে, পাকিস্তান ভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তইবার শাখা -এর চারজন সশস্ত্র জঙ্গি ওই দিন বেইসারান উপত্যকায় ২৬ জন নিরীহ বেসামরিক নাগরিককে লক্ষ্য করে নির্বিচারে গুলি চালায়। এতে বহু হতাহতের ঘটনা ঘটে।

সম্মেলনের সূচনালগ্নে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের উপস্থিতিতেই পাহালগাম হামলার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন এবং ভারতের পাশে দাঁড়ানোর জন্য এসসিও-র বন্ধু রাষ্ট্রদের ধন্যবাদ জানান।

মোদি বলেন, “এই হামলা শুধু ভারতের উপর নয়, মানবতায় বিশ্বাস রাখা সমস্ত দেশের উপর আক্রমণ। এ পরিস্থিতিতে প্রশ্ন ওঠে যারা প্রকাশ্যে সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করে, তাদের কি আমরা মেনে নেব? সন্ত্রাসবাদের বিষয়ে দ্বিমুখী নীতির কোনো স্থান থাকা উচিত নয়।” তিনি এসসিও সদস্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে ‘বিশ্বাসের অভাব’ সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর।। ভোটমুখী বিহারে ভোটার তালিকার সার নিয়ে চলা বিভ্রান্তির পেছনে মূল সমস্যা হল ‘বিশ্বাসের অভাব’ মন্তব্য করেছে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। আদালত রাজনৈতিক দলগুলিকে আরও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছে।

বিহারের একাধিক রাজনৈতিক নেতা ১ সেপ্টেম্বর সময়সীমা বাড়ানোর দাবি করে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন, যাতে ভোটার তালিকা নিয়ে দাবি, আপত্তি ও সংশোধনের সময় বাড়ানো যায়। এই আবেদনগুলির শুনানিতে অংশ নেন ন্যায়পাল সূর্যকান্ত ও জয়মাল্য বাগচী।

নির্বাচন কমিশনের পক্ষে সিনিয়র অ্যাডভোকেট রাকেশ দ্বিবেদ জানান, ১ সেপ্টেম্বর সময়সীমা পার হলেও দাবি ও আপত্তি জমা দেওয়া যাবে এবং তা চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পরেও বিবেচনা করা হবে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, কিছু রাজনৈতিক দল ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার জন্য আপত্তি দিচ্ছে, যা অস্বাভাবিক। “এই প্রক্রিয়া হল নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য দাবি জানানো. বাদ দেওয়ার জন্য নয়,” বলেন তিনি।

বিচারপতি সূর্যকান্ত বলেন, “এই পুরো বিষয়টিই একটি ‘বিশ্বাসের ঘাটতির’ সমস্যা। রাজনৈতিক দলগুলি যদি আরও সক্রিয় হয়, তাহলে এই বিভ্রান্তির অবসান ঘটতে পারে।” তিনি আরও বলেন, এই গ্যাপ দূর করতে জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ এর মাধ্যমে প্যারা-লিগ্যাল স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়োগ করা যেতে পারে, যারা ভোটার এবং রাজনৈতিক দলগুলিকে অনলাইন আবেদনপত্র জমা দিতে সাহায্য করবেন।

বিহার লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটির চেয়ারম্যানকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন মঙ্গলবার দুপুরের মধ্যে সমস্ত জেলায় প্যারা-লিগ্যাল ভলান্টিয়ার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জমি অধিগ্রহণের ন্যায্য টাকা পেয়েও বঞ্চনার অভিযোগ তুলে সুড়সুড়ি

রাজনীতির নোংরা খেলায় মেতেছেন প্রদ্যোৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর।। সমরে এডিসি নির্বাচন, নিশ্চয়ই গভীর চিন্তায় ফেলেছে। বিধায়ক এবং এমডিসি-রা ঘরে বসে থাকেন, সেই চিন্তাও কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। ফলে, ভাবাবেগে সুড়সুড়ি দিয়ে বৈতরণী পার হওয়ার কৌশল নেওয়া হচ্ছে, এমনটা মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে বলে দাবি রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলের। উত্তর ত্রিপুরা জেলায় দামছড়ায় গ্যাসের পাইপলাইন বসানোর কাজে বাধা দেওয়ায় প্রশাসনিক হস্তক্ষেপকে কেন্দ্র করে বাজার গরম করে ফেলেছেন তিপরা মথার প্রতিষ্ঠাতা তথা এমডিসি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ। জমি অধিগ্রহণের জন্য অর্থ পকেটস্থ করেও আরও টাকার জন্য প্রশাসনের কাজে বাধা দিয়ে উল্টে প্রদ্যোতের কাছে জনজাতি রমণীর কাতর আবেদনের ভিডিও ত্রিপুরায় সাংঘাতিকভাবে শোরগোল ফেলেছে। এসবের মাঝে শুধুই যে রাজনীতির নোংরা খেলা শুরু হয়েছে, তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। কারণ, উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক স্পষ্ট জানিয়েছেন, জমির জন্য ন্যায্য টাকা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন শুধুমাত্র একটি পরিবার আরও বেশি টাকার দাবি তুলে কাজে বাধা দিচ্ছে।

আজ সকালে ব্যস্ত অফিস টাইমে সামাজিক মাধ্যমে প্রদ্যোতের একটি পোস্ট রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ওই পোস্টে কিছু ভিডিও শেয়ার করে তিনি লেখেছেন, দামছড়ার কাছে একটি গ্রামের দরিদ্র গ্রামবাসীদের কাছ থেকে আমি বেশ কয়েকটি ইমেল এবং কল পেয়েছি, যাদের আইজিজিএল কর্মকর্তারা এবং কিছু সরকারি কর্তৃপক্ষ হুমকি দিচ্ছেন। এরই প্রেক্ষিতে তিনি আরও লেখেন, আমার প্রিয় যোদ্ধারা আপনারা ভুলে যাবেন না যে আমাদের প্রথম এবং একমাত্র দায়িত্ব হল জনগণের অধিকার রক্ষা করা। গ্রামে যান এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ান এবং আইন অনুসারে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ না করে মানুষকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে কিনা তা তদন্ত করুন। এটি কোনও আপিল নয়, বরং একটি আদেশ। আপনার জনগণের পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য আপনাকে দামছড়ার বাসিন্দা হতে হবে না।

তিনি এখানেই থেমে থাকেননি। কিছুক্ষণ পরেই ফেইসবুক লাইভে এসে কার্যত উস্কানিমূলক বক্তব্য রেখেছেন বলে অভিযোগ। জোর করে গরীব জনজাতিদের বাস্তুচ্যুত করা হচ্ছে এবং তাতে কোনভাবেই চুপ থাকা যাবে না। তাঁর দাবি, সরকার গরীব মানুষকে চোখ রাঙাচ্ছে, মারধর করছে এবং নির্যাতনের শিকার হয়ে রাস্তায় নামলে তাঁদের উগ্রপন্থী বলা হচ্ছে। তিনি এদিন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাফাই কর্মীদের বিক্ষোভ গিরে উত্তপ্ত আইজিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর।। আইজিএম হাসপাতালে সাফাই কর্মীদের উপর অমানবিক চাপ, ঘুষ দাবির অভিযোগ এবং মহিলা কর্মীদের মারধরের ঘটনায় সোমবার সকাল থেকে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে হাসপাতাল প্রাঙ্গণ। এদিন সকালেই কর্মবিরতিতে নেমে বিক্ষোভে সামিল হন ১৩৬ জন সাফাই কর্মী। সাফাই কর্মীদের অভিযোগ, তারা গত ২০ থেকে ২৫ বছর ধরে হাসপাতালের পরিষেবা দিয়ে আসছেন। এতদিন সুলভ

কোম্পানির অধীনে কাজ করলেও সম্প্রতি অল ত্রিপুরা সিকিউরিটি ফোর্স নামে নতুন সংস্থা টেন্ডার পেয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভাইয়ের হাতে ভাই খুন!

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১ সেপ্টেম্বর।। এক মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী হয়ে রইল উদয়পুর এগ্রিকালচার চৌমুহনীএলাকা। খবরে প্রকাশ বড় ভাই সুজিত দাস ছোট ভাই অভিজিৎ দাস কর্তৃক আহত হয়ে হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অভিযোগ উঠেছে অভিজিৎ দাস বড় ভাই সুজিত দাস কে গলা টিপে হত্যা করেছে। রাবার বিক্রিকে কেন্দ্র করে কয়েক দিন ধরেই অগ্রজ এবং অনুজের মধ্যে সংঘাত চলতে থাকে।আজ সন্ধ্যায় এই সংঘাত ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে।ঘটনায় প্রকাশ অগ্রজ সুজিত দাস রাবার বিক্রি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিরোধীদের পাশাপাশি সংবাদ মাধ্যমকেও শত্রুর তালিকায় ঠাঁই, সতর্ক করলেন কিশোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর।। বিরোধীদের পাশাপাশি সংবাদ মাধ্যমও শত্রু তালিকায় ঠাঁই পেয়েছে। পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের এ-বিষয়ে সতর্ক থাকার নিদান দিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী কিশোর বর্মন।

আজ এডিনগরের পঞ্চায়েত রিসোর্স সেন্টারে পঞ্চায়েত রাজ দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক দু'দিনব্যাপী কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বলেন, পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের অনেক শত্রু রয়েছে। তা বিরোধী দলের হতে পারে, সংবাদমাধ্যমেরও হতে পারে। তাই সদা সতর্ক থাকতে হবে। এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা, পঞ্চায়েত মন্ত্রী কিশোর বর্মন-সহ রাজ্য সরকারের অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্তারা। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী কিশোর বর্মন পঞ্চায়েত জনপ্রতিনিধিদের নানা দিক থেকে সচেতন করেন এবং দায়িত্ব পালন মনে করিয়েছেন।

মন্ত্রীর মতে, পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের তিন ধরনের দায়িত্ব পালন করতে হবে। সামাজিক দায়িত্ব, রাজনৈতিক দায়িত্ব এবং প্রতিনিধিত্বমূলক দায়িত্ব। তিনি বলেন, এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রতিনিধি হিসেবে কর্মদক্ষতা বাড়ানোর পাশাপাশি জনগণের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। একই ব্যক্তি বারবার সরকারি সুবিধা পাচ্ছেন, এমন ঘটনা যেন না ঘটে। প্রতিটি গ্রামবাসীর কাছে প্রকল্প পৌঁছে দেওয়াই লক্ষ্য হওয়া উচিত।

এদিন বিরোধীদেরও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি কিশোর বর্মন। তাঁর অভিযোগ, পূর্বতন সরকারের আমলে সরকারি প্রকল্পের নামে পঞ্চায়েত স্তরে দুর্নীতি ছিল চরমে। টাকা আত্মসাৎ হতো, সুবিধা পৌঁছাতো না সাধারণ মানুষের কাছে। বর্তমান সরকার এই প্রথা বন্ধ করেছে, জোর গলায় দাবি করেন তিনি। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৮১২, মোদীর শোক

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর।। আফগানিস্তানে গত রবিবার রাতে আঘাত হানা ভয়াবহ ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮১২। এই মর্মান্তিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং জানিয়েছেন, ভারত মানবিক সাহায্য পাঠাতে প্রস্তুত।

প্রধানমন্ত্রী এক্স (পূর্বতন টুইটার)-এ লেখেন, ‘আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে প্রাণহানিতে আমি গভীরভাবে মর্মাহত। এই কঠিন সময়ে আমরা শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলির পাশে রয়েছি এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি। ভারত সবরকম মানবিক সহায়তা ও ত্রাণ পাঠাতে প্রস্তুত।’

এর আগে, ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর আফগানিস্তানের কুনার প্রদেশে হওয়া এই বিপর্যয় নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, “এই কঠিন সময়ে ভারত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। নিহতদের পরিবারের প্রতি রইল আমাদের গভীর সমবেদনা এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।”

আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলের কুনার প্রদেশে গত ৩১ আগস্ট রাতে স্থানীয় সময় ১১টা ৪৭ মিনিটে ৬.০ মাত্রার এক শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে। সিনহুয়া সংবাদ সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল ভূমির ৮ কিলোমিটার গভীরে। এই বিপর্যয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮১২, এবং আশঙ্কা করা হচ্ছে যে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। আফগানিস্তান একটি ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল, কারণ এটি ভারতীয় ও ইউরেশীয় টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থলে অবস্থিত। পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ি ভূপ্রকৃতির কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরে ভূমিধসের ঝুঁকি থাকে ব্যাপক, ফলে উদ্ধারকার্যও চরমভাবে ব্যাহত হয়। এর আগে ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ৬.৩ মাত্রার ভূমিকম্পে তালিবান সরকারের তথ্য অনুযায়ী প্রায় ৪,০০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। ১৯৯৮ সালে তাখার ও বাদাখশন প্রদেশে প্রায় ৪,০০০ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন এক শক্তিশালী ভূমিকম্পে। জাতিসংঘের হিসেব অনুযায়ী, গত এক দশকে আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে মৃত্যু হয়েছে প্রায় ৭,০০০ জনের, অর্থাৎ প্রতিবছর গড়ে ৫৬০ জনের প্রাণহানি ঘটে। বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি উদ্ধারকারী দলগুলো দুর্গম এলাকাগুলিতে পৌঁছাতে লড়াই করছে। সেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল, ফলে প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনো নির্ধারিত হয়নি। এই প্রেক্ষাপটে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আর মাত্র ২৬ দিন

মোদীর মাকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্যের প্রতিবাদে শহরে বিজেপির বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মাকে নিয়ে কংগ্রেস ও আরজেডি নেতৃত্বের কুরুচিকর মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদে আজ রাজধানী আগরতলায় বিক্ষোভ মিছিল ও ধিক্কার সভা আয়োজন করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা শেষে বিক্ষোভ মিছিলটি এসে জমায়েত হয় পোস্ট অফিস চৌমুহনী চত্বরে, যেখানে একটি পথসভায় বক্তব্য রাখেন দলের নেতারা।

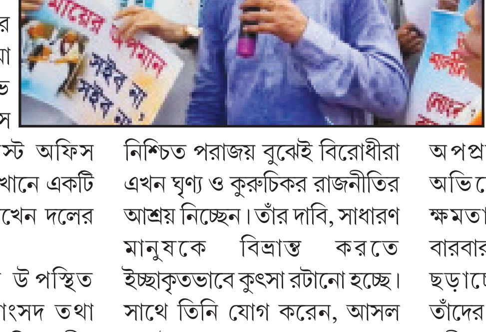

বিক্ষোভ মিছিলে উপস্থিত থেকে বিজেপি সাংসদ তথা দলের প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য তীব্র ভাষায় বিরোধীদের সমালোচনা করে বলেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে বিজেপি, প্রয়োজনে প্রতিশোধও নেবে। তিনি অভিযোগ করেন, ভোটে নিশ্চিত পরাজয় বুঝেই বিরোধীরা এখন ঘৃণ্য ও কুরুচিকর রাজনীতির আশ্রয় নিচ্ছেন। তাঁর দাবি, সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে ইচ্ছাকৃতভাবে কুৎসা রটানো হচ্ছে। সাথে তিনি যোগ করেন, আসল ভোটচোর হচ্ছে কংগ্রেস। জওহরলাল নেহেরুর আমল থেকেই তারা ভোট চুরি করে আসছে। জনগণকে এখন সতর্ক হতে হবে এবং এই বিভ্রান্তিমূলক রাজনীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

ত্রিপুরার মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীও বিক্ষোভ সভা থেকে বিরোধীদের উদ্দেশে কড়া বার্তা দিয়ে বলেন, সিপিআইএম ও কংগ্রেস যে ভাষা বোঝে, সেই ভাষাতেই এবার জবাব দেবে বিজেপি। তিনি বিরোধীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও মিথ্যাচারের অভিযোগ তুলে বলেন, ক্ষমতার লোভে বিরোধীরা বারবার জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। কিন্তু মানুষ এখন তাঁদের সেই ফাঁদে পা দেবে না। মন্ত্রী জানান, বিজেপি সরকার শিক্ষা, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা,২ সেপ্টেম্বর,২০২৫ ইং
১৬ভাদ্র, মঙ্গলবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

বাণিজ্যের দোয়ার খুলিতেছে

আমেরিকার ধাক্কা খাইয়া ভারত এবং চীন বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নিবিড় করিবার পথ প্রশস্ত করিতেছে। এই দুটি দেশের উপর আমেরিকা অতিরিক্ত শুল্ক চাপাইয়া অস্থির পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে। এই অস্থির পরিস্থিতিতে নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক উন্নত করিয়া বাণিজ্যিক বিষয়ে একাত্মবোধ হইবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে ভারত ও চীন। ফলে উপনির দেশের মধ্যে বাণিজ্যের দরজা উন্মোচিত হইবার সম্ভাবনা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। আমেরিকা যে কৌশল নিয়ে ছিল সেই কৌশলে তাহারা নিজেদের জ্বালেই নিজেরা ফাসিয়া গিয়াছে তাহা বলিবার অপেক্ষায় রাখে না। শুল্ক-গুঁতো

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'শুল্ক-গুঁতো' আগেই কাছাকাছি আনিয়াছিল দুই দেশকে। এবার পুরনো সমস্ত তিক্ততা ভুলিয়া একসঙ্গে পথ চলিবার বার্তা দিল ভারত ও চীন। কারণ, স্বাধীনতার পর এতদিন প্রতিবেশী হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বের প্রধান দুই জনবহুল দেশের মধ্যে নিখোঁজ ছিল একটিই সমীকরণবন্ধুত্ব। এবার বৈঠকের পর দিল্লি জানাইয়া দিল, দুই দেশ আর শত্রু নয়, বরং উন্নয়নের সঙ্গী। চীনের তিয়ানজিন শহরে শুরু হইয়াছে সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের (এসসিও) বৈঠক। রবিবার সেই বৈঠকের ফাঁকে মুখোমুখি হইয়াছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং চীনের প্রেসিডেন্ট জি জিনপিং। আর সেই বৈঠকে বারবার শোনা গেল, সুস্থির ও দীর্ঘমেয়াদী দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও বন্ধুত্বের কথা। মোদি জানাইলেন, দুই দেশের ২৮০ কোটির বেশি জনগণের স্বার্থে ভারত ও চীনের মধ্যে স্থিতিশীল সম্পর্ক ও পারস্পরিক সহায়তার পরিবেশ থাকা প্রয়োজন। উন্নয়নের স্বার্থে পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে আগামী দিনে এগিয়ে যাইতে হইবে আমাদের দুই দেশকে। ২০২০ সালে গলওয়ানে সংঘর্ষের পর থেকেই ভারত ও চীনের সম্পর্কে ফাটল ধরিয়াছিল। সম্প্রতি অপারেশন সিন্দুরের সময়ও ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের হাতিয়ার ছিল চীন থেকে আমদানি করা এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ও যুদ্ধবিমান। কিন্তু ট্রাম্প চড়া হারে শুল্ক চাপানোর কথা ঘোষণার পর থেকেই পরিস্থিতি বদলাইতে শুরু করে। তখনই জিনপিংয়ের মুখে শোনা যায় ড্রাগন ও হাতির নাচের ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য। সেটাই ছিল পুরনো দ্বন্দ্ব ভুলিয়া বেজিং ও দিল্লির কাছাকাছি আসার সূত্রপাত। পরবর্তী ঘোষণা ছিল মোদির, সাত বছর পর তাঁহার চীন যাত্রার। জিনপিং ও মোদির মধ্যে কী আলোচনা হয়, গোটা বিশ্বের নজর ছিল সেদিকেই। বৈঠক যে ফলপ্রসূ হইয়াছে, সে ব্যাপারে সংশয় নেই। কারণ, এই দুই দেশের অর্থনীতি যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে স্থিতিশীল করিতে পারে, সেই বিষয়ে সহমত

হইয়াছেন মোদি-জিনপিং। খুলিতেছে বাণিজ্যের দরজা। সিদ্ধান্ত হইয়াছে, বাণিজ্য ঘাটতি মেটাইতে দ্বিপাক্ষিক লেনদেন বাড়ানো হইবে। সম্প্রতি ভারতীয় পুণ্যার্থীদের জন্য কৈলাস-মানসরোবর যাত্রায় ছাড়পত্র দিয়াছে বেজিং। চালু হইয়াছে ট্যুরিস্ট ভিসাও। এছাড়া দুই দেশের মধ্যে সরাসরি বিমান চালু করা নিয়াও কথা হয়। জিনপিংয়ের প্রস্তাবে মোদি সায় দিলেও কবে নাগাদ সরাসরি বিমান পরিষেবা চালু হইবে, তাহা নিয়া কোনও ঘোষণা হয়নি। ভিসা অনুমোদনের বিষয়টি নিয়াও কথা হয়। আগামী বছর ভারতে ব্রিকস গোষ্ঠীর বৈঠক। সেখানে যোগদানের জন্য জিনপিংকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন মোদি। সীমান্ত এলাকায় শান্তি বজায় রাখিতে ভারত চিন সহমত পোষণ করিয়াছে। সীমান্ত সমস্যার উপর আর ভারত-চীনের সম্পর্ক নির্ভর করিবে না।'

চোত্তাখোলা ও একিনপুরে মোবাইল এক্স-রে শিবিরে টিবি স্ক্রিনিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১ সেপ্টেম্বর: টিবি মুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্যে দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়া মহকুমায় শুরু হয়েছে এক বিশেষ স্বাস্থ্য অভিযান। সোমবার চোত্তাখোলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং একিনপুর আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরে মোবাইল এক্স-রে শিবিরের মাধ্যমে টিবি স্ক্রিনিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

এই শিবিরে মোট ৫৪ জন ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর এক্স-রে পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। বিলোনিয়া হাসপাতালের অভিজ্ঞ রেডিওগ্রাফার শ্রী নারায়ণ দেববর্মা, শ্রীমতি স্নেহা দেবনাথ এবং বিলোনিয়া টিউবারকুলোসিস ইউনিটের খোকন মল্লিকের নেতৃত্বে গঠিত মোবাইল এক্স-রে দল দক্ষতার সঙ্গে পুরো কার্যক্রম সম্পন্ন করেন।

বিলোনিয়া মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তর থেকে ইতিমধ্যেই একটি বিস্তারিত সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী আগামী দিনে মহকুমার বিভিন্ন পিএইচসি ও এএএম-এ এই স্ক্রিনিং কার্যক্রম চলবে। উদ্যোগটির মূল লক্ষ্য হলো টিবি রোগকে প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত করা এবং দ্রুত চিকিৎসা নিশ্চিত করা।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জ্যোতির্ময় দাস জানান, "টিবি একটি নিরাময়যোগ্য রোগ, তবে প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত করাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। মোবাইল এক্স-রে শিবিরের মাধ্যমে আমরা প্রত্যন্ত অঞ্চলের ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাতে পারছি, যা টিবি নির্মূলের লক্ষ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।"

তিনি আরও বলেন, এই ধরনের শিবির কেবল রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রেই নয়, স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। স্থানীয় বাসিন্দারাও এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। স্বাস্থ্যকর্মীরা এদিন টিবির লক্ষণ, প্রতিরোধ ও চিকিৎসা নিয়ে সচেতনতা বার্তা প্রদান করেন।

একজন অংশগ্রহণকারী জানান, "আমরা আগে কখনো এমন সেবা পাইনি। এখন বুঝতে পারছি স্বাস্থ্য সচেতনতা কতটা জরুরি।"

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে দক্ষিণ ত্রিপুরার স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় এক ইতিবাচক দৃষ্টান্ত, যা ভবিষ্যতে আরও বিস্তৃত আকারে চালু রাখার পরিকল্পনা রয়েছে।

সাব্রুম মাইকেল মধুসূদন দত্ত (এমএমডি) কলেজের এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে প্লাস্টিক দূষণমুক্ত করার জন্য আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ১ সেপ্টেম্বর: সাব্রুম মাইকেল মধুসূদন দত্ত (এমএমডি) কলেজের এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে স্বচ্ছ ভারত মিশনের অন্তর্গত কলেজ ক্যাম্পাস ও এনএসএস ইউনিটের যে পাঁচটি অভিযোজিত গ্রাম রয়েছে এদের প্রত্যেকটিকে ধারাবাহিক ভাবে প্লাস্টিক দূষণ মুক্ত করার জন্য এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। পৌরহিত্য করেন কলেজ অধ্যক্ষ ড.অনুপম গুহ।

উপস্থিত ছিলেন কলেজের এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার অধ্যাপক অরূপ পাটারী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকাসহ ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। প্লাস্টিক ব্যবহার সচেতনতার আভাবে যে পরিমাণে সঞ্চিত হচ্ছে তা পরিবেশেবিদের তথা মানব সভ্যতার উদ্বেগের কারন, যা জলজ প্রাণী, বন্যপ্রাণী, মাটি, জল এবং মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারন। বলতে দ্বিধা নেই জীববৈচিত্র্য সংকটের সম্মুখীন। এই সমস্যা মোকাবেলায় প্রয়োজন প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানো , পুনর্ব্যবহার করা এবং পরিবেশবান্ধব বিকল্প ব্যবহার করা।

আরও প্রয়োজন প্লাস্টিক দূষণ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা, এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া। আজকের এই আনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলে কলেজ ক্যাম্পাস প্লাস্টিক মুক্ত রাখার শপথ নেয় এবং আনুষ্ঠানের শেষে কলেজ সাফাই অভিযানে অংশগ্রহণ করে। কলেজ এনএসএস ইউনিটের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে এখন থেকে নিয়মিত গ্রামে গ্রামে প্লাস্টিক দূষণ হ্রাসের জন্য কর্মসূচির আয়োজন করা হবে।

ভারতের চন্দ্রযান কি শুধুই চন্দ্রজয় করল

শশী থারুর

২০১৪ সালে ভারত মঙ্গলগ্রহ অভিযানে 'মঙ্গলযান' নামের একটি মিশন পরিচালনা করেছিল। এর মধ্য দিয়ে সে বছর ভারত এশিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে মঙ্গলগ্রহের কক্ষপথে নিজের উপস্থিতির জানান দিয়েছিল। ভারত যখন মঙ্গলযানের সাফল্য উদ্যাপন করছিল, ঠিক সেই সময় নিউইয়র্ক টাইমস একটি কার্টুন ছাপিয়েছিল।

সেই কার্টুনে দেখা যাচ্ছিল, কেতাদুরস্ত পশ্চিমা সাহেবরা 'এলিট স্পেস ক্লাব' নামের একটি লাউঞ্জে বসে আছেন; আর পাগড়ি পরা এক গেঁয়ো কৃষকরূপী ভারত একটি গরু নিয়ে সেই লাউঞ্জে ঢোকার জন্য দরজায় কড়া নাড়ছে।

এটি ছিল পশ্চিমের সরাসরি খবরদারি করা ও বর্ণবাদী আচরণের প্রকাশ। নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর ওই কার্টুন নিয়ে সে সময় ভারতের মানুষ তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল।

এখন ভারত চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে চন্দ্রযান-৩ নামের একটি নভোযান পাঠিয়েছে। ভারতই প্রথম কোনো দেশ যে কিনা চাঁদের এই অঞ্চলে সফলভাবে তার নভোযান অবতরণ করাতে সক্ষম হয়েছে। এই ঘটনায় নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর সেই কার্টুনের পাল্টা জবাব হিসেবে ভারতীয়রা একটি কার্টুন ছেপেছে। এবারের কার্টুনে দেখা যাচ্ছে, 'মুন সাউথ পোল' নামের একটি ঘরের ভেতরে সেই পাগড়িধারী কৃষকরূপী ভারত তাঁর গরুটি নিয়ে বসে আছে, আর বাইরে আমেরিকান রাশিয়ান এবং অন্যান্য দেশের অভিজাত লোকেরা হাতে রকেট নিয়ে দরজায় লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং ভেতরে আসার জন্য তারা ভারতের অনুমতি চাইছে। সংগত কারণেই ভারতীয়রা তাদের মহাকাশ কর্মসূচি নিয়ে গর্ববোধ করছেন।

বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী দেশ ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে তার সীমান্ত ভাগাভাগির ও স্বাধীনতা লাভের বছর ১৯৪৭ সালে আহমেদাবাদে ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি গড়ে তুলেছিল। ভারতের দূরদর্শী প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ১৯৬২ সালে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কমিটি ফর স্পেস রিসার্চ (ইনকসপার) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর মধ্য দিয়ে ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে মহাকাশ অভিযানে যুক্ত হয়েছিল। ইনকসপার ১৯৬৯ সালে ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন বা ইসরোয় রূপান্তরিত হয়। তখন থেকেই ইসরো চাঁদে অভিযানের মিশন (চন্দ্রযান-১,-২, ও-৩) এবং মঙ্গল অভিযানের মিশন (মঙ্গল কক্ষপথ মিশন) চালিয়ে আসছে। ধীরে ধীরে ইসরো নিজের উৎক্ষেপণ যান ও উপগ্রহ কেন্দ্র নিজেই তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। এ মাসেই ভারত আদিত্য এল-১ নামের একটি সোলার অবজারভেটরি উৎক্ষেপণের পরিকল্পনা করেছে এবং এ বছরের শেষ নাগাদ পৃথিবীর কক্ষপথে দুই থেকে তিনজন নভোচারীকে পাঠাবে বলে ঠিক হয়েছে (উল্লেখ্য, ১৯৮৪ সালে একটি সোভিয়েত নভোযানে করে একজন ভারতীয় মহাকাশচারী পৃথিবীর কক্ষপথ চক্কর দিয়ে এসেছিলেন)। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের ওপর নেহরুর যে আস্থা ছিল, জাতীয় অগ্রগতিতে প্রযুক্তির ভূমিকার বিষয়ে তাঁর যে জ্ঞানগম্যি ছিল এবং ভারতীয় জনগণের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্ক চেতনা জাগ্রত করার ক্ষেত্রে তাঁর যে নিবেদিতপ্রাণ মানসিকতা ছিল, তার ওপরে আজকের ভারতের এই মহাকাশ জয়ের সাফল্য অনেকাংশে ঋণী। যদিও ভারত দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা এবং রোগ বালাইয়ে ডুবে ছিল, তার পরও নেহরু বুঝতে পেরেছিলেন, ভারতকে অবশ্যই মহাকাশ গবেষণায় নজর দিতে হবে।

অর্থনৈতিক সংকটজনিত টানাটানির বাজেট সত্ত্বেও নেহরু যে স্বনির্ভরতার মতাদর্শে বিশ্বাস করতেন, তা ভারতের মহাকাশ কর্মসূচিতে একটি স্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল। ধীর গতির ও জ্বালানি-সাশ্রয়ী পদ্ধতিতে চাঁদে অভিযান চালানো সংক্রান্ত ইসরোর সিদ্ধান্তকে তার উদাহরণ হিসেবে দেখা যেতে পারে।

মঙ্গলযান এবং চন্দ্রযান-৩ দুটোই এই ধরনের অভিযানের মধ্যে সবচেয়ে কম ব্যয়বহুল উদ্যোগ ছিল। এই ধরনের অভিযানে নাসা যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে থাকে, ইসরো সেখানে তার মাত্র এক-দশমাংশ খরচ করেছে। মহাকাশ মিশন নিয়ে হলিউড সিনেমা বানাতে গিয়ে যত অর্থ খরচ করেছে, ইসরোর অভিযানে তার চেয়েও অনেক কম খরচ করা হয়েছে। মঙ্গলযান-এর খরচ হলিউডের গ্র্যাভিটি সিনেমার খরচের চেয়েও কম। চন্দ্রযান-৩ এর খরচ ইন্টারস্টেলার ছবির খরচের চেয়ে কম। খরচ সাশ্রয় করার সক্ষমতার বাইরেও ইসরোর শক্তি পরিব্যাপ্ত আছে। প্রযুক্তি ও কৌশলগুলোকে দেশীয় ঘরানায় রেখে ইসরো উৎক্ষেপণ যান এবং স্যাটেলাইট উভয়েরই একটি প্রধান প্রস্তুতকারক সংস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তারা এখন অন্যান্য দেশেও স্বল্প খরচের উৎক্ষেপণ পরিষেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চাচ্ছে। ইসরোর পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেইক্যাল ২৪ টি ফ্লাইট সমাপ্ত করার মাধ্যমে একটি সফল ট্র্যাক রেকর্ড অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভারত আগেকার সব রেকর্ড ভেঙে (বিশেষত বেশির ভাগই আমেরিকান রেকর্ড) মাত্র একটি রকেটে একই সঙ্গে ১০৪টি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেছিল। ১৯৬০ এর দশকের গোড়ার দিক মহাকাশ বিজ্ঞানের যে অবস্থায় আমরা ছিলাম, সেখান থেকে কত দূর এসেছি, সেটি সেই সময়ে হেনরি কার্টিয়ের-ব্রেসনের তোলা একটি ক্ল্যাসিক ফটোগ্রাফ থেকে বোঝা যায়। ওই ফটোগ্রাফে ভারতীয় রকেটের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ গরুর গাড়িতে পরিবহন করতে দেখা যায়। সেই শুরুর পর থেকে আজ ভারতের মহাকাশ কর্মসূচি আক্ষরিক অর্থেই আকাশচুম্বী। বর্তমানে ভারত বৈশ্বিক মহাকাশ অর্থনীতির ২ শতাংশের অধিকারী। বিশেষজ্ঞরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, আগামী দশকে ভারত তা কমপক্ষে ১০ শতাংশ অর্জন করবে। ভারতের মহাকাশ কর্মসূচি তার অভ্যন্তরীণ উন্নয়নকে জোরদার করছে। এমনকি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, কৃষি, মৎস্যসম্পদ এবং নগর-পরিকল্পনার মতো আপাতদৃষ্টিতে সম্পর্কহীন ক্ষেত্রগুলোতেও এটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। অধিকন্তু, দেশের বিশ্বাসযোগ্যতা ও প্রভাব বাড়িয়ে এটি ভারতের বৈশ্বিক কূটনীতিতেও অবদান রাখছে। একটি দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশ হয়েও ভারত মহাকাশে রকেট পাঠানোর অভিলাষ পোষণ করে বলে যারা এক সময় উপহাস করেছিল, এখন তাদের অবশ্যই ভারতকে একটি প্রযুক্তিগত শক্তি হিসাবে গণ্য করতে হবে। ভারতের ল্যান্ডার চাঁদের মাটিতে নামার সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিচক্ষণতার সঙ্গে সংকীর্ণ বিজয়বাদকে উড়িয়ে দিয়ে এই কৃতিত্বকে 'সমস্ত মানবতার বিজয়' হিসাবে স্বাগত জানিয়েছেন। আবার একই সঙ্গে তিনি সঠিকভাবেই উল্লেখ করেছেন, এই কৃতিত্ব 'এক শ ৪০ কোটি ভারতীয় নাগরিকের আকাঙ্ক্ষা এবং ক্ষমতার প্রতিফলন'। নিজের প্রযুক্তিগত দক্ষতা প্রদর্শনের মাধ্যমে ভারতের মহাকাশ কর্মসূচি বিশ্বকে কেবল তার উদ্ভাবনী ক্ষমতার কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে না; একই সঙ্গে সাইবার স্পেস নিয়ন্ত্রণ থেকে শান্তি-রক্ষার মতো বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের সমাধানে সাহায্য করার ক্ষমতা থাকার কথাও জানিয়ে দিচ্ছে। ভারত বিশ্বকে দেখিয়ে দিচ্ছে, তারা উন্নত দেশগুলোর বানানো নিয়ম ও তাদের প্রচলন করা প্রযুক্তির অন্ধ অনুসারী না হয়ে বরং নিজেই আদর্শ প্রযুক্তি-নির্ধারক হতে পারে। চন্দ্রযান তিন এর সাফল্য বৈশ্বিক নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ভারতের আত্মবিশ্বাসকে অধিকতর শক্তিশালী করেছে। এ বছর ভারত জি-২০ সম্মেলনের সভাপতিত্ব করছে এবং দেশটি বৈশ্বিক দক্ষিণ অঞ্চলের একটি প্রভাবশালী কণ্ঠ হয়ে উঠছে। কিন্তু এটি সম্প্রতি একটি ভূ-রাজনৈতিক সংকীর্ণ পথে হাঁটছে এবং কোয়াড (অস্ট্রেলিয়া, জাপান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি) এবং সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা (রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে) উভয় ক্ষেত্রেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। যদিও পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক কখনই ঘনিষ্ঠ ছিল না, দেশটির চীনের সঙ্গে একটি উত্তেজনাপূর্ণ বিরোধপূর্ণ সীমান্ত আছে এবং ঐতিহ্যগত অংশীদার রাশিয়ার সঙ্গে দৃষ্টির ক্রমবর্ধমান জটিল সম্পর্ক রয়েছে। কীভাবে এই আন্তর্জাতিক সম্পর্কগুলো এবং অধিকতর বিস্তৃতভাবে ভারতের বৈশ্বিক ভূমিকা আরও ছাপিয়ে পড়বে তা দেখার এখনো অনেক বাকি আছে। তবে মহাকাশে দেশটির অর্জন নিঃসন্দেহে তার কূটনৈতিক হাতকে শক্তিশালী করেছে। চন্দ্রযান-৩ এর সফল অভিযানের পর ভারতীয়রা আকাশের দিকে তাকিয়ে একটি গৌরবময় ভবিষ্যতের কথা ভাবতে পারে। তারা নতুন দিগন্তের ইশারা অনুভব করতে পারে।

গোয়েন্দা বিজ্ঞানীর খোঁজে

আবদুল গাফফার

টাকা দেখলে নাকি কাঠের পুতুলও হাঁ করে ওসব প্রবাদের কথা। তবে পুতুল হাঁ করুক বা না করুক, মানুষে করে। রাস্তায় একটা এক টাকার কয়েন পড়ে থাকতে দেখলে নিপাট সৎ-ভদ্রলোকেরও চোখ চকচক করে ওঠে। কিন্তু সাধারণ নিপাট ভদ্রলোকদের সঙ্গে বিজ্ঞানীদের খানিকটা দূরত্ব যদি না-ই থাকে, তাহলে আর তাঁরা বিজ্ঞানী কেন! যদি এই ধারণায় শিকড় গেড়ে বসে থাকো তাহলে ভুল করবে। বিজ্ঞানীকুলে জোচ্চর-বাটপারের অভাব নেই, আবার অভাব নেই প্রতিশোধপরায়ণ, হিংসুটে, অর্থলোভী লোকেরও। আছেন গোয়েন্দা বিজ্ঞানীও। সবাই তো আর আইনস্টাইনের মতো ভোলাভালা ভালো মানুষটি নয়। নিউটনের কথাই ধরো না। আইনস্টাইনের আগে মহাবিজ্ঞানী বললে একজনের কথাই মনে হবেস্যার আইজ্যাক নিউটন। নিউটন কিন্তু মোটেও ভোলাভালা ভালো মানুষটি ছিলেন না। অনেক রাগী, জেদি, একরোখা; কখনো কখনো বড্ড অসৎও ছিলেন। আর ছিল টাকার লোভ। নইলে এত বড় বিজ্ঞানী হয়ে কেন অ্যালকেমি চর্চা করেছিলেন, চেয়েছিলেন লোহাকে সোনায় পরিণত করে সম্পদের পাহাড় গড়বেন। কিন্তু বোকা বিজ্ঞানীর মাথায় এটা কেন আসেনি, যখন রাশি রাশি সোনার স্তূপ জমা হবে পৃথিবীর বুকে, তখন আর সেই সোনার দাম লোহার চেয়ে একটুও বেশি হবে না!

নিউটন চিরকুমার ছিলেন। ছিলেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের লুকেসিয়ান অধ্যাপক, যে পদটিকে এখনো শিক্ষাক্ষেত্রে পৃথিবীর সবচেয়ে দামি পদ বলে মনে করা হয়। মাইনে কড়ি ভালোই পেতেন নিউটন। তবু অবসরের পর জমানো টাকায় তাঁর মন ভরল না। আসলে টাকা জমিয়েছিলেন কি না কে জানে, হয়তো অ্যালকেমির গবেষণা করতে গিয়ে সব উড়িয়ে ফেলেছিলেন। তিনি গেলেন ব্রিটিশরাজের টাঁকশালের দায়িত্ব নিতে। অনেকে মনে করেন দায়িত্বটা নিতে তিনি বাধ্য ছিলেন, ব্রিটিশরাজের হুকুম অমান্য করার সাধ্যি তখন কার ছিল! আর সেই দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই শার্লক হোমস বনে যেতে হলো তাঁকে। অথচ নিউটন যখন গোয়েন্দাগিরি করছেন, তার প্রায় দেড় শ বছর পর জন্ম শার্লক হোমসের স্রষ্টা স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের। আসলে নিউটনকে দেওয়া হয়েছিল টাঁকশালের রয়্যাল মিন্ট বিভাগের ওয়ার্ডেনের পদ। রয়্যাল মিন্ট হলো ইংল্যান্ডের ধাতব মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করার বিভাগ। সাম্মানিক পদে নিউটনকে নিয়োগ করা হয়েছিল, কাজকর্ম তেমন না করলেও চলত। তবে বিজ্ঞানী বলে কথা, চুপচাপ বসে থাকার বান্দা তিনি নন। সিরিয়াসলি নিলেন কাজটাকে। ফলে ওয়ার্ডেন থেকে পদোন্নতি পেয়ে হলেন সেই বিভাগের প্রধান।

নিউটন যখন টাঁকশালের দায়িত্ব নিলেন, তখন ইংল্যান্ডের ঘরে-বাইরে ঘোর দুর্দিন। রাজা তৃতীয় উইলিয়াম মাঝেমধ্যে গুপি গাইন বাঘা বাইন-এর সেই হাল্লা রাজার মতো চেঁচিয়ে বা নেচেগেয়ে বলছেন, 'হা হা...বিলেত চলেছে যুদ্ধে! যুদ্ধে যুদ্ধে যুদ্ধে!' যুদ্ধটা তিনি সুন্দি রাজার সঙ্গে নয়, করতে চান ফ্রান্সের রাজার সঙ্গে। তার তোড়জোড় চলছে। এ জন্য দরকার বিপুল টাকা। ব্রিটিশ অর্থনীতিতেও তখন ঘোর দুর্দিন। দেদার জাল হচ্ছে মুদ্রা, আসল-নকলের ফারাক করা মুশকিল। ইংল্যান্ডে তখন রুপার মুদ্রার প্রচলন। কিন্তু মুদ্রায় যে পরিমাণ রুপা থাকে, তার চেয়ে খোলাবাজারে সাধারণ রুপার দাম অনেক বেশি। ধরা যাক এক পাউন্ডের একটা মুদ্রায় ৫ গ্রাম রুপা আছে। অন্যদিকে বাজারে ৫ গ্রাম সাধারণ রুপার দাম ১০ পাউন্ড। তাই পাউন্ড গলিয়ে রুপায় পরিণত করলে বিরাট লাভ। তখন রাজা বললেন সব রৌপ্য মুদ্রা তিনি বাজার থেকে তুলে নেবেন। কিন্তু তাতেও লাভ হলো না। দেশ আর দেশের বাইরে থেকে আসছে রাশি রাশি নকল মুদ্রা। তখন সরকারের টনক নড়ল। আইন পাস করিয়ে ঘোষণা করা হলো টাকা জালকারীদের একমাত্র শাস্তি ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড। তারপর রাজা নিউটনকে অনুরোধ করলেন কিছু একটা করতে।

> বলবিদ্যার জটিল সূত্রগুলোর সমাধান যাঁর মাথা থেকে বেরিয়েছে, যিনি বৈজ্ঞানিক সমাজকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন যে বলের কারণে গাছের আপেল মাটিতে পড়ে, সেই একই বলের কারণে পৃথিবী আর গ্রহরা সূর্যের চারপাশে ঘোরে।

বলবিদ্যার জটিল সূত্রগুলোর সমাধান যাঁর মাথা থেকে বেরিয়েছে, যিনি বৈজ্ঞানিক সমাজকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন যে বলের কারণে গাছের আপেল মাটিতে পড়ে, সেই একই বলের কারণে পৃথিবী আর গ্রহরা সূর্যের চারপাশে ঘোরে। তিনি কয়েকজন ছিঁচকে জোচ্চরকে ধরতে পারবেন না তা কি হয়! ওদিকে রাজার এক প্রিয়ভাজন আছে। অত্যন্ত ধূর্ত চোরাকারবারি। নাম তার উইলিয়াম শ্যালোনার। ব্রিটেনে তখন প্রোটেস্টান্টদের জয়জয়কার। উগ্রবাদী প্রোটেস্টান্টরা ক্যাথলিকদের আক্রমণ করছে, ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিচ্ছে, ছড়িয়ে পড়ছে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব। রাজা এর বিরুদ্ধে কঠোরহস্ত, সাম্প্রদায়িক হিংসা যারা ছড়াচ্ছে, তাদের কঠোর শাস্তি দিচ্ছেন। এ ব্যাপারটাকেই তুরুপের তাস হিসেবে ব্যবহার করে শ্যালোনার। উগ্রবাদী প্রোটেস্টান্টদের উসকে দিয়ে জ্বালিয়ে দিচ্ছে ক্যাথলিকদের ঘরবাড়ি। তারপর যারা এই দুষ্কর্ম করছে, তাদেরই ধরিয়ে দিচ্ছে রাজার পাইক-পেয়াদাদের হাতে। নিজে ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে নায়ক বনে যাচ্ছে। ব্রিটেনের তাবৎ টাকার চোরাকারবারিদের ধরা আর মূল হোতা শ্যালোনারকেও শুলে চড়ানো।-সেই শ্যালোনারই নিউটনের বিরুদ্ধে আঙুল উঁচিয়ে বলে, এই বিজ্ঞানীই আসলে চোরাকারবারির হোতা। এঁকে সরিয়ে দিলেই বন্ধ হবে জাল টাকার কারবার। নিউটন তো মহাখাপ্পা! তার ওপর তিনি ভীষণ প্রতিশোধপরায়ণ। আর তাঁকেই কিনা চটিয়েছে ধোঁকাবাজ শ্যালোনার। তিনি কিছুটা জানতেন শ্যালোনারের দুষ্কর্মের কথা। কানাঘুষাও শুনেছিলেন এই শ্যালোনারই জাল টাকার কারবারিদের চাঁই, তার দৃষ্টি এখন রয়্যাল মিন্টের প্রধান পদটির দিকে। কিন্তু প্রমাণ কই? নিউটন তাই গোয়েন্দা বনে গেলেন। উদ্দেশ্য এক ঢিলে দুই পাখি শিকার

ছদ্মবেশ নিয়ে ভিখিরি সেজে অলিগলিতে ঘুরে বেড়াতে শুরু করলেন নিউটন। শহরের চোর-বাটপার, ভিখিরিদের সঙ্গে সখ্য গড়ে তুললেন। এ জন্য গাঁটের পয়সা খরচ করতেও কুণ্ঠা ছিল না তাঁর। ভয় দেখিয়ে, টাকা খাইয়ে দলে ভেড়ালেন শ্যালোনারের চ্যালাদের, বের করে নিলেন তাদের পেটের কথা। ধরা পড়ল ২৮ জন জাল টাকার কারবারি। সেই সঙ্গে প্রমাণ মিলল, শ্যালোনারই পালের গোদা। শ্যালোনার তখন হার স্বীকার করল। চিঠি লিখে ক্ষমা চাইল নিউটনের মানহানির জন্য। কিন্তু নিউটনের মন গলেনি। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হলো শ্যালোনার। ১৬৯৯ সালের কোনো একদিন ফাঁসি হয় শ্যালোনারের। প্রথম কেসেই তাই বাজিমাত গোয়েন্দা নিউটনের।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ত্রিপুরা তপশিলী জাতি সমন্বয় সমিতির উদ্যোগে প্রয়াত অনিল সরকারের ৮৭তম জন্মদিন পালন করা হয়। ছবি নিজস্ব।

পাঞ্জাবে ভয়াবহ বন্যা: মুখ্যমন্ত্রীকে ফোনে আশ্বাস দিলেন অমিত শাহ কেন্দ্র পাঠাচ্ছে সহায়তা দল

চণ্ডীগড়, ১ সেপ্টেম্বর : পাঞ্জাবে গত ৩৭ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। লক্ষাধিক মানুষ গৃহহীন, বহু কৃষকের সারা বছরের ফসল জলে ভেসে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সোমবার ফোনে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান-এর সঙ্গে কথা বলেন ও রাজ্যবাসীর পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মুখ্যমন্ত্রী মানকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, পর্যাপ্ত সংখ্যক এনডিআরএফ বাহিনী এবং সেনা শিবির মোতায়েন করে ত্রাণ ও উদ্ধারকাজে সাহায্য করবে কেন্দ্র। তিনি জানান, কেন্দ্র রাজ্যের পাশে থেকে মানুষের কষ্ট লাঘবের জন্য প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

অবিরাম ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই স্কুল বন্ধ করার পর সোমবার কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলিও ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী হরজোত সিং বেইন্স এক্স (প্রাক্তন টুইটার)-এ লেখেন,"পাঞ্জাবজুড়ে টানা ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে সমস্ত কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ৩রা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। হোস্টেলে থাকা ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের।"

রবিবার অমিত শাহের নির্দেশে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, পাঞ্জাব এবং জম্মু-কাশ্মীরের জন্য পৃথক ইন্টার-মিনিস্টেরিয়াল সেন্ট্রাল টিম গঠনের ঘোষণা করে। এই দলগুলি বন্যা, ভূমিধস, ক্লাউডবার্স্ট এবং অতিবৃষ্টিতে ক্ষয়ক্ষতির সরেজমিন পর্যালোচনা করবে।

আগামী সপ্তাহের শুরুতে এই দলগুলি বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলি পরিদর্শন করবে বলে জানানো হয়েছে। এই দুর্যোগে এখনও পর্যন্ত রাজ্যের আটটি জেলার প্রায় ১,৩০০টি গ্রামের ২.৫০ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং ৩ লক্ষ একর জমির ফসল সম্পূর্ণ নষ্ট হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্দেশে একটি চিঠিতে রাজ্যের ৬০,০০০ কোটি টাকার বকেয়া ছাড়ের দাবি জানান। বর্তমানে, ৩তু ফসলহানির ক্ষেত্রে ৬,৮০০ টাকা প্রতি একর হারে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। আপ সরকার চায় এই হার বাড়িয়ে ৫০,০০০ টাকা প্রতি একর করা হোক। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন, এই পরিস্থিতিতে প্রথাগত নিয়ম বদলে রাজ্যের কৃষকদের যথাযথ সহায়তা দেওয়া প্রয়োজন। রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুনীল জাখরও প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সহায়তা পাঠানোর অনুরোধ করেছেন। ৩০ আগস্ট তারিখে লেখা চিঠিতে জাখর বলেন, "এই ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয় পাঞ্জাবের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। পাঞ্জাব ভারতের খাদ্য নিরাপত্তার মেরুদণ্ড, এই রাজ্যের পুনর্গঠন জাতীয় স্বার্থের অংশ।উল্লেখ্য, পাঞ্জাবে বর্তমানে পরিস্থিতি অত্যন্ত সংকটজনক, এবং রাজ্যবাসীর পাশে দাঁড়াতে রাজ্য ও কেন্দ্র দুই-ই তৎপর হয়েছে।

বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম কমল ৫১.৫০ টাকা, ১ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর

নয়াদিল্লি, ০১ সেপ্টেম্বর : তেল বিপণন সংস্থাগুলি রবিবার ঘোষণা করেছে, কমার্শিয়াল এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ৫১.৫০ টাকা হ্রাস করা হয়েছে। এই নতুন দাম ১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে কার্যকর হয়েছে।

এই দাম হ্রাসের ফলে, দিল্লিতে ১৯ কেজির একটি কমার্শিয়াল এলপিজি সিলিন্ডারের নতুন দাম হবে ১,৫৮০ টাকা।

এর আগে, ওএমসি সংস্থাগুলি জুলাই মাসে ৫৮.৫০ টাকা এবং তারপরে আরও ৩৩.৫০ টাকা কমিয়েছিল। জুন মাসে ২৪ টাকার ছাড়ের পর দাম দাঁড়িয়েছিল ১,৭২৩.৫০ টাকা। এপ্রিল মাসে এই দাম ছিল ১,৭৬২ টাকা। ফেব্রুয়ারিতে মাত্র ৭ টাকা কমানো হলেও মার্চে ৬ টাকা দাম বাড়ানো হয়।

তবে, ১৪.২ কেজির গৃহস্থালির এলপিজি সিলিন্ডারের দামে কোনো পরিবর্তন হয়নি, বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই মূল্য হ্রাস সরাসরি উপকৃত করবে রেস্তোরাঁ, হোটেল এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে, যারা দৈনন্দিন রান্নার জন্য এই এলপিজি সিলিন্ডার ব্যবহার করে থাকে।

প্রতিমাসে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের উপর ভিত্তি করে এই মূল্য সংশোধন করা হয়।এদিকে, চলতি মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা "প্রধানমন্ত্রী উজ্বলা যোজনা"-র আওতায় আগামী ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য ১২,০০০ কোটি টাকার ভর্তুকি অনুমোদন করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় ১৪.২ কেজির সিলিন্ডারের জন্য প্রতি বছর ৯টি রিফিল পর্যন্ত প্রতি রিফিলে ৩০০ টাকা করে ভর্তুকি দেওয়া হবে। ৫ কেজির সিলিন্ডারের জন্য প্রয়োজন অনুসারে ভর্তুকি প্রদান করা হবে।উল্লেখযোগ্য, ২০১৬ সালের মে মাসে চালু হওয়া এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল গরিব পরিবারগুলির প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাদের বিনামূল্যে এলপিজি সংযোগ প্রদান। ২০২৫ সালের ১ জুলাই পর্যন্ত সারা দেশে প্রায় ১০.৩৩ কোটি পিএমইউওয়াই সংযোগ রয়েছে।

চার দিনের দিল্লি সফরে যাচ্ছেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি, কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের সম্ভাবনা

ভুবনেশ্বর, ১ সেপ্টেম্বর: ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি আজ থেকে চার দিনের দিল্লি সফরে যাচ্ছেন। সফরকালে তিনি ২ থেকে ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজধানী দিল্লির যশোভূমি কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত সেমিকন ইন্ডিয়া ২০২৫ সম্মেলনের চতুর্থ সংস্করণে অংশগ্রহণ করবেন।

সরকারি সূত্রে জানা গেছে, এই সফরে মুখ্যমন্ত্রী মাঝি বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন। আলোচনার বিষয়বস্তু হিসেবে থাকছে: রাজ্যে বিজেপির সাংগঠনিক কাঠামো মজবুত করা, মন্ত্রিসভায় শূন্য থাকা ছয়টি পদ পূরণ। বিভিন্ন কর্পোরেশন চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ।

উল্লেখ্য, ওড়িশার রাজ্যে ছয়টি মন্ত্রিত্ব এবং একাধিক কর্পোরেশন প্রধানের পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য রয়েছে। এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বিজেপি হাইকমান্ডের সঙ্গে চূড়ান্ত আলোচনা হতে পারে এই সফরে। সিএম মাঝির সফরসূচিতে সেমিকন ইন্ডিয়া ২০২৫ সম্মেলনের বাইরেও আরও কিছু কর্মসূচি রয়েছে বলে জানা গেছে। তবে সেগুলির বিস্তারিত এখনও প্রকাশ করা হয়নি।

অক্সিজেনের অভাবে অ্যাম্বুল্যান্সেই মৃত্যু জগৎসিংহপুরের মহিলার, উত্তেজনা

ভুবনেশ্বর, ১ সেপ্টেম্বর: জগৎসিংহপুর সদরে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে, এক ৫৮ বছর বয়সী মহিলার অ্যাম্বুল্যান্সে অক্সিজেনের অভাবে মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। মৃতার নাম কমলা পাণ্ডা, তিনি জগৎসিংহপুর জেলার ব্রাহ্মণখাণ্ডা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বুকে তীব্র ব্যথা অনুভব করার পর কমলা পাণ্ডাকে প্রথমে ভর্তি করা হয় জগৎসিংহপুর জেলা সদর হাসপাতালে। সেখান থেকে অবস্থার অবনতি ঘটলে তাঁকে কাটকের এসসিবি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল-এ রেফার করা হয়।তাঁকে বহনকারী বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্সটির নাম ছিল 'মা কুটমচণ্ডী'। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, ওই অ্যাম্বুল্যান্সে কোনও কার্যকর অক্সিজেন সাপ্লাই ছিল না। অভিযোগ, অ্যাম্বুল্যান্সের কর্মীরা শুধুমাত্র একটি অক্সিজেন মাস্ক মুখে পরিয়ে দেন, কিন্তু অক্সিজেন সিলিন্ডারটি ছিল খালি। এর ফলে পথেই কমলা পাণ্ডার মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ করেন পরিবারের সদস্যরা।

বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের সম্ভাবনা ওড়িশায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা

ভুবনেশ্বর, ০১ সেপ্টেম্বর : উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং তার সংলগ্ন ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে রবিবার একটি ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি হয়েছে। ভারতের আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, এর প্রভাবে আগামী ২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপের সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এই আবহাওয়া ব্যবস্থার কারণে দক্ষিণ ওড়িশার একাধিক জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে কোরাপুট, মালকানগিরি, নবরংপুর, কালাহান্ডি সহ আরও কিছু জেলায় বৃষ্টির প্রভাব পড়বে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

আঞ্চলিক আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় উত্তর ও দক্ষিণ ওড়িশার অনেক জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে। এর ফলে বিভিন্ন জেলায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কালাহান্ডি, কন্ধমাল ও কোরাপুট জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কায় কমলা সতর্কতা জারি হয়েছে। রায়গাড়া, মালকানগিরি, নবরংপুর, গজপতি, বালাঙ্গীর ও নুয়াপাড়া জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

তাছাড়া, বালেশ্বর, ভদ্রক, যাজপুর, কেন্দ্রাপাড়া, কটক, জগৎসিংহপুর, পুরী, খুর্দা, নায়াগড়, গঞ্জাম, সুন্দরগড়, ঝাড়সুগুড়া, বরগড়, সংবলপুর, দেওগড়, অনুগুল, ধেনকানাল, কেওনঝড়, ময়ূরভঞ্জ, সুবর্ণপুর এবং বৌধ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

আবহাওয়া দপ্তর নাগরিকদের সতর্ক থাকার এবং প্রয়োজনে স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশ মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার সময় অপ্রয়োজনীয়ভাবে ঘরের বাইরে বের হওয়া থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।কুলু-মানালি সড়কে যান চলাচল পুনরুদ্ধারে কাজ চলছে দ্রুত গতিতে। লাহৌল থেকে ট্রাক চলাচলও আজ থেকে শুরু হচ্ছে বলে জানা গেছে।

চণ্ডীগড়।। পাঞ্জাব রাজ্য ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ বন্যার সম্মুখীন হয়েছে, যা ১৯৮৮ সালের দুর্যোগকেও ছাপিয়ে গেছে। হিমাচল প্রদেশ ও জম্মু-কাশ্মীর থেকে প্রবল বর্ষণে আসা অতিরিক্ত জলের ফলে পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে।

জলসম্পদ পূর্ণ হওয়ায় রাজ্যের জলাধারগুলিতে জল উপচে পড়ছে, এবং নিয়ন্ত্রিতভাবে জল ছাড়ার পরও পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে।

জানা গেছে, পাঞ্জাবের জলসম্পদ মন্ত্রী বরিন্দর কুমার গোয়াল নিশ্চিত করেছেন যে পার্শ্ববর্তী রাজ্য থেকে ব্যাপক জলের প্রবাহ এই বৃহৎ ধ্বংসযজ্ঞের কারণ।

এই বন্যায় এখনও পর্যন্ত ৯টি জেলার ১,০১৮টি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। এর মধ্যে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত গুরদাসপুর জেলায় ৩২৩টি গ্রাম। বন্যার ফলে প্রায় ৬০,০০০ হেক্টর কৃষিজমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যার ফলে বিপুল আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন কৃষকরা। ফসল এবং গবাদি পশুর ক্ষতি থেকে শুরু করে জমির স্থায়ী ক্ষতি পর্যন্ত হয়েছে বলে জানা গেছে।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত ১১,৩৩০ জন মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত জেলার মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে রয়েছেগুরদাসপুর, ফিরোজপুর, ফাজিলকা, কপুরথলা ও অমৃতসর।উদ্ধার অভিযানে ভারতীয় সেনা, বিমান বাহিনী, বিএসএফ, এনডিআরএফ, পাঞ্জাব পুলিশ-এর পাশাপাশি স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও সাধারণ মানুষ দিনরাত এক করে কাজ করছেন।পাঞ্জাব সরকারের সম্পূর্ণ মন্ত্রিসভা ও উচ্চপদস্থ আমলারা বন্যাকবলিত এলাকাগুলিতে সরাসরি তদারকির জন্য মাঠে রয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

মারাঠা সংরক্ষণ আন্দোলন: দক্ষিণ মুম্বইয়ে ট্রাফিক অচল, সিএসএমটি স্টেশনে ব্যাপক ভিড়

মুম্বই, ১ সেপ্টেম্বর: মারাঠা সংরক্ষণ (কোটা) আন্দোলন ফের উত্তাল রূপ নিল মুম্বইয়ের বুকে। আজ সোমবার সকালে শত শত আন্দোলনকারী ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাস এবং দক্ষিণ মুম্বইয়ের বিভিন্ন এলাকায় জমায়েত হন, যার জেরে ট্রাফিক জ্যাম ও যাত্রীদের ভোগান্তি চরমে ওঠে।

আজাদ ময়দানের পাশে অবস্থিত সিএসএমটি স্টেশনে নাচ ও স্লোগানের মাধ্যমে আন্দোলনে উত্তাল হন বিক্ষোভকারীরা। এর ফলে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ও প্রবেশপথে ব্যাপক ভিড় জমে যায়। অফিসযাত্রীদের মধ্যে পড়ে যায় বিপদে।

এছাড়াও মহাপালিকা মার্গ, জে জে মার্গ এবং ডি এন রোড-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ সড়কেও বিক্ষোভকারীরা অবস্থান নিলে ট্রাফিক সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে পড়ে কিছু সময়ের জন্য।

কিছু আন্দোলনকারী বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ এর চত্বরে ঢোকার চেষ্টা করেন, তবে নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁদের বাধা দেন। পরে আন্দোলনকারীরা -র বাইরে দাঁড়িয়ে "এক মারাঠা, লাখ মারাঠা" ও "আরক্ষণ সংরক্ষণ আমাদের অধিকার স্লোগান দিতে থাকেন।

সকাল থেকেই আন্দোলনকারীরা সিএসএমটি , বৃহন্মুম্বই পুরনিগম ভবনের সামনে ও মেট্রো থিয়েটার-এর আশেপাশে অবস্থান-বিক্ষোভ করেন। কয়েকজন বাস সহ যানবাহন আটকে দেওয়ার চেষ্টা করলেও, পুলিশ দ্রুত হস্তক্ষেপ করে আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

ইথানল মিশ্রিত পেট্রোল নিয়ে দায়ের জনস্বার্থ মামলা খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর: ইথানল মিশ্রিত পেট্রোল-কে দেশে ডিফল্ট পেট্রোল হিসেবে চালুর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলা আজ সুপ্রিম কোর্ট খারিজ করে দিয়েছে। মামলাটিকে "অপ্রয়োজনীয়" বলে অভিহিত করে শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, এই বিষয়ে হস্তক্ষেপের কোনও প্রয়োজন নেই।

জনস্বার্থ মামলাটিতে বলা হয়েছিল, ২০২৩ সালের এপ্রিলের আগে নির্মিত অধিকাংশ যানবাহন ই২০ পেট্রোলের উপযোগী নয়**। ফলে ই২০ বাধ্যতামূলক করার ফলে গাড়ির:, ইঞ্জিন ক্ষতি হতে পারে, সুরক্ষা ঝুঁকি তৈরি হতে পারে, মাইলেজ কমে যেতে পারে, ওয়ারেন্টি ও বিমা খারিজ হতে পারে।

এছাড়াও, মামলায় দাবি করা হয়েছিল যে, ই২০ বাধ্যতামূলক করা ভোক্তাদের পছন্দের অধিকার লঙ্ঘন করে এবং অন্যায্য ব্যবসায়িক পদ্ধতির শামিল, যা ভোক্তা সুরক্ষা আইন, ২০১৯-এর পরিপন্থী।মামলার বিরোধিতা করে ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেল আর. ভেঙ্কটরামণি আদালতে বলেন, মামলাকারী শুধু নামমাত্র একজন ব্যক্তি; এর পেছনে একটি "লবি" কাজ করছে। তাঁর মতে, "বাইরের কেউ ঠিক করবে না, দেশে কোন শ্রেণির পেট্রোল ব্যবহার হবে।" তিনি আরও বলেন, ই২০ পেট্রোল চালু হওয়ার ফলে দেশের আখচাষিদের আর্থিক লাভহচ্ছে এবং এটি পরিবেশের জন্যও উপকারী।.

রাশিয়া থেকে তেল আমদানিতে কোনও নিয়ম ভাঙেনি ভারত: হরদীপ সিং পুরি

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর: রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল আমদানি নিয়ে আমেরিকার ক্রমাগত চাপ ও সমালোচনার জবাবে ভারত সাফ জানিয়েছে, 'আমরা কোনও আন্তর্জাতিক নিয়ম ভাঙিনি'। কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি এই মন্তব্য করেন সোমবার দ্য হিন্দু-তে প্রকাশিত একটি কলামে। পুরি লেখেন, "কিছু সমালোচক অভিযোগ করেছেন যে ভারত রাশিয়ার তেলের 'লন্ড্রি'। বাস্তবের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।" তিনি জানান, ভারত মূল্যসীমা ব্যবস্থার মধ্যে থেকেই তেল আমদানি করছে, যার উদ্দেশ্য হল রাশিয়ার আয় সীমিত রাখা এবং বাজারে তেল সরবরাহ চালু রাখা।

হোয়াইট হাউজের প্রাক্তন বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো এক সাক্ষাৎকারে দাবি করেন, ভারতের "ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় মুনাফা করছে সাধারণ মানুষের খরচে"এবং রাশিয়া ও চিনের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতা 'বোধগম্য নয়'। তিনি বলেন,"ভারতের মানুষকে বুঝতে হবে কী ঘটছে। ব্রাহ্মণরা মুনাফা করছে, আর সেটা বন্ধ হওয়া দরকার।"

এর আগেও মার্কিন অর্থসচিব স্কট বেসেন্ট ভারতীয় ধনী পরিবারের বিরুদ্ধে 'রাশিয়ার যুদ্ধযন্ত্রে জ্বালানি জোগানোর' অভিযোগ করেন। তাঁদের মতে, ভারত 'ক্রেমলিনের জন্য একটি লন্ড্রিম্যাটে' পরিণত হয়েছে।

পুরির বক্তব্য অনুযায়ী, ভারত বিশ্ববাজারে স্থিতিশীলতা এনেছে, ২০০ প্রতি ব্যারেল তেলের দামে বিশ্ব অর্থনীতি যে ধাক্কা খেত, তা রোধ করেছে, রাশিয়া থেকে তেল কেনা পুরোপুরি আন্তর্জাতিক নিয়ম মেনে ভারত বাজারে সরবরাহ বজায় রেখে ও দাম নিয়ন্ত্রণে এনে বিশ্ব অর্থনীতির উপকার করেছে।

সোমবার আগরতলার সুকান্ত একাডেমি জাতীয় স্পেস ডে উপলক্ষ্যে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ছবি নিজস্ব।

কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ অপসারিত এসএসসি প্রার্থীরা, পরীক্ষায় বসার অনুমতি চেয়ে মামলার আবেদন

কলকাতা, ০১ সেপ্টেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশনের 'দুর্নীতিগ্রস্ত ও অযোগ্য' ঘোষিত একাংশ প্রার্থী সোমবার কলকাতা হাই কোর্টে মামলা দায়ের করেছেন। তাঁরা আগামী ৭ ও ১৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিতব্য নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ার পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি চেয়েছেন।

প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে গত সপ্তাহে ১,৮০৬ জন প্রার্থীর তালিকা** প্রকাশ করে, যাঁদের 'দুর্নীতিগ্রস্ত ও অযোগ্য' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই তালিকাভুক্তদের পরীক্ষায় বসার অধিকার নেই বলে কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছে। এই নির্দেশের বিরুদ্ধেই প্রায় ৩৫০ জন প্রার্থী সোমবার হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন।

প্রার্থীদের দাবি, কমিশন নিয়ম না মেনেই তালিকা প্রকাশ করেছে এবং তালিকায় ভুল রয়েছে। তাঁরা নিজেদের যোগ্য প্রার্থী হিসেবে দাবি করে জানান, তাঁরা অন্যায়ভাবে চাকরি পাননি, অথচ ডব্লিউবিএসএসসি'র তাঁদের 'অযোগ্য' ঘোষণা করেছে।

জাস্টিস সৌমেন ভট্টাচার্যের এজলাসে মঙ্গলবার এই মামলার শুনানি হতে পারে বলে জানা গেছে।এদিকে, এই ইস্যুতে রাজনৈতিক চাপানউতোরও জোরদার হয়েছে। তালিকায় শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের **কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বা আত্মীয়ের নাম** উঠে আসায় বিরোধীরা কটাক্ষ করেছে। পাল্টা তৃণমূলও বিজেপিকে নিশানা করেছে।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

শিশুর বাড়তি ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখবেন কী করে ?

আধুনিক জীবনে ব্যস্ততার ছায়া কেবল আমাদের উপরেই পড়েনি, শিশুরাও এখন সমান তালে ব্যস্ত। ঘুম থেকে উঠেই স্কুল, স্কুল থেকে ফিরে টিউশন, বিকেলে প্রজেক্ট তৈরি, রাতে হোমওয়ার্ক শেষ করার তাড়া। ছোটোবেলা থেকে ইঁদুরদৌড়ে নেমে পড়েছে বাড়ির খুদে সদস্যটিও। কেবল পড়াশোনা করলেই তো হবে না, পাশাপাশি নানা গুণে পারদর্শী হয়ে উঠতে গিয়ে খেলার সময় পাচ্ছে না তারা। সিলেবাসের চাপে রাতের ঘুম ঠিকঠাক হচ্ছে না শিশুর। কখনও আবার মা-বাবার প্রত্যাশার বহর চেপে বসছে শিশুর কাঁধে। এ সবের জেরে স্থূলত্ব তাড়া করে বেড়াচ্ছে অকালেই। ওজন বেড়ে গেলে শিশুদের ডায়াবিটিস, হাঁপানি, হৃদ্রোগ, লিভারের অসুখের ঝুঁকি বাড়ে। এ ছাড়া স্কুলে কিংবা টিউশনে অনেক শিশুকেই মোটা হওয়ার জন্য হেনস্থার শিকার হতে হয়। শিশুর মাত্রাতিরিক্ত ওজন প্রতিরোধ করতে বাবা-মায়েরা কী করবেন? বাইরের খাবারই ওজন বৃদ্ধির মূল কারণ। ছবি: সংগৃহীত।

১) শাকসব্জি দেখলেই শিশুরা দূরে পালায়। পরিবর্তে ভাজাভুজি, মিষ্টি জাতীয় খাবার, বাইরের খাবারের দিকেই তাদের ঝোঁক বেশি। এই সব খাবারই আদতে ওজনবৃদ্ধির মূল কারণ। বাচ্চাদের বেশি করে শাকসব্জি, ফলমূল খাওয়ান। পুষ্টিবিদের কাছে যান শিশুকে নিয়ে। ওর নির্দিষ্ট বয়সে ডায়েট চার্ট ঠিক কেমন হবে, তা মেনে চলুন তাঁদের পরামর্শ মতো। ডায়েট মানেই শিশুর সব প্রিয় খাদ্য বাদ, এমন নয়। চাইল্ড ডায়েটে চকোলেটও থাকে। তাই ভয় নেই। শুধু পরিমাণের উপর নজর দিলেই হবে।

২) খুদের টিফিনে নুডল বা হিমায়িত খাবার বানিয়ে দিচ্ছেন? এতেও কিন্তু ওজন বাড়ছে ওদের। এ ছাড়া প্যাকেটবন্দি স্যুপ এবং নরম পানীয় থেকেও দূরে রাখুন খুদেকে। এ সবে থাকা অতিরিক্ত চিনি, রাসায়নিক, সোডিয়াম শরীরে ফ্যাটের মাত্রা বৃদ্ধি করে। বাড়িতে বানানো খাবারের উপর জোর দিন।

৩) সারা ক্ষণ খুদেকে বই নিয়ে বসিয়ে রাখলে চলবে না, ওকে বাইরে খেলতেও পাঠাতে হবে। ওর ছুটোছুটি করার সময়টা কেড়ে নেবেন না। কাছেপিঠে খেলার মাঠ না থাকলে বা খেলার সঙ্গী না পেলে ক্রিকেট, যোগাসন কিংবা সাঁতারের ক্লাসে ভর্তি করিয়ে দিতে পারেন। তবে এগুলিকেও প্রতিযোগিতার ছলে নিলে চলবে না।

৪) খুদের ঘুমের সঙ্গে কোনও রকম আপস করলে চলবে না। যতই পরীক্ষার পড়াশোনার চাপ থাকুক না কেন, ঘুমের সময় যেন কোনও ভাবেই সাত-আট ঘণ্টার কম না হয়, সে দিকে নজর দিতে হবে।

৫) বেশি করে জল খাওয়ার অভ্যাস করাতে হবে। জল খেলে বিপাকহার নিয়ন্ত্রণে থাকে। বিপাকহার নিয়ন্ত্রণে থাকলে ওজনও বাগে রাখা সম্ভব। শরীরে জলের ঘাটতি হলে শরীর জল জমিয়ে রাখতে শুরু করে, এতেও চেহারা ফুলে যায়।

ত্বকের দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার খোঁজ বিজ্ঞানীদের

ত্বকের দুরারোগ্য ব্যাধি সোরিয়াসিসের উপশম রয়েছে পথের ধারে অবহেলায় গজিয়ে ওঠা ভুঁইকম্বল নামের এক গাছে। এই বিষয়ক গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে মেডিক্যাল জার্নাল "ফাইটোমেডিসিন"-এ (পিয়ার-রিভিউড)। ভারত তথা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা জনজাতি মানুষের মধ্যে প্রাকৃতিক চিকিতা ও ওষুধের জ্ঞানভান্ডারের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান শুরু করেছিলেন সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের গবেষকেরা।

তাঁদের সহযোগিতা করেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের গবেষকেরাও। এই গবেষণাতেই উঠে এসেছে এই তথ্য।

এই গবেষণার নেতৃত্বে ছিলেন প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক বিপ্লবকুমার মোদক ও অধ্যাপক শঙ্কর ভট্টাচার্য। বিপ্লব জানান, তিনি ও তাঁর গবেষক-ছাত্র পার্থ গরাই পুরুলিয়ার জনজাতি চিকিৎসা ও ওষধি নিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধান শুরু করেছিলেন। তাঁরা খোঁজ করেন, এই ধরনের ভেষজ ওষুধ কতটা বিজ্ঞানসম্মত। তাঁরা দেখেন, বিভিন্ন প্রদাহমূলক রোগের চিকিৎসায় জনজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রেমনা হের্বাসিয়া বা ভুঁইকম্বলের শিকড় ব্যবহার করার চল রয়েছে। এর পরে বিপ্লব ও শঙ্করের নেতৃত্বাধীন একটি গবেষক দল ভুঁইকম্বলের শিকড়ের নির্যাসে থাকা যৌগগুলির সন্ধান করেন। ইঁদুরের শরীরে কৃত্রিম ভাবে সোরিয়াসিস তৈরি করেছিলেন তাঁরা। তার পর ভুঁইকম্বলের শিকড়ের নির্যাস দিয়ে চিকিতা করা হয় অসুস্থ ইঁদুরটির। গবেষণার এই অংশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন গবেষক-ছাত্র দেবাঞ্জন সরকার। তাঁরা জানাচ্ছেন, শুধু সন্তোষজনক ফল পাওয়া গিয়েছে, তা-ই নয়, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও উল্লেখযোগ্য ভাবে কম।

শঙ্কর বলেন, "সাফল্য মিলতে আমরা খুঁজে বার করার চেষ্টা করি, এই গাছের শিকড়ে কী কী উপাদান রয়েছে।" গবেষণাগারে বিভিন্ন পরীক্ষা করে তাঁরা জানতে পারেন, শিকড়ের নির্যাসে থাকা তিনটি উপাদান সোরিয়াসিস (অটোইমিউন ডিসঅর্ডার) নিরাময়ে সাহায্য করে। এই তিনটি উপাদানের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কার্যকার "পিনস্ট্রোবিন" নামে একটি যৌগ।

গবেষণাপত্রে আরও লেখা হয়েছে, মানবদেহে উপস্থিত ম্যাক্রোফেজ নামে একটি ইমিউন কোষ সোরিয়াসিসের কারণ। ভুঁইকম্বল গাছের নির্যাস এই ম্যাক্রোফেজের একটি বিশেষ প্রোটিন ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর এন এফ কাপ্পা বিটার কার্যকারিতাকে নিয়ন্ত্রণ করে ম্যাক্রোফেজের প্রদাহ ও সোরিয়াসিস সৃষ্টির ক্ষমতাকে কমিয়ে আনে। গবেষকদের দাবি, সোরিয়াসিসের বর্তমান চিকিৎসায় মূলত স্টেরয়েড, এন এস এ আই ডি ব্যবহার করা হয়, যা খরচসাপেক্ষ, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও অনেক। তাঁদের ব্যাখ্যা, প্রাকৃতিক এই উৎস থেকে যদি ওষুধ তৈরি করা যায়, তা হলে চিকিতার খরচ কমবে, কার্যকর ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন নিরাময় মিলবে।

অল্পতেই ক্লান্ত? সঙ্গে আরও পাঁচ লক্ষণ দেখলেই সতর্ক হোন

জীবনযাপনে ব্যাপক অনিয়ম, খাদ্যাভ্যাসে তেল-মশলার বাড়বাড়ন্ত, কর্মব্যস্ততার কারণে শরীরচর্চায় অনীহা, অতিরিক্ত মদ্যপান এই সব অভ্যাসের কারণে ফ্যাটি লিভার বা লিভার সিরোসিসের মতো অসুখ বাসা বাঁধে শরীরে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিজেদের কিছু বদ অভ্যাস এবং ভুলের কারণেই শরীরে বাসা বাঁধে লিভারের অসুখ। যাঁরা নিয়মিত মদ্যপান করেন, তাঁদের ক্ষেত্রে ফ্যাটি লিভারের সম্ভাবনা অনেক বেশি। ফ্যাটি লিভারের নির্দিষ্ট কোনও ওষুধ নেই। জীবনশৈলীতে বদল এনেই এই রোগের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়। রোগের উপসর্গগুলি জানা থাকলে আগেভাগেই সতর্ক হওয়া যায়। কোন কোন লক্ষণ এই রোগের ইঙ্গিত দেয়? ১) ফ্যাটি লিভারের কারণে শরীর থেকে দূষিত পদার্থ ভাল করে বেরোতে পারে না। তাই প্রস্রাবের রং ও গন্ধের দিকে নজর রাখুন। পর্যাপ্ত পরিমাণে জল খাওয়ার পরেও একটানা প্রস্রাবের রং হলুদ হতে থাকলে এবং দুর্গন্ধ থাকলে ফ্যাটি লিভার সম্পর্কে সচেতন হোন। ২) পায়ের পাতায় জল জমতে থাকলে সতর্ক হোন। পায়ের পাতা, গোড়ালি ফুলে উঠলে লিভারের অসুখ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। ৩) কেবল পায়েই নয়, হাতেও ধরা পড়ে ফ্যাটি লিভারের উপসর্গ। হাতের পাতা ফুলে গেলেও সতর্ক হতে হবে বইকি। ফ্যাটি লিভারে আক্রান্ত হলে শরীরের আনাচ-কানাচে জল জমতে শুরু করে, ফলে হাতের পাতায় ফোলা ভাব লক্ষ করা যায়। ৪) ফ্যাটি লিভারের কারণে পুরুষদের শরীরে গাইনোকোমাস্টিয়া হানা দিতে পারে। এই রোগে স্তনের টিস্যুর বৃদ্ধি ঘটে। লিভারের কর্মক্ষমতা কমে গেলে শরীরে হরমোনের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়। ফলে স্তনের আকার বাড়তে থাকে, যৌন ইচ্ছে কমে যায়।

৫) অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন? শারীরিক দুর্বলতা বলে এড়িয়ে গেলে কিন্তু সমস্যা ধীরে ধীরে মারাত্মক আকার নিতে পারে।

শরীরচর্চায় কমে স্ট্রোকের ঝুঁকি

ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে শরীরচর্চার কোনও বিকল্প নেই। জিমে না গিয়ে বাড়িতেও যদি শরীরচর্চার অভ্যাস বজায় রাখতে পারেন, তাহলে দীর্ঘ দিন সুস্থ থাকা সম্ভব। শরীরচর্চার অভ্যাস যে শুধু ছিপছিপে থাকতে সাহায্য করে, তা কিন্তু নয়। বরং শরীরচর্চা একাধিক রোগ থেকেও দূরে থাকতে সাহায্য করে। সাম্প্রতিক একটি গবেষণা জানাচ্ছে, নিয়মিত ব্যায়াম করলে স্ট্রোকের ঝুঁকিও কমে।

হৃদ্যন্ত্র ভাল রাখতে এবং হৃদ্রোগের ঝুঁকি কমাতেও ব্যায়ামের উপর চোখ বন্ধ করে ভরসা রাখা যায়।

ধনুরাসন- পেট উপুড় করে শুয়ে পড়ুন। তার পর হাঁটু ভাঁজ করে পায়ের পাতা যতখানি সম্ভব পিঠের উপর নিয়ে আসুন। এ বার হাত দুটো পিছনে নিয়ে গিয়ে গোড়ালির উপর শক্ত করে চেপে ধরুন। চেষ্টা করুন পা দুটো মাথার কাছাকাছি নিয়ে আসতে। এই ভঙ্গিতে মেঝে থেকে বুক হাঁটু এবং ঊরু উঠে আসবে। তলপেট এবং পেট মেঝেতে রেখে উপরের দিকে তাকান। এই ভঙ্গিতে স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে ২০ থেকে ৩০ সেকেন্ড থাকুন। তার পর পূর্বের ভঙ্গিতে ফিরে যান। এই আসন বার তিনেক করতে পারেন।

ভুজঙ্গাসন মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন। এ বার হাতের তালু মেঝের উপর ভর দিয়ে পাঁজরের দুই পাশে রাখুন। এর পর কোমর থেকে পা পর্যন্ত মাটিতে রেখে হাতের তালুর উপর ভর দিয়ে বাকি শরীরটা ধীরে ধীরে উপরের দিতে তুলুন। এর পর মাথা বেঁকিয়ে উপরের দিকে তাকান। এই ভঙ্গিতে ২০-৩০ সেকেন্ড থাকার পর পূর্বের অবস্থায় ফিরে যান। প্রথম দিকে এই আসন তিন বার করুন। পরবর্তীকালে ৫-৬ বারও করতে পারেন।

পদহস্তাসন- এই আসনটি করার সময় সোজা হয়ে দাঁড়ান। তার পর আস্তে আস্তে পা দুটো সামান্য ফাঁক করুন। ভাল করে শ্বাস নিতে নিতে হাত দুটো উপরের দিকে তুলুন। এ বার আস্তে আস্তে শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে কোমর থেকে শরীরের উপরের অংশ সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিন। হাতের সাহায্যে গোড়ালি স্পর্শ করুন। খেয়াল রাখবেন হাঁটু যেন না ভাঙে। ২০-৩০ সেকেন্ড এই অবস্থায় থাকার পর আগের অবস্থায় ফিরে যান।

মুখের মেকআপ

রাত জেগে সিরিজ, সিনেমা বা রিল দেখা একেবারে নেশার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। অথচ জানেন, চোখের তলায় কালি পড়ার জন্য এই কটা কারণই যথেষ্ট। সামনে পুজো। রোজই ভাবেন, কিছু একটা করতে হবে। কিন্তু কিছুই করা হয়ে ওঠে না। ঘুম যখন আসে, তত ক্ষণে রাত কেটে দিনের আলো ফুটে যায়। তবে চোখের তলার এই কালি দূর করতে বাজারে বিভিন্ন রকম ক্রিম কিনতে পাওয়া যায়। এত কম সময়ে চোখের কালি মুছে যাবে না। সাময়িক ভাবে চোখের কালি ঢাকতে প্রসাধনী ব্যবহার করা যেতেই পারে। পেশাদার রূপটান শিল্পীদের মতো চোখের বেস মেকআপ করার সহজ টিপ্স রইল এখানে।

১) কোল্ড কমপ্রেস

মুখের মেকআপ শুরু করার আগে অনেকেই বরফ ঘষে নেন। চোখের ক্ষেত্রেও অন্যথা হবে না। তবে চোখের উপর এবং চারপাশে সরাসরি বরফ ঘষবেন না। আইস প্যাক বা আইস বল দিয়ে হালকা হাতে মাসাজ করে নিতে পারেন।

২) আই ক্রিম

মেকআপ দিয়ে চোখের কালি ঢাকার আগে ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখতে হবে। তার জন্য বিশেষ ধরনের আই ক্রিম পাওয়া যায়। তা ব্যবহার করতে পারেন। হায়ালুরনিক অ্যাসিড বা ভিটামিন সি দেওয়া ময়েশ্চারাইজার এবং আইক্রিম হলে আরও ভাল।

৩) কালার কারেকশন

বাজারে কমলা, বেগনি, সবুজ বিভিন্ন ধরনের কালার কারেক্টর কিনতে পাওয়া যায়। কোনটি কার জন্য উপযুক্ত, তা জনতে গেলে চোখের তলার কালি কতখানি গাঢ়, তা বুঝতে হবে। কালির ঘনত্ব খুব গাঢ় হলে কমলা রং, তার চেয়ে সামান্য হালকা হলে বেগনি, আর যদি সবে মাত্র কালচে দাগ পড়তে শুরু করে সে ক্ষেত্রে সবুজ রঙের কারেক্টর ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এর সঙ্গে ত্বকের রং কেমন সে দিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

৪) কনসিলার

এ বার ত্বকের রঙের সঙ্গে মানিয়ে চোখের তলায় বিন্দু বিন্দু করে মেখে নিতে হবে কনসিলার। ফাউন্ডেশনের মতো কনসিলারেরও অনেকগুলি শেড কিনতে পাওয়া যায়। তবে কনসিলার চোখের তলায় মেখে ঘষতে হয় না। ব্রাশ বা স্পঞ্জের সাহায্যে ত্বকের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হয়।

৫) সেটিং পাউডার

কনসিলার দেওয়ার পর তা ত্বকের সঙ্গে ভাল করে বসে যাওয়া পর্যন্ত আপেক্ষা করতে হয়। সব শেষে সেটিং পাউডার দিয়ে কনসিল সেট করে নিলেই চোখের বেস মেকআপ তৈরি।

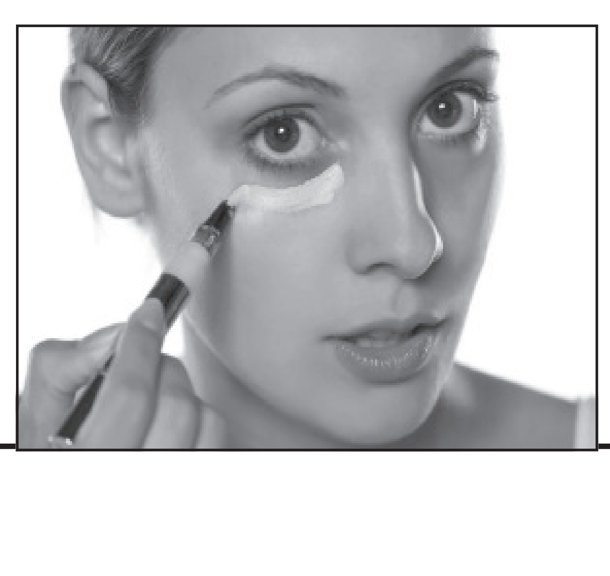

পাঁচ ফল, ওষুধের পাশাপাশি খেলে কোলেস্টেরল জব্দ করা সহজ হবে

ডায়াবিটিস, থাইরয়েড, উচ্চ রক্তচাপের মতো সমস্যা ইদানীং বাঙালির দোসর হয়ে উঠেছে। এই ধরনের ক্রনিক কিছু শারীরিক সমস্যার তালিকায় একেবারে উপরের দিকে রয়েছে কোলেস্টেরল। কম বয়সিদের মধ্যেও কোলেস্টেরলের ঝুঁকি বাড়ছে। তবে তার নেপথ্যে যে সব সময় বাইরের খাবার খাওয়ার প্রবণতা রয়েছে, তা কিন্তু নয়।

আসলে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে প্রত্যেকের শরীরের বিপাকহারের উপর। কারও যদি রক্তে শর্করার মাত্রা বেশি থাকে, তাহলে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। কোলেস্টেরলের মাত্রা থাকতে হবে ২০০ মিলিগ্রাম/ ডেসিলিটারের মধ্যে এবং এলডিএল ১০০ মিলিগ্রাম/ ডেসিলিটারের মধ্যে।

কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে চর্বিজাতীয় খাবার, চিপ্স, ভাজাভুজি এড়িয়ে চলবেন তো বটেই, সেই সঙ্গে রোজের খাদ্যতালিকায় রাখতে হবে কয়েকটি ফল। যেগুলি আপনাকে সুস্থ থাকতে সাহায্য করবে।

রোজের খাদ্যতালিকায় রাখতে হবে কয়েকটি ফল।

আপেল:
কোলেস্টেরল বা হৃদ্যন্ত্রের কোনও সমস্যা থাকলে চিকিতকেরা সব সময়ই আপেল খাওয়ার পরামর্শ দেন। আপেল হৃদ্যন্ত্রে রক্ত জমাট বাঁধতে দেয় না। পাশাপাশি, কোলেস্টেরলও নিয়ন্ত্রণে রাখে।

লেবু: ভিটামিন সি যুক্ত লেবু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কোলেস্টেরলের মাত্রা স্বাভাবিক রাখতেও সাহায্য করে। কোলেস্টেরল থাকলে রোজ একটি করে লেবু খেতে পারেন। উপকার পাবেন।

আঙুর:
আঙুরে ফাইবারের পরিমাণ বেশি। ফাইবার সমৃদ্ধ আঙুর শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা সঠিক রেখে হৃদ্রোগের আশঙ্কা কমায়। সেই ঝুঁকি কমাতে ওষুধের পাশাপাশি আঙুর খান বেশি করে।

কিউয়ি:
শরীরে খারাপ কোলেস্টেরলের পাশাপাশি ভাল কোলেস্টেরলও থাকে। কিউয়ি এই ভাল কোলেস্টেরলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। তাতে হৃদ্রোগের আশঙ্কা কমে। খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রাও ধীরে ধীরে কমতে থাকে।

আপেল:
কোলেস্টেরল বা হৃদ্যন্ত্রের কোনও সমস্যা থাকলে চিকিতকেরা সব সময়ই আপেল খাওয়ার পরামর্শ দেন। আপেল হৃদ্যন্ত্রে রক্ত জমাট বাঁধতে দেয় না। পাশাপাশি, কোলেস্টেরলও নিয়ন্ত্রণে রাখে।

লেবু: ভিটামিন সি যুক্ত লেবু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কোলেস্টেরলের মাত্রা স্বাভাবিক রাখতেও সাহায্য করে। কোলেস্টেরল থাকলে রোজ একটি করে লেবু খেতে পারেন। উপকার পাবেন।

আঙুর: আঙুরে ফাইবারের পরিমাণ বেশি। ফাইবার সমৃদ্ধ আঙুর শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা সঠিক রেখে হৃদ্রোগের আশঙ্কা কমায়। সেই ঝুঁকি কমাতে ওষুধের পাশাপাশি আঙুর খান বেশি করে।

কিউয়ি: শরীরে খারাপ কোলেস্টেরলের পাশাপাশি ভাল কোলেস্টেরলও থাকে। কিউয়ি এই ভাল কোলেস্টেরলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। তাতে হৃদ্রোগের আশঙ্কা কমে। খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রাও ধীরে ধীরে কমতে থাকে।

রোজের খাদ্যতালিকায় রাখতে হবে কয়েকটি ফল।

আপেল:
কোলেস্টেরল বা হৃদ্যন্ত্রের কোনও সমস্যা থাকলে চিকিতকেরা সব সময়ই আপেল খাওয়ার পরামর্শ দেন। আপেল হৃদ্যন্ত্রে রক্ত জমাট বাঁধতে দেয় না। পাশাপাশি, কোলেস্টেরলও নিয়ন্ত্রণে রাখে।

লেবু:
ভিটামিন সি যুক্ত লেবু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কোলেস্টেরলের মাত্রা স্বাভাবিক রাখতেও সাহায্য করে। কোলেস্টেরল থাকলে রোজ একটি করে লেবু খেতে পারেন। উপকার পাবেন।

আঙুর:
আঙুরে ফাইবারের পরিমাণ বেশি। ফাইবার সমৃদ্ধ আঙুর শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা সঠিক রেখে হৃদ্রোগের আশঙ্কা কমায়। সেই ঝুঁকি কমাতে ওষুধের পাশাপাশি আঙুর খান বেশি করে।

কিউয়ি: শরীরে খারাপ কোলেস্টেরলের পাশাপাশি ভাল কোলেস্টেরলও থাকে। কিউয়ি এই ভাল কোলেস্টেরলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। তাতে হৃদ্রোগের আশঙ্কা কমে। খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রাও ধীরে ধীরে কমতে থাকে।

জুতোর দুর্গন্ধ দূর হবে

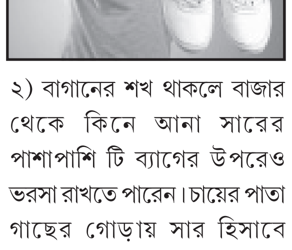

টি ব্যাগ ব্যবহার করে সাধারণত ফেলে দেওয়া হল আমাদের অভ্যাস। ব্যবহৃত চা পাতা দিয়ে আর কী করা যেতে পারে, তা নিয়ে খুব বেশি কারও মাথাব্যথা থাকে না। তবে ব্যবহৃত চা পাতাই সংসারের নানা কাজে আসতে পারে, সেই খবর রাখেন কি? কী কী ভাবে ব্যবহার করা টি ব্যাগ সংসারের নানা ঝামেলার সমাধান করতে পারে, রইল তার হদিস।

১) নানা বাসনপত্রে তেলতেলে ভাব হয়ে যায়। বিশেষ করে রান্নার বাসনে এমন বেশি হয়। এই তেল সরাতে সাহায্য করতে পারে ব্যবহৃত টি ব্যাগ। একটি পাত্রে জল গরম করে তাতে ব্যবহৃত কয়েকটি টি ব্যাগ ফেলে দিন। তার মধ্যে কয়েক ঘণ্টা চুবিয়ে রাখুন তেলচিটে যে কোনও বাসন। কিছু ক্ষণ পর তুলে ধুয়ে নিলে একেবারে ঝকঝকে দেখাবে।

২) বাগানের শখ থাকলে বাজার থেকে কিনে আনা সারের পাশাপাশি টি ব্যাগের উপরেও ভরসা রাখতে পারেন। চায়ের পাতা গাছের গোড়ায় সার হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন। ইন্ডোর প্লান্টের ক্ষেত্রে এই সার দারুণ কাজ করে। ৩) জুতায় ঘামের দুর্গন্ধ অনেকেরই সমস্যা। প্রতি দিন বাইরে থেকে এসে দু'টি টিস্যু পেপারের মধ্যে চা পাতা মুড়ে সকাল পর্যন্ত জুতায় রেখে দিন। গন্ধ হবে না। ৪) কাজের চাপে হোক বা কম ঘুমের জন্যই হোক, চোখের নীচে ফোলা ভাব বা চোখ লাল হয়ে যাওয়া আমাদের অনেকেরই সমস্যা। সেই সঙ্গে কালো দাগের সমস্যা তো আছেই। এই সব সমস্যা থেকে আরাম পেতে টি ব্যাগ নিন, ঠান্ডা পানীয়ে ভিজিয়ে নিয়ে চোখের উপর রেখে শুয়ে থাকুন ১৫ মিনিট। দেখবেন চোখের ফোলা বা লাল ভাব কমে গিয়ে কান্তি দূর হয়েছে অনেকটাই। নিয়মিত ব্যবহার করলে কালো দাগও চলে যাবে।

৫) ব্রণের সমস্যায় নাজেহাল? ব্যবহৃত চা পাতা বার বার ফুটিয়ে ঘন লিকার তৈরি করে সেই চা ত্বকে লাগালে ব্রণের সমস্যা কমবে। রোদে পুড়ে ত্বকের বেহাল দশা? কালচে ভাব দূর করার জন্য ঠান্ডা চায়ের লিকার তুলো ভিজিয়ে লাগান। ব্যবহৃত টি ব্যাগও ঠান্ডা করে লাগাতে পারেন। জ্বালা ভাব কমবে। নিয়মিত ব্যবহারে দাগও চলে যাবে।

বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনে মাত্র ১৪৪টি দাবি-আপত্তি জমা রাজনৈতিক দলগুলির, জানাল নির্বাচন কমিশন

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর : বিহারে চলমান বিশেষ তৎপরতা ভিত্তিক ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ার শেষ দিনে, মাত্র ১৪৪টি দাবি ও আপত্তি জমা পড়েছে রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষ থেকে এমনটাই জানাল নির্বাচন কমিশন।

বিহারে চলমান বিশেষ তৎপরতা ভিত্তিক ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ার শেষ দিনে রাজনৈতিক দলগুলোর তরফে মাত্র ১৪৪টি দাবি ও আপত্তি জমা পড়েছে। নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্যে জানা গেছে, এর মধ্যে সিপিআই (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) লিবারেশন একাই ১১৮টি আবেদন করেছে যার মধ্যে ১৫টি ছিল নাম সংযোজন এবং ১০৩টি ছিল নাম বাদ দেওয়ার জন্য আপত্তি। বিজেপি পক্ষ থেকে ১৬টি আপত্তি জমা পড়েছে, সবকটিই নাম বাদ দেওয়ার বিষয়ে। অপরদিকে, আরজেডি মাত্র ১০টি সংযোজনের আবেদন করেছে।

অন্যদিকে সাধারণ ভোটারদের সক্রিয়তা ছিল রাজনৈতিক দলগুলির তুলনায় অনেক বেশি। ব্যক্তিগতভাবে ভোটারদের তরফে প্রায় ১৬.৫৬ লক্ষ দাবি ও আপত্তি জমা পড়েছে, যার মধ্যে ২.৫৩ লক্ষ আবেদন এসেছে যোগ্য বা অযোগ্য ভোটারদের তালিকাভুক্তি বা বাদ দেওয়ার জন্য। এখন পর্যন্ত ৯১,৪৬২টি আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে, যার মধ্যে ৪০,৬৩০টি সরাসরি ভোটারদের পক্ষ থেকে জমা পড়েছিল।

এই প্রক্রিয়া ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্কও তৈরি হয়েছে। কংগ্রেস ও আরজেডি অভিযোগ করেছে, এই সার প্রক্রিয়া উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কিছু নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার প্রচেষ্টা। কমিশন এই অভিযোগ খারিজ করে বলেছে, নির্ধারিত ফর্ম ছাড়া সাধারণ অভিযোগ বৈধ নয় এবং নিজ বিধানসভা কেন্দ্রের বাইরে কেউ দাবি/আপত্তি জমা দিতে পারেন না।

স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে কমিশন জানিয়েছে, ১ আগস্ট ২০২৫ তারিখে প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকায় যাদের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়নি, সেই তালিকা জেলা প্রশাসন ও সিইও বিহারের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে, যা এপিক নম্বর দিয়ে খোঁজা যাবে। নাম সংযোজনের জন্য ফর্ম ৬ (আধার সহ), এবং নাম বাদ দেওয়ার আপত্তির জন্য ফর্ম ৭ ব্যবহার করতে হবে। স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের বুথ লেভেল এজেন্টরাও নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় আবেদন করতে পারবেন।

কমিশন আরও জানায়, ভোটারদের নিবন্ধন বিধি, ১৯৬০-বিধি ২০(৩)(ত্ন) অনুযায়ী,, কেউ যদি অন্য বিধানসভা কেন্দ্রের বিষয়ে আপত্তি জানান, তবে তাকে শপথপত্রসহ প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করতে হবে। যদিও ১ সেপ্টেম্বর ছিল দাবির শেষ দিন, তবুও মনোনয়নের শেষ দিন পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলবে এবং সেই অনুযায়ী চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় সংশোধন সংযুক্ত করা হবে।

ভোটার তালিকা সংশোধন সংক্রান্ত যেকোনো দাবি বা আপত্তির জন্য ভোটারদের সংশ্লিষ্ট ফর্মে আবেদন করতে অনুরোধ করেছে কমিশন। বিস্তারিত তথ্য জেলা নির্বাচন দপ্তর বা সিইও বিহারের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

অনলাইন গেমিং আইন শিগগিরই কার্যকর হচ্ছে: আইটি সচিব

নয়াদিল্লি, :২০২৫ সালের 'প্রমোশন অ্যান্ড রেগুলেশন অফ অনলাইন গেমিং অ্যাক্ট, যা সংসদে পাস হওয়ার পর রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পেয়েছে, শিগগিরই কার্যকর হতে চলেছে বলে জানালেন কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি সচিব এস. কৃষ্ণন।

সোমবার নয়াদিল্লিতে এক সেমিকন্ডাক্টর সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সচিব বলেন, "এই আইন কার্যকর করতে যাবতীয় প্রক্রিয়া দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করা হচ্ছে।"

২০২৫ সালের 'প্রমোশন অ্যান্ড রেগুলেশন অফ অনলাইন গেমিং অ্যাক্ট'** শিগগিরই কার্যকর হতে চলেছে, যা অনলাইন গেমিং জগতের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হতে পারে। এই নতুন আইনের মূল লক্ষ্য হল অনলাইন মানি গেমযেমন বাজি ধরা, জুয়া জাতীয় গেমএর অপারেশন, প্রচার, বিজ্ঞাপন ও অংশগ্রহণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা। তবে আইনটি সামাজিক, শিক্ষামূলক ও ই-স্পোর্টস গেমগুলির উৎপ্রেরণা ও নিয়ন্ত্রণের দিকেও জোর দিয়েছে। এখানে "ই-স্পোর্টস" বলতে বোঝানো হচ্ছে এমন প্রতিযোগিতামূলক গেমিং যা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে, ব্যক্তি বা দলভিত্তিকভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং যা 'ন্যাশনাল স্পোর্টস গভর্ন্যান্স অ্যাক্ট ২০২৫'-এর অধীনে স্বীকৃত। এই আইন সংসদের মনসুন অধিবেশনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব উত্থাপন করেন এবং তা দুই কক্ষেই পাশ হয়।

এই প্রেক্ষিতে ভারতীয় প্রযুক্তি খাতে আরও একটি বড় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছেসেমিকন্ডাক্টর শিল্পে। কেন্দ্রীয় আইটি সচিব এস. কৃষ্ণন জানিয়েছেন, ভারতে তৈরি প্রথম বাণিজ্যিক চিপ এই বছরই বাজারে আসবে, যা দেশের জন্য গর্বের বিষয়। অপরদিকে মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছেন, ভারত এখন মোবাইল ফোনের প্রতিটি উপাদান নিজেই উৎপাদনের পথে এগোচ্ছে, যার মধ্যে চিপ থেকে শুরু করে কভার গ্লাস, ল্যাপটপ, সার্ভার সবই রয়েছে। গত ১১ বছরে ভারতের ইলেকট্রনিক্স উৎপাদন শিল্প ৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১১.৫ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যার মধ্যে রপ্তানি হয়েছে ৩ লক্ষ কো

এই অনলাইন গেমিং আইন কার্যকর হলে গেমিং জগতে আসবে আরও স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা, যা বিশেষ করে তরুণ সমাজের জন্য ইতিবাচক দিক। পাশাপাশি, দেশীয় প্রযুক্তি ও উৎপাদনের অগ্রগতির মাধ্যমে **ভারত বিশ্বব্যাপী ইলেকট্রনিক্স ম্যানুফ্যাকচারিং-এর অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে।..

অসম: বোধোল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল নির্বাচনের জন্য কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ

গৌহাটি, ১ সেপ্টেম্বর : আসন্ন বোধোল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল নির্বাচনের জন্য কংগ্রেস রবিবার তার সম্পূর্ণ ৪০টি আসনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে। আগামী ২২ সেপ্টেম্বর বোধোল্যান্ড টেরিটোরিয়াল রিজিয়নে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।

অসমের বোধোল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল নির্বাচনের জন্য কংগ্রেস তাদের সম্পূর্ণ ৪০টি আসনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে। শনিবার রাতে প্রথম দফায় ৩১ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়, যেখানে রঞ্জনা বসুমতরী, রনঞ্জয় নারজারি, ক্সারুম মুশাহরী, সাহার আলি, দ্বিমু রোজে, মতিলাল বসুমতরী, সুনীল নারজারি, রাজীব বসুমতরী, এনোস ইসওয়ারী, অমোইও নারজারি, আগোস্টিন নারজারি, অভিনাশ ব্রহ্মা, সাফিউর রহমান, বুদ্ধদেব ফাদাংগারি, জগদীশ মাধাই, বুবুল দাস এবং ধর্মেশ্বর বোরো-র মতো উল্লেখযোগ্য নাম রয়েছে। পরদিন রবিবার সন্ধ্যায় দ্বিতীয় তালিকায় আরও ৯ জন প্রার্থী যুক্ত করা হয়, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন সাহেন চন্দ্র ব্রহ্মা, আবু বকর আলি, রফিকুল ইসলাম শেখ, মোহিনী মোহন বসুমতরী, সঞ্জীব ওয়ারি, বিনিময় বসুমতরী, জমসের আলি, ভবেন্দ্র নাথ স্বর্গীয়ারি এবং পেত্রুস বাঘ। এই তালিকার মাধ্যমে কংগ্রেস বিটিসি -র সব আসনে প্রার্থী ঘোষণা করে নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি সম্পন্ন করল। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, বিজেপি ও ইউপিপিএল-এর বিরুদ্ধে শক্তিশালী লড়াই গড়ে তুলতেই এই প্রার্থী নির্বাচনে জাতি, ধর্ম ও বর্ণের ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। এখন দেখার বিষয়, বোধোল্যান্ড টেরিটোরিয়াল রিজিয়নের রাজনীতিতে কংগ্রেস কতটা প্রভাব ফেলতে পারে। এদিকে, অসমের বোধোল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল নির্বাচনের জন্য আসামের বিজেপি ইউনিট ২৮ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে। আগামী ২২ সেপ্টেম্বর এই নির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। বোধোল্যান্ড টেরিটোরিয়াল রিজিয়নের পাঁচটি জেলা ককরাজহার, চিরাং, বক্সা, উদালগুড়ি এবং তামুলপুর এই নির্বাচনের আওতায় থাকবে। ভোট গণনা হবে ২৬ সেপ্টেম্বর, যা আসাম রাজ্য নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী।

নির্বাচন সময়সূচী অনুযায়ী, মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ২ সেপ্টেম্বর, মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই ৪ সেপ্টেম্বর এবং প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।এই বছর মোট ৩,৩৫৯টি ভোটকেন্দ্রে ২৫.৫৭ লক্ষাধিক ভোটার ভোট দেওয়ার যোগ্য। এর মধ্যে ১৩.২৩ লক্ষ পুরুষ ভোটার, ১৩.৩৪ লক্ষ মহিলা ভোটার এবং ১৭ জন 'অন্যান্য' শ্রেণির ভোটার রয়েছেন। ২০২০ সালের বিটিসি নির্বাচনের তুলনায় ভোটার সংখ্যা প্রায় ১১.৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনীতির উত্তাপ বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি, এবারের ভোটেও রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যাপক প্রস্তুতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে প্রাণহানি ভারত থেকে মানবিক সহায়তা, জয়শঙ্করের সঙ্গে মুত্তাকির ফোনালাপ

নয়াদিল্লি/কাবুল, ১ সেপ্টেম্বর : আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে রবিবার রাতে সংঘটিত ৬.০ মাত্রার বিধ্বংসী ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত ৮১২ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। আহতের সংখ্যা কয়েকশো ছাড়িয়ে গেছে। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আফগানিস্তানের পাশে দাঁড়াল ভারত।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর** সোমবার আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকির সঙ্গে ফোনে কথা বলেন এবং গভীর সমবেদনা জানান এই মর্মান্তিক ঘটনার জন্য। জয়শঙ্কর জানিয়েছেন, আফগান জনগণের জন্য সহায়তা হিসেবে ১০০০টি পারিবারিক তাঁবু ও ১৫ টন খাদ্যসামগ্রী ইতিমধ্যেই কাবুলে পাঠানো হয়েছে।

এক্স (সাবেক টুইটার)-এ জয়শঙ্কর লেখেন: "আজ আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাওলভি আমির খান মুত্তাকির সঙ্গে কথা বলেছি। ভূমিকম্পে প্রাণহানির ঘটনায় গভীর সমবেদনা জানিয়েছি। আজ কাবুলে ১০০০টি পারিবারিক তাঁবু পৌঁছেছে। ভারতীয় মিশনের মাধ্যমে ১৫ টন খাদ্যসামগ্রী কাবুল থেকে কুনারে পাঠানো হচ্ছে। আগামীকাল থেকে আরও ত্রাণ সামগ্রী ভারতে থেকে রওনা হবে। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। এই কঠিন সময়ে ভারত আফগানিস্তানের পাশে আছে।"

আফগানিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও এক বিবৃতিতে জয়শঙ্কর-মুত্তাকি ফোনালাপের কথা নিশ্চিত করেছে। তারা জানায়, ভারত সরকারের এই সহানুভূতি ও সহায়তার জন্য আফগান পক্ষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। মুত্তাকি আশ্বাস দেন, এই সহায়তা যথাসময়ে দুর্গতদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. জয়শঙ্কর ভূমিকম্পে প্রাণহানির ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং ১০০০টি তাঁবু ও ১৫ টন খাদ্যসামগ্রী সহায়তা হিসেবে পাঠানোর কথা জানিয়েছেন। তিনি জানান, ওষুধ এবং খাদ্যের আরও সহায়তা ভবিষ্যতে পাঠানো হবে। আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভারত সরকারের সহানুভূতির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং এই সহায়তা সময়মতো দুর্গতদের কাছে পৌঁছানো হবে বলে আশ্বাস দেন।"এর আগে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক্স-এ পোস্ট করে আফগানিস্তানের এই বিপর্যয়ে গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি লেখেন: আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে প্রাণহানির ঘটনায় গভীরভাবে শোকাহত। শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। ভারত যেকোনো ধরনের মানবিক সহায়তা দিতে প্রস্তুত।

ভূমিকম্পটি রবিবার রাতে রাত ১১:৪৭ মিনিটে আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে আঘাত হানে। ভূপৃষ্ঠের ৮ কিলোমিটার গভীরে উৎসস্থল ছিল বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা।সরকারি সূত্রে জানা গেছে, দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে উদ্ধারকারী দলগুলো যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে চরম সমস্যার মুখে পড়ছে। অনেক এলাকা এখনও সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন, ফলে ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত চিত্র এখনও স্পষ্ট নয়।

আফগানিস্তান ভারত ও ইউরেশিয়া টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থলে অবস্থিত হওয়ায় ভূমিকম্পপ্রবণ। বিশেষ করে দেশের পূর্বাঞ্চলীয় পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে ভূমিকম্প ও ভূমিধসের ঝুঁকি বেশি, যা উদ্ধারকাজকে আরও জটিল করে তোলে।

রোহিনীতে মর্মান্তিক দ্বৈত খুন: দিল্লি পুলিশ কমিশনারের কাছে রিপোর্ট তলব করল মহিলা কমিশন

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর: দিল্লির রোহিনী সেক্টর ১৭-এ ৬৩ বছর বয়সি এক বৃদ্ধা ও তাঁর ৩৪ বছর বয়সি বিবাহিতা কন্যার নৃশংস হত্যাকাণ্ডে দিল্লি পুলিশ কমিশনার সতীশ গোলচা-র কাছ থেকে রিপোর্ট তলব করল জাতীয় মহিলা কমিশন।

গত ৩০ আগস্ট এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে। অভিযুক্ত, মৃত মহিলার জামাই যোগেশ সেহগল, যিনি বর্তমানে পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন, স্ত্রী প্রিয়া সেহগল ও শাশুড়ি কুসুম সিনহাকে খুন করেছেন বলে অভিযোগ।

এদিন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বিজয়া রাহাতকর দিল্লি পুলিশ কমিশনারকে চিঠি লিখে ঘটনার নিরপেক্ষ, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ২০২৩-এর প্রাসঙ্গিক ধারায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কমিশনের পক্ষ থেকে তিন দিনের মধ্যে 'অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট' চাওয়া হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ছেলের জন্মদিনে দু'পক্ষের মধ্যে উপহার দেওয়া-নেওয়া নিয়ে বিরোধ থেকেই খুনের ঘটনা ঘটেছে। অভিযুক্ত যোগেশের কাছ থেকে রক্তমাখা জামাকাপড় ও খুনে ব্যবহৃত ধারালো কাঁচি উদ্ধার করেছে মার্গ থানার পুলিশ।

অন্যদিকে, আরেকটি ঘটনায়, শিলং-এর এক খাসি তরুণীকে গুরুতর আহত অবস্থায় অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস দিল্লিতে ভর্তি করা হয়েছে। মহিলার আঘাতের ধরন ও ঘটনার পরিস্থিতি ঘিরে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে।

এই ঘটনারও সুয়ো মটো (নিজ উদ্যোগে) নিয়েছে জাতীয় মহিলা কমিশন। দিল্লি পুলিশ কমিশনারকে দ্রুত, নিরপেক্ষ তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং প্রয়োজনে অভিযুক্তকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ভুক্তভোগী তরুণীকে অবিলম্বে নিঃশুল্ক চিকিৎসা ও মানসিক পরামর্শ পরিষেবা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। এই মামলার ক্ষেত্রেও তিন দিনের মধ্যে এরটিআর চাওয়া হয়েছে।কমিশনের সদস্য ডেলিনা খংদুপ এইমস-এ গিয়ে ভুক্তভোগীর সঙ্গে দেখা করবেন বলেও জানানো হয়েছে।

"পুতিনের গাড়িতে মোদী", এসসিও সম্মেলনে মোদী-পুতিন রসায়ন ঘিরে চর্চা তুঙ্গে

চিন ১ সেপ্টেম্বর :, সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন এর শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে চীনের তিয়ানজিনে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তবে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিকতা ছাপিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় চর্চার কেন্দ্রে উঠে এসেছে মোদী ও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ব্যক্তিগত সম্পর্কের উষ্ণতা।

চীনের বৃহত্তম সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম-তে সোমবার দিনের প্রথম ভাগে শীর্ষ ট্রেন্ড ছিল, পুতিনের গাড়িতে নরেন্দ্র মোদী। সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে চীনের তিয়ানজিনে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তবে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক আলোচনার থেকেও বেশি নজর কেড়েছে মোদী ও রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের ব্যক্তিগত রসায়ন। একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এসসিও সম্মেলনের মূল ভেন্যু থেকে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের স্থানে যাওয়ার আগে পুতিন প্রায় ১০ মিনিট মোদীর জন্য অপেক্ষা করেন এবং তাঁরা একসঙ্গে পুতিনের গাড়িতে রওনা হন। এই ঘটনাটি চীনের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোতে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়।

প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর দুই দিনের চীন সফর শেষে নয়াদিল্লির উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে এক্স (পূর্বতন টুইটার)-এ লেখেন, "চীনে একটি ফলপ্রসূ সফর শেষ করলাম। এসসিও শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নিয়ে বিভিন্ন বিশ্বনেতাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছি। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির কথা তুলে ধরেছি বিভিন্ন বৈশ্বিক ইস্যুতে। সম্মেলন সফলভাবে আয়োজনে সহায়তার জন্য চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, সরকার ও জনগণকে ধন্যবাদ।"

সম্মেলনে মোদী ভারতীয় নীতির তিনটি মূল স্তম্ভ নিরাপত্তা, সংযুক্তি, ও সুযোগ তুলে ধরেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত পদক্ষেপ, গ্লোবাল গভর্ন্যান্স সংস্কারে সহযোগিতা এবং স্টার্ট-আপ, যুব সমাজ ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ে আরও সুযোগ সৃষ্টি করা দরকার। সম্মেলনের শেষে গৃহীত হয় ''তিয়ানজিন ঘোষণা'' এবং এসসিও-র পরবর্তী ঘূর্ণায়মান সভাপতিত্ব গ্রহণ করে কিরগিজস্তান।

এই সফরে মোদীর কূটনৈতিক তৎপরতা যেমন আন্তর্জাতিক মহলে ভারতের অবস্থানকে জোরালো করেছে, তেমনি সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বিশ্বনেতাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কও আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে।

নাগাল্যান্ডে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের স্থায়ীকরণে প্রতিবাদে ছাত্ররা

কোহিমা, ১ সেপ্টেম্বর, নাগাল্যান্ড কোভিড-১৯ মহামারির সময় নিয়োগপ্রাপ্ত ২৮০ জন চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীকে স্থায়ী করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ১ সেপ্টেম্বর ফের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে সামিল হচ্ছে এনএমসিএ।

এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তারা ইতোমধ্যেই সরব হয়েছে এবং এখন রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রকের জারি করা ১৮ আগস্টের বিজ্ঞপ্তির অবিলম্বে প্রত্যাহার দাবি করছে।

এদিন সকাল ৯:৩০টায় কোহিমার সেক্রেটারিয়েট বাস স্ট্যান্ড থেকে বিক্ষোভকারীরা মিছিল শুরু করবেন এবং সেখান থেকে পদযাত্রা করে পৌছাবেন স্বাস্থ্য দপ্তরের অফিস প্রাঙ্গণে, যেখানে মুখ্য বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হবে।

আন্দোলনের মূল দাবি দুটি, অবিলম্বে ১৮ আগস্টের বিজ্ঞপ্তি বাতিল করা হোক, সকল অনুমোদিত শূন্যপদ এনপিএসসি-র মাধ্যমে খালি করা হোক, যাতে নিয়োগ হয় খোলামেলা বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, লিখিত পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে, যথাযথ সার্ভিস রুল অনুযায়ী।এনএমএসএ দাবি করেছে, সরকারের এই সিদ্ধান্ত ''অন্যায্য ও বৈষম্যমূলক, যা নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও ন্যায়নীতিকে প্রশ্নের মুখে ফেলছে।

এক বিবৃতিতে এনএমএসএ বলেছে, "এই আন্দোলন শুধু ছাত্রদের অধিকার রক্ষার জন্য নয়, বরং যোগ্যতা, মেধা ও সমান সুযোগের ন্যায়নীতির পক্ষে আমাদের সম্মিলিত প্রতিবাদ। এখনই সময়চুপ করে থাকলে চলবে না। আমাদের কণ্ঠস্বর একসাথে তুলতে হবে এই অন্যায় নীতির বিরুদ্ধে।'

মণিপুরে যৌথ অভিযান: মাদক পাচারকারী ও জঙ্গিসহ আটজন গ্রেফতার, বিপুল অস্ত্র-গোলাবারুদ ও মাদক উদ্ধার

ইম্ফল, ১ সেপ্টেম্বর : মণিপুরে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর যৌথ অভিযানে মাদক পাচারকারী, জঙ্গি সংগঠনের সক্রিয় সদস্য এবং অস্ত্র চোরাকারবারিসহ মোট ৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই অভিযানে বিপুল পরিমাণ মাদক, অস্ত্র, বিস্ফোরক ও অন্যান্য নিষিদ্ধ সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে বলে জানিয়েছে মণিপুর পুলিশ।গত ৩১ আগস্ট টেংনৌপাল জেলার টেংনৌপাল নাকা চেক পোস্টে অভিযান চালিয়ে পুলিশ আটক করে দুই মাদক পাচারকারী জাহিয়া খান (২৫) এবং মো. জামির খান (২৩)-কে। তারা দু'জনই মোরেহ প্রেমনগর ওয়ার্ড নং ৪-এর বাসিন্দা। অভিযানে ৩.৩৮৭ কেজি ডাব্লিউওয়াই ট্যাবলেট এবং একটি চারচাকা গাড়ি উদ্ধার করা হয়েছে।

একই দিন চুরাচাঁদপুর জেলার সিংহাত থানা এলাকার বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে ২৪টি কেসে রাখা ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রেফতার হয়েছে দু'জন পাওখোলাল (৫৩), লাংহোই ভেং-এর বাসিন্দা এবং কমখোলাল ওরফে লালপু (৪৩), জোলজাম গ্রামের বাসিন্দা।

মণিপুর পুলিশ জানিয়েছে, প্রিপাক নামক নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের দুই সক্রিয় সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে। লাইশ্রম সুরঞ্জয় সিং ওরফে লামখোনবা (৩৯), মৈরাংকাম্পু আওয়াং লাইকাই-এর বাসিন্দা, যিনি ইম্ফল ইস্টের তাখেল আওয়াং লাইকাই থেকে গ্রেফতার হন।

* অপরজন ফুরিষবম ধর্মরাজ সিং ওরফে ফিরেপা (২৫), ইম্ফল ওয়েস্টের কান্তো সাবাল কেইঙ্গামের বাসিন্দা, যাকে খোংঘমপাট মন্ত্রি লাইকাই এলাকা থেকে আটক করা হয়। তাঁর কাছ থেকে একটি আধার কার্ডসহ একটি ওয়ালেট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি কর্ণাটক সফর, মাইসুরুতে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া

মাইসুর, ১ সেপ্টেম্বর : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সোমবার কর্ণাটকের মাইসুর বিমানবন্দরে পৌঁছালে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। এ সময় কর্ণাটকের রাজ্যপাল থাওয়ারচাঁদ গেহলট-ও উপস্থিত ছিলেন।

রাষ্ট্রপতি মুর্মু তাঁর দু'দিনের কর্ণাটক সফরে একাধিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন। সফরের অন্যতম প্রধান অনুষ্ঠান হল অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব স্পিচ অ্যান্ড হিয়ারিং এর ডায়মন্ড জুবিলি (৬০ বছর পূর্তি) উদ্‌যাপন। এআইআইএসএইচ-এর ডায়মন্ড জুবিলি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন: গর্ভাবস্থার মধ্যেই শিশুর শ্রবণ ও বাক্ বিকাশ সংক্রান্ত সমস্যার সনাক্তকরণ এক যুগান্তকারী সাফল্য। এই ক্ষেত্রে মাইসুরুর এআইআইএসএইচ-এর ভূমিকা প্রশংসার যোগ্য।"

তিনি জানান, রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই এআইআইএসএইচ-এর সম্প্রসারণের জন্য ১০ একর জমি বরাদ্দ করেছে এবং সবরকম সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া বলেন, এআইআইএসএইচ এশিয়ার অন্যতম শীর্ষ প্রতিষ্ঠান, যা শ্রবণ ও বাক্ সমস্যার গবেষণা, চিকিৎসা, পুনর্বাসন ও প্রশিক্ষণে কাজ করছে। "এই প্রতিষ্ঠান কণ্ঠহীনদের কণ্ঠ দিয়েছে, শ্রবণহীনদের জীবনে বাক্ ফিরিয়ে দিয়েছে। মাইসুরুতে এমন একটি প্রতিষ্ঠান থাকা এং তার ৬০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন করাটা আমাদের জন্য গর্বের।"তিনি বলেন, দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি মানবজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবেদন। এই দুটি ইন্দ্রিয় ভাষা বিকাশে মুখ্য ভূমিকা রাখে। ২০১১ সালের জাতীয় জনগণনার তথ্য অনুযায়ী, কর্ণাটকে প্রায় ৩.৩ লক্ষ মানুষ শ্রবণ ও বাক্ প্রতিবন্ধকতায় ভুগছেন, যা জনসংখ্যার ০.৫ শতাংশ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই মানুষগুলো শুধুমাত্র সংখ্যা নয়, বরং সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তিনি জানান, এআইআইএসএইচ-কে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একে "সেন্টার অফ এক্সিলেন্সেস" হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ একে "সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট" হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতর এআইআইএইচএস-এর আউটরিচ সেন্টার এবং নবজাতক স্ক্রিনিং ইউনিট স্থাপনের জন্য জেলা, তালুক হাসপাতাল ও কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে স্থান দিয়েছে।

এআইআইএসএইচ-এর সঙ্গে সমন্বয়ে, রাজ্য সরকার "শ্রবণ সঞ্জীবিনী" নামে একটি প্রকল্প শুরু করেছে, যার মাধ্যমে অভাবী শিশুদের জন্য বিনামূল্যে ককলিয়ার ইমপ্লান্ট সার্জারি করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের জন্য ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

মাইসুরুর বরুনা গ্রামে ১০ একর জমি এআইআইএসএইচ-কে বিনামূল্যে প্রদান করা হয়েছে তাদের ক্লিনিকাল ও পুনর্বাসন পরিষেবা সম্প্রসারণের জন্য। এছাড়াও, মাইসুরু সিটি কর্পোরেশন এআইআইএসএইচ ক্যাম্পাসে ২.৫৫ কোটি টাকার কাজ শুরু করেছে। এর মধ্যে রয়েছে: ভিন্নভাবে সক্ষম শিশুদের জন্য অ্যাম্ফিথিয়েটার, প্রতিবন্ধী-বান্ধব সুবিধা, পার্ক, ওয়েটিং রুম ও স্পিচ ও হিয়ারিং ইমপেয়ার্ড শিশুদের জন্য মিউজিয়াম। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এআইআইএসএইচ-এর মতো প্রিমিয়ার প্রতিষ্ঠান থাকার ফলে আজ আমরা গর্ভকালীন পর্যায়েও যোগাযোগ সমস্যা সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছি। "এই প্রতিষ্ঠানের গবেষণা, শিক্ষা ও সচেতনতামূলক প্রচেষ্টার জন্য সমাজ উপকৃত হয়েছে। আমি আশা করি, এআইআইএসএইচ ভবিষ্যতে আরও বড় উচ্চতায় পৌঁছিবে এবং বাক্ ও শ্রবণ সমস্যার স্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করে মানবজাতিকে নতুন আলো দেবে।"

স্বাস্থ্য কর্মীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় জটিল প্রসব থেকে সুস্থ জীবন ফিরে পেলেন মা ও শিশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর: ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীদের তৎপরতা ও দক্ষ চিকিৎসা সেবার ফলে এক জটিল প্রসব সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। ঊনকোটি জেলার জগন্নাথপুর গ্রামের বাসিন্দার ৩০ বছর বয়স্ক গর্ভবর্তী মহিলাকে তাঁর স্বামী। গর্ভাবস্থার প্রথম দিন থেকেই প্রসবপূর্বে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতেন এবং চিকিৎসকের সব পরামর্শ মেনে চলতেন। সব কিছু ঠিকঠাকই চলছিল। গত ২৭ আগস্ট দুপুর ১২ টা ৩০ মিনিটে নিরাপদ প্রসবের জন্য ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে ভর্তি হন রোগীনি। সম্ভাব্য প্রসবের দিন পার হয়ে গেলেও প্রসববেদনা হচ্ছিল না।

চিকিৎসকরা গর্ভবতীর প্রথমসন্তানের ডেলিভারি সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারেন প্রথম সন্তানের স্বাভাবিক প্রসব হয়েছিল। দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও ডেলিভারির কোনো লক্ষণ দেখতে পাননি চিকিৎসকরা। প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক গর্ভবতী মহিলাকে পরীক্ষা করার পর ডেলিভারির কোনো লক্ষণ দেখতে না পেয়ে পরিবারের সাথে আলোচনা করে ওষুধের মাধ্যমে প্রসব প্রক্রিয়ারমাধ্যমে ডেলিভারি করার অনুমতি নেন। ওষুধ প্রয়োগের পর রাত্রিবেলা থেকে প্রসব ব্যথা উঠতে শুরু করে। গত ২৮ আগস্ট সকাল বেলা প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সুজিত দাস পরীক্ষা করে দেখতে পান জরায়ুর মুখ ৮০ শতাংশ খুলে গেছে, কিন্তু শিশুটির মাথা নীচের দিকে নামছে না। এই অবস্থায় গর্ভবতীর বাড়ির লোকদের সাথে কথা বলে স্বাভাবিক প্রসবের জন্য আরো দুই ঘন্টা অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জরায়ুর মুখ সম্পূর্ণ খুলে যাওয়ার পরেও মাথার পজিশন স্বাভাবিক ভাবে নিচে না নামায় তখন চিকিৎসকরা ভ্যাজাইনাল ডেলিভারির জন্য কোনো যন্ত্রের সাহায্য না নিয়ে সরাসরি সিজারিয়ান ডেলিভারি করানোর সিদ্ধান্ত নেন। এই অবস্থায় প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা জরুরি ভিত্তিতে একটি মেডিক্যাল টিম গঠন করেন। এই টিমে ছিলেন প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সুজিত দাস, অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট ডাঃ রূপময় দাস, নার্সিং অফিসার সাথী ঘোষ ও কাবেরী সাহা, ওটি টেকনিশিয়ান সুভাষ সিনহা। সিজারিয়ান ডেলিভারির প্রাক মুহূর্তে দেখা গেলো গর্ভবর্তী মহিলার শরীরে বাধাগ্রস্থ প্রসবের লক্ষণ/অবস্ট্রাক্ট ডেলিভারির লক্ষণ। তখন রোগী ও পরিবারের সদস্যদের মধ্যে অনাগত শিশুর জন্য স্বপ্ন, অন্য দিকে চিকিৎসক ও তার দলের সদস্যরা গর্ভবর্তী মহিলাকে নিয়ে লড়াই। গত ২৮ আগস্ট সকাল ১০ টা ৪১ মিনিটে অপারেশন করার পর দেখা যায় বাচ্চা জরায়ু ফেটে বেরিয়ে যাচ্ছে (ইম্পেন্ডিং রানার ইউটেরাস)। তার পর জরায়ু থেকে বাচ্চা বের করা হয়। বাচ্চা বের করার সময় জরায়ুর ইন্সিজিয়ান সাইড থেকে নিচের সার্ভিক্স পর্যন্ত ছিড়ে গিয়ে একটা জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সুজিত দাস, ডাঃ সৌরভ লোধ এবং নার্সদের সুশৃঙ্খল সহযোগিতা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। শেষ পর্যন্ত মা ও শিশুকে বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব হয়। এক কঠিন লড়াইয়ের পর অবশেষে এক নতুন প্রাণের আগমন হলো। শিশুর ওজন ৩ কেজি ৫ গ্রাম। শিশুর কান্না যেন সবার মনে স্বস্তি ফিরিয়ে আনল। অস্ত্রোপচারের পর প্রসূতি মাকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়। বর্তমানে মা ও শিশু স্বাভাবিক অবস্থায় আছেন।

দক্ষিণ জেলা সমগ্র শিক্ষা অভিযানের উদ্যোগে দুদিন ব্যাপী দক্ষিণ জেলা ভিত্তিক কলা উৎসব অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১ সেপ্টেম্বর:দক্ষিণ জেলা সমগ্র শিক্ষা অভিযানের উদ্যোগে দুদিন ব্যাপী দক্ষিণ জেলা ভিত্তিক কলা উৎসবের আয়োজন করা হয়। সোমবার বেলা সাড়ে এগারোটায় বিলোনিয়া বিলোনীয়া পুরাতন টাউন হল মঞ্চে প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্টানের শুভ উদ্বোদন করেন বিধায়িকা স্বপ্না মজুমদার সঙ্গে ছিলেন বিলোনীয়া পুরপরিষদের চ্যায়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ ,দক্ষিণ জেলা শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক দীলিপ দেববর্মা সহ অন্যান্য অতিথিগন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

প্রয়াত অনিল সরকারের ৮৭তম জন্মদিবস পালিত ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির উদ্যোগে

আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর: ত্রিপুরার প্রাক্তন মন্ত্রী, বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক ও সমাজকর্মী অনিল সরকারের ৮৭তম জন্মদিবস উপলক্ষে বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করল ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতি। আজ আগরতলার সিটি সেন্টারের সামনে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমিতির রাজ্য সভাপতি তথা প্রাক্তন মন্ত্রী রতন ভৌমিক, সমিতির অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব এবং বিশিষ্ট সমাজকর্মীরা। উপস্থিত নেতৃত্বরা অনিল সরকারের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

তাঁর স্মৃতিচারণে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রতন ভৌমিক বলেন অনিল সরকার শুধু রাজনীতিবিদ নন, তিনি ছিলেন মানুষের কবি। তপশিলি জাতি-উপজাতির কল্যাণে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে তিনি সর্বদা সামনের সারিতে ছিলেন।

তিনি আরো বলেন, মূলত পিছিয়ে পড়া অংশের জনগনের স্বার্থে তিনি লড়াই করে গেছেন। আজ ঐ লড়াই অব্যাহত রয়েছে। অনিল সরকারের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ভূমিকা, শিক্ষার প্রসারে তাঁর উদ্যোগ এবং সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য আজীবন সংগ্রামের কাহিনি। অনিল সরকারকে স্মরণ করা মানে নতুন প্রজন্মকে অন্যায় ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার অনুপ্রেরণা দেওয়া।

দক্ষিণ চাম্পামুড়ায় মন্দির ও বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি, আতঙ্কিত স্থানীয়রা

আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর: বিশালগড় থানাধীন কমলাসাগর দক্ষিণ চাম্পামুড়া এলাকায় রবিবার গভীর রাতে পরপর দুটি চুরির ঘটনা ঘটেছে। দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যপূর্ণ দেশবন্ধু কলোনি নবোদয় সংঘ ক্লাবের কালী মন্দির এবং বিজেপি বুথ সভাপতির বাড়িতে হানা দেয় চোরের দল। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সমগ্র এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রবিবার গভীর রাতে চোরেরা প্রথমে কালী মন্দিরের দরজা ভেঙে প্রবেশ করে। দা দিয়ে প্রণামী বাক্স কেটে প্রায় ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা, মন্দিরের আসবাবপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী নিয়ে যায়। সোমবার সকালে প্রাতঃভ্রমণকারীরা মন্দিরে এসে দেখতে পান ভাঙা দরজা এবং দূরে পড়ে থাকা প্রণামী বাক্স। মুহূর্তে খবর ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয়রা মন্দির প্রাঙ্গণে ভিড় জমান।

অন্যদিকে, একই রাতে কালী মন্দিরের পাশেই ৫০ নম্বর বুথের বিজেপি বুথ সভাপতি পবন দাসের বাড়িতেও হানা দেয় চোরেরা। তাঁর টিআর০১-এইচ -৬৫১১ মোটরবাইক চুরি করে চম্পট দেয় তারা।

একই এলাকায় পরপর দুটি চুরির ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। অভিযোগ উঠছে, এলাকায় নেশার প্রসারই চুরির মূল কারণ। নেশার টাকা জোগাড় করতেই প্রতিনিয়ত ঘটছে এমন দুঃসাহসিক চুরি। প্রশাসনের ব্যর্থতায় চোরের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ জনজীবন, আর প্রতিনিয়ত বেড়ে চলা চুরির ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে গোটা দক্ষিণ চাম্পামুড়া এলাকায়।

জোট শাসনে খুন-সন্ত্রাস-ধর্ষণের অভিযোগ, নারী সমিতির পঞ্চদশ বিভাগীয় সম্মেলনে সমালোচনার ঝড়

বিলোনিয়া, ১ সেপ্টেম্বর: বর্তমান জোট সরকারের আমলে খুন, সন্ত্রাস, অপহরণ ও ধর্ষণের মতো ঘটনা বাড়ছে দিন দিন আজ সিপিআইএম বিলোনিয়া বিভাগীয় কার্যালয়ে হয় নারী সমিতির পঞ্চদশ বিভাগীয় সম্মেলনে একথা বলেন সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সম্পাদিকা ও প্রাক্তন সাংসদ ঝর্ণা দাস বৈদ্য। তাঁর অভিযোগ, সাত বছরের শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধা পর্যন্ত কেউ নিরাপদ নয়। হীরার রাজত্বে নারীদের ইজ্জত বারবার লুন্ঠিত হচ্ছে, অথচ নারীদের সুরক্ষার কোনও নিশ্চয়তা নেই।

তিনি আরো বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা নিজেও একাধিকবার অকপটে স্বীকার করেছেন যে নারীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। ডেপুটেশন দেওয়ার সময় তিনি নারী সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানালেও বাইরে গিয়ে তিনি বলেন 'ত্রিপুরা আজ সমৃদ্ধ, সুন্দর, স্মার্ট এবং হীরার রাজ্য।' অন্যদিকে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবও দাবি করেছিলেন যে এ রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঝর্ণা দাস বৈদ্যের মতে, বাস্তবে রাজ্যে গণতন্ত্র ও সমান অধিকারের লড়াই ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে।

সোমবার দুপুর বারোটা নাগাদ সিপিআইএম বিলোনিয়া বিভাগীয় কার্যালয়ে শুরু হয় নারী সমিতির পঞ্চদশ বিভাগীয় সম্মেলন। সম্মেলনের শুরুতে নারী সমিতির পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন নেত্রীরা। প্রায় দুই শতাধিক নারী প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

নারী সমিতির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়, পূর্ব অনুমতি থাকা সত্ত্বেও আইনশৃঙ্খলার অজুহাতে পুলিশ শহরে মিছিলের অনুমতি বাতিল করে দেয়। তবুও সম্মেলনে নারীর অধিকার রক্ষায় আগামী দিনের আন্দোলনের কর্মসূচি গৃহীত হয় এবং নতুন নেতৃত্ব নির্বাচনের সিদ্ধান্ত হয়।

এই সম্মেলনে ঝর্ণা দাস বৈদ্যের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন নারী সমিতির বিলোনিয়া বিভাগীয় সম্পাদিকা যমুনা পাল, দক্ষিণ জেলা কমিটির সম্পাদিকা শিউলি লোধ, সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির সম্পাদক বিজয় তিলক, সিপিআইএম জেলা কমিটির সম্পাদক বাসুদেব মজুমদারসহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

কলাছড়া একলব্য চৌমুহনীতে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা, গুরুতর আহত দুই যুবক

বিলোনিয়া, ১ সেপ্টেম্বর: কলাছড়া একলব্য চৌমুহনী এলাকায় ঘটে গেল এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, একটি বাজাজ অটো (টিআর০৮- বি -৩১৯৩) এবং একটি বাইক (টিআর০৮- বি - ৮১৭৩)-এর মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হন বিলোনিয়া আমজাদনগর এলাকার দুই যুবক দয়াল নবী (২৫) এবং ইস্যু নবী (২৩)। স্থানীয়রা দ্রুত মনুবাজার অগ্নি নির্বাপক দপ্তরকে খবর দিলে তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে কলাছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান।

চিকিৎসকরা তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে সঙ্গে সঙ্গে শান্তিবাজার হাসপাতালে রেফার করেন। বর্তমানে দু'জনেই সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে।

ঘটনার খবর পেয়ে মনুবাজার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

করবুকে স্বেচ্ছা রক্তদান ১০৫ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর: রাজ্য সরকারের করবুক ও শিলাছড়ি বিদ্যালয় পরিদর্শকের কার্যালয় এবং এডিসি বিদ্যালয় পরিদর্শক কার্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে আজ ৬৪তম শিক্ষক দিবস উদযাপন উপলক্ষে করবুক মহকুমায় এক মেগা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটি হয় করবুক পাঞ্জিহাম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কনফারেন্স হলে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক সঞ্জয় মানিক ত্রিপুরা। উদ্বোধক ভাষণে বিধায়ক সঞ্জয় মানিক ত্রিপুরা রক্তদানের গুরুত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

তাছাড়া বক্তব্য রাখেন করবুক মহকুমার মহকুমা শাসক শ্যামজয় জমাতিয়া, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গমনজয় রিয়াং, বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক বিশ্বজিৎ বণিক, সমাজসেবী অতিন্দ্র রিয়াং ও সমাজসেবী বিশাল দেববর্মা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন করবুক বিদ্যালয় পরিদর্শক দামোদর ত্রিপুরা। সভাপতিত্ব করেন করবুকের বিআরসি কো-অর্ডিনেটর কার্তিক দেববর্মা।

কানাড়া ব্যাঙ্কের সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১ সেপ্টেম্বর।। আজ উদয়পুর কানারা ব্যাঙ্কের উদ্যোগে উদয়পুর রাজর্ষি কলাক্ষেত্রে ২ নং হলে অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন এস এইচ জি গ্রুপের বা সেলফ হেল্প গ্রুপে বা স্ব-সহায়ক দলের সদস্যাদের নিয়ে সচেতনতা শিবির। এই শিবিরে কানাড়া ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা সুব্বা রাও পাইতের প্রতিকৃতিতে পুষ্প স্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। মঙ্গল প্রদীপ পর জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন কানারা ব্যাংকে হেড অফিস থেকে আগত জেনারেল ম্যানেজার শ্রী অভয় মালবীয়া সহ মঞ্চে উপবিষ্ট শান্তনু কুন্ডু, যিনি সহকারী জেনারেল ম্যানেজার হেড অফিস এবং ন্যাবার্ড গোমতি জেলার ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার শ্রী খোকন দে, এলডিএম গোমতী জেলা দেবব্রত সরকার , মাতাবাড়ি ব্লক সিএফএল বা ফিনান্সিয়াল লিটারেসির দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার অভিজিৎ চক্রবর্তী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর কানারা ব্যাঙ্ক শাখার সঞ্চালক ডেবিট সাংমা। আজ রাজর্ষি কলাক্ষেত্রের ২ নং হলে ভিড়ে ঠাসা স্বসহায়ক দলের সদস্যাদের উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বীমা প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রী বীমা সুরক্ষা প্রকল্প, জিরো ব্যালেন্সে একাউন্ট ওপেনিং এবং ডেবিট কার্ড প্রাপ্তি সহ ২ লক্ষ টাকার ইন্সুরেন্স বা বিমা প্রকল্প ,অটল পেনশন যোজনা, মুদ্রা লোন সহ সহায়ক দলের সদস্যদের মধ্যে ত্রিশক্তি প্রকল্প বক্তারা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন । প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি প্রকল্প বছরের ৪৩৬ টাকা করে জমা দিলে দু লক্ষ টাকা পর্যন্ত বীমার সুযোগ গ্রহণ করা ,পি এম এস বি ওয়াই প্রকল্পে বিশ টাকা করে প্রতি মে মাসে বাৎসরিক প্রিমিয়াম দিয়েএকটি পরিবারের বিমাকৃত সদস্য ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সাহায্য পেতে পারেন, অটল পেনশন যোজনায় আঠার বছর থেকে ৪০বছর পর্যন্ত গরিব মেহনতী মানুষ যাতে ৬০ বছর পর পেনশন পেতে পারে তার জন্য বিভিন্ন স্কিমে সর্বোচ্চ ৫০০০ টাকা পর্যন্ত পেনশন গ্রহণ করার জন্য জনসাধারণ এবং স্বসহায়ক দলের প্রতিনিধিদের সচেতন করা হয়। এছাড়াও মুদ্রা লোনে ন্যূনতম ৫০ হাজার থেকে পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ গ্রহণ করার সুযোগ নিতে পারেন -সে বিষয়ে সচেতন করা হয়। হল ভর্তি স্বসহায়ক দলের সদস্যদের পাশাপাশি সাধারণ অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয় ।উপস্থিত একাউন্ট হোল্ডারদের মধ্যে বক্তাদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে গ্রাহক অপুরাম সরকার এ বিষয়ে সহায়ক দলের প্রতিনিধিদেরকে বিস্তারিতভাবে সুযোগ গ্রহণ করার আহ্বান রাখেন এবং প্রতারণার ফাদে পড়ে যাতে নিজেদের নিঃস্ব হতে না হয়-সে ব্যাপারে মাতাবাড়ি ব্লক লিটারেসি অফিসার অভিজিৎ চক্রবর্তী সহ বক্তারা অভিমত ব্যক্ত করেন। উপস্থিত সহ সহায়ক দলের সদস্যদের বক্তব্য হচ্ছে আজকের এই ক্যাম্পেনিং সমস্ত সহায়ক দলের সদস্যদের সমৃদ্ধ করেছে এবং সদস্যরা সবাই উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। আগামী দিনেও এই ধরনের সচেতনতা শিবির এবং বিভিন্ন ধরনের বীমার সুযোগ গ্রহণ করার জন্য মাতাবাড়ি সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অফিসে এই ধরনের শিবির করা হবে বলে কানাড়া ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন ।রাজর্ষি কলাক্ষেত্রের বাইরে ক্যাম্প করে স্বসহায়ক দলের সদস্যদের মধ্যে যাদের এই ধরনের বীমার সুযোগ হয়নি তাদের মধ্যে ফর্ম বিতরণ করা হয় ।সদস্যরা আগ্রহের সহিত এই ধরনের বীমার ফর্ম গ্রহণ করেন এবং আগামী দিনে দলের প্রত্যেকটা সদস্য যাতে ইন্সুরেন্স বা বিমার অন্তর্ভুক্ত হয় তা ব্যক্ত করেন। এছাড়াও সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা মাধ্যমে কন্যা সন্তানের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করার কথাও বক্তারা আলোচনা করেন। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, কানারা ব্যাঙ্কের বিশালগড় শাখার সিনিয়র ম্যানেজার পুলক চক্রবর্তী, কানাড়া ব্যাংক উদয়পুর শাখার সঞ্চালক বা ম্যানেজার ডেবিড সাংমা ,ব্যাংক আধিকারিক তপন মিয়া, অপরাজিতা দাস,মধুরিমা সাহা সহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ ।উল্লেখ্য কানাড়া ব্যাংক ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ।আগামী তিন মাসের মধ্যে প্রায় তিন লাখ গ্রামে এই ধরনের সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হবে বলে আজকের অনুষ্ঠান থেকে ঘোষনা দেওয়া হয়।

সাফাই কর্মীদের

● প্রথম পাতার পর

দায়িত্ব নেয়। নতুন সংস্থার পক্ষ থেকে একের পর এক শর্ত চাপানো হচ্ছে তাদের উপর। শারীরিক সুস্থতার পরীক্ষা, ফর্ম পূরণের টাকা, ইউনিফর্ম বাবদ অর্থএসবের মাধ্যমে অর্থ আদায়ের অভিযোগ উঠেছে।

এছাড়া কর্মীদের জানানো হয়েছে, সকলকে চাকরি দেওয়া সম্ভব নয়। ইন্টারভিউর মাধ্যমে কেবল বাছাই করা কয়েকজনকেই রাখা হবে। সোমবার সকালে বিষয়টি নিয়ে সুপারভাইজারের সঙ্গে সাফাই কর্মীদের তর্কাতর্কি শুরু হয়। অভিযোগ, সুপারভাইজার উত্তেজিত হয়ে দুই মহিলা কর্মীকে শারীরিকভাবে আঘাত করেন। এতে গুরুতর আহত হয়েছেন দুই মহিলা। তাদের দাবি যারা কাজ করছেন এত দিন ধরে তাদের সকলকে অর্থাৎ ১৩৬ জনকেই কাজে বহাল রাখতে হবে। আর অতিরিক্ত অর্থ আদায় বাতিল করতে হবে। এর প্রতিবাদেই বিক্ষোভে ফেটে পড়েন সাফাই কর্মীরা।

কর্মবিরতির কারণে সকাল থেকে হাসপাতালের পরিষেবা ভেঙে পড়ে। সাফাই বন্ধ থাকায় রোগী ও চিকিৎসক উভয়কেই নাজেহাল হতে হয়। তবে এখনো পর্যন্ত স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

ভাইয়ের হাতে ভাই খুন!

● প্রথম পাতার পর

করে পয়সা মেরে দিয়েছেন বলে অভিযোগ করেন অনুজ অভিজিৎ দাস।। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই ভাইয়ের মধ্যে বচসা এবং ধস্তাধস্তি হয়। পরবর্তী সময়ে অনুজ অভিজিৎ দাস অগ্রজ সুজিত দাস কে এলোপাথাড়ি ঘুসি মারতে থাকে। অগ্রজ সুজিত দাস নিজের বাড়িতেই জ্ঞান হারিয়ে অচৈতন্য অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পার্শবর্তী এলাকার এবং প্রতিবেশীরা এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে সুজিত দাস কে অচৈতন্য অবস্থায় গোমতী জেলা হাসপাতালে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সুজিত দাস কে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এলাকাবাসীর সহযোগিতায় ঘটনার খবর পেয়ে রাধা কিশোর পুর থানার পুলিশ অনুজ অভিজিৎ দাস কে আটক করতে সক্ষম হয়। মৃত সুজিত দাসের নিথর দেহ টেপানিয়াস্থিত গোমতি জেলা হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। আগামীকাল ময়নাতদন্তের পর সুজিতের নিথর দেহ নিকট আত্মীয়ের নিকট তুলে দেয়া হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। এদিকে ছোট ভাই কর্তৃক বড় ভাই নিহত হওয়ার ঘটনায় গকুলপুর এগ্রিকালচার চৌমুহনী সহ গোটা উদয়পুরে কৌতূহল ও উৎকণ্ঠার পাশাপাশি ছোট ভাই অভিজিতের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি উঠেছে। এখন দেখার অভিযুক্ত অভিজিৎ দাস কে গ্রেফতারের পর তার বিরুদ্ধে কি ধরনের ধারা প্রয়োগ করা হয় ,তার উপরে নির্ভর করবে অভিজিতের শাস্তি বা সাজা। এলাকায় শোকেরর ছায়া নেমে এসেছে।

সব সময়ই একে

● প্রথম পাতার পর

তিনি বলেন, "১.৪০ কোটি ভারতীয় নাগরিক অধীর আগ্রহে আপনার ভারত সফরের অপেক্ষায় রয়েছেন।"

সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বলেন, "ইউক্রেন সংকটের শান্তিপূর্ণ সমাধানে ভারত, চীনসহ অন্যান্য কৌশলগত অংশীদারদের ভূমিকা আমরা অত্যন্ত মূল্যায়ন করি।"

পুতিন আরও উল্লেখ করেন, "আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সম্প্রতি আলাস্কায় অনুষ্ঠিত শীর্ষ বৈঠকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বোঝাপড়া হয়েছে, যা ইউক্রেন সংকট নিরসনের পথে নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে।"

চীন সফরের আগে জাপান থেকে তিয়ানজিনে পৌঁছেই ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির কাছ থেকে ফোন পান মোদি। জেলেনস্কি তাঁকে জানান, ওয়াশিংটনে ইউরোপীয় নেতাদের সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় একটি আলোচনার প্রক্রিয়া চলছে। সেই আলোচনার বিষয়ে ভারতেরও অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'এক্স'-এ (পূর্বতন টুইটার) প্রধানমন্ত্রী মোদি একটি ছবি শেয়ার করেন, যেখানে তাঁকে ও পুতিনকে হাসিমুখে করমর্দন ও আলিঙ্গন করতে দেখা যায়। তিনি লেখেন, "প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে দেখা সবসময়ই আনন্দের!"

এসসিও সদস্য দাবি

● প্রথম পাতার পর

রাষ্ট্রগুলিকে আহ্বান জানান, "একত্রিত হয়ে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিতে হবে এবং একযোগে এর মূল উৎপাটন করতে হবে।"

ঘোষণাপত্রে এসসিও রাষ্ট্রগুলি পুনরায় তাদের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও উগ্রবাদ বিরোধী লড়াইয়ে। তাঁরা স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, "সন্ত্রাসবাদকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করার চেষ্টা গ্রহণযোগ্য নয়।"

তারা আরও বলেছে, "সার্বভৌম রাষ্ট্র ও তাদের নিরাপত্তা সংস্থাগুলির ভূমিকাই সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার ক্ষেত্রে মুখ্য হওয়া উচিত। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে একত্রিত হয়ে সন্ত্রাসবাদ, বিশেষত সীমান্ত পেরিয়ে জঙ্গি গতিবিধি বন্ধ করতে হবে।"

'বিশ্বাসের অভাব'

● প্রথম পাতার পর

নিয়োগের নির্দেশ জারি করা হয় এবং তাঁদের নাম ও মোবাইল নম্বর প্রকাশ করা হয়।

সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, বিহার লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্যারা-লিগ্যাল ভলান্টিয়ার নিয়োগ করতে, এসব স্বেচ্ছাসেবকরা ভোটারদের এবং রাজনৈতিক দলগুলিকে দাবি ও আপত্তি নথিভুক্ত করতে সহায়তা করবেন, নির্বাচন প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক রাখার উপর জোর দিয়েছে আদালত।

বিহারে আগামী নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ চলছে বিশেষ উদ্যোগে। এই প্রক্রিয়াকে ঘিরে নানা রাজনৈতিক দল ভুয়ো ভোটার ও অনিয়মের অভিযোগ তুলেছে। ফলে রাজনৈতিক মহলে উত্তেজনা এবং সংশয় তৈরি হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের এই পর্যবেক্ষণ রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ার প্রতি মানুষের আস্থা বজায় রাখতে সক্রিয় ভূমিকা নিতে বলেছে।

বিরোধীদের পাশাপাশি

● প্রথম পাতার পর

মন্ত্রীর সাফ কথা, যে দলই বিধানসভায় থাকুক না কেন, যদি পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা নিজেদের দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করেন, জনগণের সঙ্গে থাকেন, তবে তাদের জয় কেউ আটকাতে পারবে না। তিনি মনে করিয়ে দেন, চিরকাল কেউ ক্ষমতায় থাকে না। তবে যাঁরা সততার সঙ্গে কাজ করেন, তাঁরা গ্রামবাসীদের আজীবন সম্মান পান।

শেষে তিনি স্পষ্ট বার্তা দেন, স্বচ্ছতা ও সততার মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নই হওয়া উচিত জনপ্রতিনিধিদের মূল লক্ষ্য। তাহলেই সরকারের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব।

এই কর্মশালার মাধ্যমে রাজ্যের পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের নতুনভাবে দায়িত্ব সচেতন ও জনমুখী করার বার্তা দিল রাজ্য সরকার।

রাজনীতির নোংরা

● প্রথম পাতার পর

রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের দলীয় কর্মী, বিধায়ক এবং এমডিসিদের আদেশ করেন, বাড়ি থেকে বের হোন এবং গরীব মানুষের অধিকার রক্ষায় পাশে দাঁড়ান। তাঁর হুশিয়ারি, অত্যাচার হলে ঘরে চুপ করে বসে থাকবো না। প্রদ্যোতের ফেইসবুক লাইভ দেখে সকলেই নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করবেন, দামছড়ায় গরীব জনজাতিদের সাথে অত্যাচার শুরু হয়েছে। কারণ, তিনি দিনের প্রথম ঘটনার তদন্ত করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে আরও একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন, যেখানে এক জনজাতি যুবক সরাসরি সরকারের দিকে আঙুল তুলেছেন এবং তাঁর কাছ থেকে ঘুষ চাওয়া হয়েছে, যা তিনি না দেওয়ায় তাঁর পরিবার আক্রান্ত হয়েছেন। এমনকি তাঁর বৃদ্ধ বাবা ভয়ে মারা যাওয়ার উপক্রম হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি দাবি করেন, জমি অধিগ্রহণের জন্য তাঁদের টাকা দেওয়া হয়নি।

কিন্তু, ত্রিপুরা প্রশাসনের দাবি সম্পূর্ণ উল্টো। এমনকি, স্থানীয় অধিকাংশ বাসিন্দারা প্রশাসনের দাবি সম্পূর্ণ সত্য বলে জানিয়েছেন। এ-বিষয়ে উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক চাঁদনী চন্দ্রন-এর যোগাযোগ করা হলে তিনি সামগ্রিক বিষয় সবিস্তারে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, নর্থ ইস্ট গ্যাস গ্রিড প্রজেক্টের অধীনে কাজ শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার ওই প্রকল্প দ্রুত সম্পন্ন হক চাইছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে অসম ও মিজোরামের সাথে ত্রিপুরাকে গ্যাস পাইপলাইনে যুক্ত করা হবে। সে মোতাবেক ইন্দ্রধনুষ গ্যাস গ্রিড লিমিটেড ওই কাজ শুরু করেছে।

তাঁর দাবি, সরকারী নিয়ম মেনে জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়েছে। এমনকি, সকলকেই জমির সরকারী মূল্য ধরেই ক্ষতিপূরণের অর্থ মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। সবই ঠিকঠাক চলছিল, কিন্তু একটি পরিবার কাজে বাধা সৃষ্টি করছে। উত্তর ত্রিপুরা জেলা শাসক বলেন, জমির মালিক তেইনেরিন ত্রিপুরাকে এক কানি জমির জন্য ৩৬ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। ওই জমির ব্যবহার করেই গ্যাসের পাইপলাইন বসানো হবে। ওই এলাকায় আরও অনেকেই নিজেদের জমি ব্যবহারে সম্মতি দিয়েছেন এবং পর্যাপ্ত অর্থ ইতিমধ্যেই পেয়ে গেছেন। কিন্তু, তেইনেরিন ত্রিপুরার টাকা বুঝে নেওয়ার পর ঝামেলা করছেন।

উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক চাঁদনী চন্দ্রন-র বক্তব্য, ওই জমির সর্বোচ্চ সরকারী দর ২০ লক্ষ টাকা। কিন্তু, তাঁরা শুরু থেকেই আরও বেশি টাকার দাবি করে আসছিলেন, তাই তাঁদের ১ কানি জমির জন্য ৩৬ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। টাকা পেয়ে তাঁরা জমি ব্যবহারের সম্মতি পত্রে স্বাক্ষরও করেছেন। কিন্তু, এখন তাঁরা ৯০ লক্ষ টাকা দিতে হবে দাবি করছেন। উত্তর ত্রিপুরা জেলা শাসক বলেন, তেইনেরিন ত্রিপুরার কন্যা মীনাক্ষী ত্রিপুরা দিল্লিতে বসবাস করেন। তিনি ফেইসবুকে ভিডিও আপলোড করে তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন বলে মিথ্যা অভিযোগ এনেছেন। কারণ, ইতিপূর্বে তাঁদের সাথে একাধিকবার আলোচনার জন্য প্রশাসনের তরফে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এমনকি স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমেই সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু, তাঁদের তরফে কেউ কখনোই আলোচনায় অংশ নেননি। তাই, বাধ্য প্রশাসন যেভাবেই হোক ওই প্রজেক্টের কাজ শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে। চাঁদনী চন্দ্রন সাফ জানিয়েছেন, ওই প্রজেক্টকে ঘিরে উচ্ছেদের কোন প্রশ্নই আসেনা। ওই সমস্ত জমিতে মাটির তলায় শুধুমাত্র গ্যাসের পাইপলাইন বসানো হবে। তাতে, কারোর বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ারও সম্ভাবনা নেই। তবুও, অযথা উন্নয়ন কাজে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে।

মোদীর মাকে নিয়ে কুরুচিকর

● প্রথম পাতার পর

স্বাস্থ্য, পরিকাঠামো সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের উন্নয়নে নিরলস কাজ করছে, অথচ বিরোধীরা সেই কাজকে ঢাকতে অপপ্রচার চালাচ্ছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, আজকের এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বিজেপির কর্মী ও সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। গোটা মিছিল ঘিরে ছিল কড়া পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা। কংগ্রেস ভবনের সামনে বিজেপির ওই জমায়েত থেকে সমস্ত ধরণের অপ্রীতিকর অবস্থা এড়াতে শুরু থেকে পুলিশের এলাহি আয়োজন ছিল।

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে

● প্রথম পাতার পর

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর আফগানিস্তানে প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং জানিয়েছেন, ভারত যে কোনও ধরনের মানবিক সহায়তা পাঠাতে প্রস্তুত। অতীতেও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ভারত আফগানিস্তানে ত্রাণ ও সহায়তা পাঠিয়েছে।

এই কঠিন সময়ে আফগান জনগণের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আন্তর্জাতিক মহলকে একযোগে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়েছে। আফগানিস্তানের পুনর্গঠন ও দুর্যোগ মোকাবিলায় বৈশ্বিক সহযোগিতা এখন সময়ের দাবি।

অঙ্গন

জোয়ালার হ্যাটট্রিক সহ চার গোল জুয়েলসকে হারিয়ে বুলেটস জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয় নাইন বুলেটস-এর। ৬-১ গোলের ব্যবধানে। প্রত্যাশিত জয় হলেও লক্ষ্য ছিল লীগের শীর্ষে অবস্থান করে সুপার ফোরে খেলার। মুখ্যত, নাইন বুলেটস কে দ্বিতীয় শীর্ষস্থানটি দখল করেই এবারের মতো সুপার ফোরে খেলতে হচ্ছে। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন লীগ পর্যায়ের খেলা একেবারে অন্তিম পর্যায়ে। আগামীকাল ফরোয়ার্ড ক্লাব এবং এগিয়ে চলো সংঘের মধ্যে ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হলেই লীগ পর্যায়ের খেলা শেষ হবে। টুর্নামেন্টের লীগ পর্যায়ের ৪৪তম ম্যাচ অর্থাৎ নাইন বুলেটসের লীগে শেষ ম্যাচে দুর্দান্ত জয়ের মধ্য দিয়ে সুপার ফোরে পৌঁছেছে। এখন প্রস্তুতি নেবে সুপার ফোরে অর্থাৎ চার দলীয় লিগ খেলায় সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে। আজ সোমবার সন্ধ্যায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে নাইন বুলেটস, জুয়েলস এর বিরুদ্ধে প্রত্যাশিতভাবেই প্রাধান্য বিস্তার করে খেলে। প্রথমার্ধে বিজয়ী দল ৩-১ গোলে এগিয়েছিল। হামাঙ্গাল জুয়ালার হ্যাটট্রিকসহ চার গোল বেশ উল্লেখযোগ্য। খেলার ২২ মিনিটের মাথায় জোয়ালার গোলে নাইন বুলেটস গোলের সূচনা করে। ৩১ মিনিটের মাথায় আমুসা ভানলাল রুয়াতা আরেকটি গোল করলে ব্যবধান দুই-শূন্য হয়। তবে ৩৯ মিনিটের মাথায় জোয়ালার আরও একটি গোল বুলেটসকে ৩-০ তে লিড এনে দেয়। যদিও তিন মিনিট বাদে জুয়েলসের অক্রাম রোহিত সিং একটি গোল শোধ করে ব্যবধান কমিয়ে ১-৩ করে। তবে দ্বিতীয়ার্ধে নাইন বুলেটস পুরোপুরি একতরফা খেলে। ক্রমশ গোলের মাধ্যমে গোল ব্যবধান বাড়িয়ে নেয়। ৬০ ও ৬৩ মিনিটের মাথায় জোয়ালা পরপর দুটো গোল করলে দলের পক্ষে ব্যবধান বেড়ে ৫-১ হয়। খেলার শেষ পর্যায়ে ৮৫ মিনিটের মাথায় রাইধন সিং দিনের সর্বশেষ গোলটি করলে নাইন বুলেটস-এর পক্ষে ব্যবধান বেড়ে ৬-১ হয়। প্রথমার্ধে খেলায় অসদাচরণের দায়ে রেফারি রক্তিম সাহা দুই দলের তিনজনকে হলুদ কার্ড দেখান। দিনের খেলা: ফরওয়ার্ড ক্লাব ও এগিয়ে চলো সংঘ, সন্ধ্যা ছয়টায়, উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়াম।

ওয়ান ডে ক্রিকেটে ভারতীয়দের রমরমা, শীর্ষে শুভমন, দুইয়ে রোহিত, প্রথম দশে আর কারা ?

দুবাই: ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল এক দিনের ক্রিকেটে ব্যাটসম্যান এবং বোলারদের নতুন র্যাঙ্কিং প্রকাশ করেছে। ব্যাটসম্যানদের র্যাঙ্কিংয়ে ভারতের তারকা ব্যাটার শুভমন গিল প্রথম স্থানে রয়েছেন। অন্যদিকে, এক দিনের দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন। পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক বাবর আজম তৃতীয় এবং ভারতের বিরাট কোহলি চতুর্থ স্থানে রয়েছেন। বোলারদের মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার কেশব মহারাজ এবং শ্রীলঙ্কার মহেশ তিকশানা যুগ্মভাবে এক নম্বর স্থানে রয়েছেন। দুজনেরই ৬৪১ রেটিং পয়েন্ট রয়েছে। যদিও, প্রথম দশজন বোলারের তালিকায় কেশব মহারাজের নাম প্রথমে রয়েছে।কোনও অস্ট্রেলীয় ব্যাটসম্যান নেই প্রথম দশেসম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে হওয়া একদিনের সিরিজের পর আইসিসি এক দিনের র্যাঙ্কিং প্রকাশ করেছে। ব্যাটসম্যানদের র্যাঙ্কিংয়ে নিউজিল্যান্ডের ডারিল মিচেল পঞ্চম স্থানে রয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার কোনও ব্যাটসম্যান নতুন র্যাঙ্কিংয়ে প্রথম দশে নেই। ট্রাভিস হেড ১১তম স্থানে রয়েছেন।

শুভমন গিল ৭৮৪ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে প্রথম স্থানে রয়েছেন। রোহিত শর্মা ৭৫৬ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন। পাকিস্তানের বাবর আজম ৭৩৯ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে রয়েছেন। অন্যদিকে কিংগ কোহলির ৭৩৬ পয়েন্ট রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে ভারতীয় দল একদিনের ক্রিকেটে অংশ নেয়নি, তবে বোলারদের নতুন এক দিনের র্যাঙ্কিংয়ে কুলদীপ যাদব (৬৫০) এবং রবীন্দ্র জাডেজা (৬১৬) এখনও যথাক্রমে তৃতীয় এবং নবম স্থানে রয়েছেন।

রোহিত এবং কোহলি টি-২০ এবং টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন, তবে এই দু'জন ওয়ান ডে ক্রিকেটে খেলা চালিয়ে যাবেন। রোহিত এবং কোহলি দুজনেই শেষবার ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এ সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সময় এক দিনের ম্যাচ খেলেছিলেন, যেখানে তাঁরা ভারতের খেতাব জয়ের অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ক্যামেরন গ্রিন ৪০ ধাপ উপরে উঠলেন

অস্ট্রেলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে খেলা তৃতীয় এবং শেষ এক দিনের ম্যাচে দুই উইকেটে ৪৩১ রানের বিশাল স্কোর গড়েছিল, যেখানে তাদের তিন ব্যাটসম্যান ট্রাভিস হেড (১৪২), মিচেল মার্শ (১০০) এবং ক্যামেরন গ্রিন (অপরাজিত ১১৮) সেঞ্চুরি করেন। এই তিনজনের এই পারফরম্যান্সের সুবাদে র্যাঙ্কিংয়ে বেশ লাভ হয়েছে। হেড এক ধাপ উন্নতি করে ১১তম স্থানে, মার্শ চার ধাপ উপরে উঠে ৪৪তম স্থানে এবং গ্রিন ৪০ ধাপ উপরে উঠে ৭৮তম স্থানে পৌঁছেছেন। অস্ট্রেলীয় দলের তাঁর সতীর্থ জশ ইংলিসও এই তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন। ডানহাতি এই ব্যাটসম্যান ২৩ ধাপ উন্নতি করে ৬৪তম স্থানে পৌঁছেছেন।

কেসিএ-র থিম্মাপিয়া টুর্নামেন্টে খেলতে ত্রিপুরার ক্রিকেটাররা এখন বেঙ্গালুরুতে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কর্ণাটক ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত টুর্নামেন্ট। এতে অংশ নিতে রাজ্যের সিনিয়র ক্রিকেটাররা এখন বেঙ্গালুরুতে। আজ-ই রওনা হয়ে রাজ্য দল বেঙ্গালুরুতে পৌঁছেছে। খেলবে ড. (ক্যাপ্টেন) কে থিম্মাপ্পিয়া মেমোরিয়াল ক্রিকেট টুর্নামেন্টে। কর্নাটক ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত এই টুর্নামেন্টে অংশ নেবে বলে আগেই স্থির হয়েছিল। সে অনুযায়ী ২২ সদস্য বিশিষ্ট রাজ্য দল সেখানে রিপোর্ট করেছে। আগামী ৪ সেপ্টেম্বর থেকে বেঙ্গালুরুতে শুরু হচ্ছে এই আমন্ত্রণ মূলক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। ত্রিপুরা দলকে নেতৃত্ব দেবে বিক্রম কুমার দাস। ডেপুটির ভূমিকায় রয়েছেন অভিজিৎ সরকার। বহিঃরাজ্যের তিন পেশাদার ক্রিকেটারকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে রাজ্য দলে। কর্নাটক ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত আমন্ত্রণ মূলক এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী ১৬ টি রাজ্য দল, চারটি গ্রুপে খেলবে। লীগ পর্যায়ে প্রতিটি গ্রুপ থেকে সেরা দলগুলো মূল পর্বে খেলবে। টুর্নামেন্টের কিছু ম্যাচ বেঙ্গালুরুর পাশাপাশি মাইশোরেও অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্য দলের খেলোয়াড়রা হলেন: বিক্রম কুমার দাস (অধিনায়ক), শ্রীদাম পাল, আনন্দ ভৌমিক, ঋতুরাজ ঘোষরায়, সেন্টু সরকার, তেজস্বী জয়সওয়াল, শঙ্কর পাল, শুভম ঘোষ, বিক্রম দেবনাথ, ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ, অমিত আলি, সন্দীপ সরকার, বাবুল দে, অভিজিৎ দেববর্মা, অভিজিৎ সরকার (সহ-অধিনায়ক), পারভেজ সুলতান, অজয় সরকার, চিরঞ্জিত পাল, হনুমা বিহারী, বিজয় শংকর, স্বপ্নীল সিং। চিফ কোচ পি ভি শশীকান্ত, অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ দেবব্রত চৌধুরী ও অনিরুদ্ধ সাহা, ফিজিও রবীন্দ্র কুমার, প্রশিক্ষক যুবরাজ সালভি ও জয়ন্ত দেবনাথ।

লজ্জা ! নামগোত্রহীন চতুর্থ ডিভিশনের ক্লাবের কাছেও হারল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড

স্যর অ্যালেক্স ফার্গুসন অবসর নেওয়ার পর ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের যে অধঃপতন শুরু হয়েছিল, সেই অধঃপতন সম্ভবত চূড়ান্ত মাত্রায় গিয়ে পৌঁছল বুধবার রাতে। ইএফএল কাপ ২০ বারের ইংল্যান্ডের চ্যাম্পিয়নরা হেরে গেল নামগোত্রহীন চতুর্থ ডিভিশনের ক্লাব গ্রিমসবি টাউনের কাছে। যে ক্লাবের নিজস্ব স্টেডিয়াম পর্যন্ত নেই, তাঁদেরও হারাতে পারল না ইংলিশ ফুটবলের সবচেয়ে সফল ক্লাবগুলির অন্যতম ইউনাইটেড। প্রথমার্ধ শেষ হতে না হতেই ২—০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় গ্রিমসবি। ম্যাচের ১২ মিনিটে প্রথম গোল করেন চার্লস ভার্নাম। অতি সহজ শটও বাঁচাতে পারেননি ম্যান ইউ গোলরক্ষক ওনানা। দ্বিতীয় গোলটিও হয়েছে ওই ওনানার ভুলেই। এবার কর্নার থেকে উড়ে আসা বলে মিসটাইম পাঞ্চ। বল পড়ল টাইরেল ওয়ারেনের সামনে। অনায়াসে বল জালে জড়িয়ে দিলেন তিনি।

প্রথমার্ধে দু'গোলে পিছিয়ে পড়েও সেই ঝাঁজ দেখা গেল না। ম্যাচে ফিরতে ৭৫ মিনিট পর্যন্ত সময় লেগে গেল ২০ বারের ইংল্যান্ডের চ্যাম্পিয়নদের। ৭৫ মিনিটে গোল করে ব্যবধান কমালেন এমবেউমো। ৮৯ মিনিটে গিয়ে হ্যারি ম্যাগুয়েরের গোলে কোনওক্রমে সমতা ফেরায় রেড ডেভিলসরা। এরপর পেনাল্টি। ম্যারাথন সেই পেনাল্টি শুট আউটে শেষ পর্যন্ত ভাগ্যদেবতা প্রসন্ন হলেন 'গরিব', পিছিয়ে থাকা গ্রিমসবির উপর। খেলার ফল ১২-১১। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল উৎসব। মাঠে নেমে পড়লেন দর্শকরা। আবেগের বিস্ফোরণ চতুর্থ ডিভিশনের ক্লাবের সমর্থকদের মধ্যে।অন্যদিকে শুধুই অন্ধকার। ফার্গুসন পরবর্তী যুগে বহু খারাপ সময় দেখেছে ইউনাইটেড। কিন্তু এর চেয়ে লজ্জার দিন ক্লাবের ইতিহাসে আগে আসেনি। আসলে এই একযুগে অনেকটা বদলেছে রেড ডেভিলরা। বহু কোচও বদলেছেন। কিন্তু কাজের কাজ হয়নি। ইউনাইটেড যেন আরও আঁধারে ডুবে যাচ্ছে।

অমরপুরে অনূর্ধ-১৬ টি-২০ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

এ ডিভিশন লীগের পয়েন্ট তালিকা

দল	ম্যাচ জয় পরা: ড্র প: বি: পয়েন্ট
এগিয়ে চল:	০৮-০৭-০০-০১-২২-০৪-২২
নাইন বুলেটস:	০৯-০৭-০১-০১-২৫-১০-২২
ব্লাড মাউথ:	০৯-০৫-০২-০২-১৮-১১-১৭
কল্যাণ সমিতি:	০৯-০৫-০২-০২-১৮-১১-১৫
রামকৃষ্ণ:	০৯-০৪-০৫-০০-১৯-২২-১২
ফরোয়ার্ড:	০৮-০২-০১-০৫-১৮-১১-১১
লালবাহাদুর:	০৯-০২-০৪-০৩-১২-২০-০৯
জুয়েলস:	০৯-০২-০৫-০২-১৮-২৫-০৮
টাউন ক্লাব:	০৯-০১-০৬-০২-০৭-১৮-০৫
ফ্রেন্ডস ইউ:	০৯-০০-০৯-০০-১৩-৩৯-০০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। খেলা ছিল অমরপুর ক্রিকেট এবং ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের মধ্যে। মূলত আউটফিল্ড খেলার অনুপযুক্ত থাকায় মাঠে ব্যাট বল নিয়ে নামার সুযোগ হয়নি। অমরপুরে শুরু হয়েছে অনূর্ধ ১৬ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে আগামীকাল লীগ পর্যায়ের ম্যাচে এফসি এনেটেড ক্লাব এবং ডিসি কোচিং সেন্টার পরস্পরের মুখোমুখি হবে। খেলা সকাল ৯ টায় শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। একইভাবে ৩ সেপ্টেম্বর এফসি ইউনাইটেড ক্লাব এবং ধর্মনগর পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে সকাল ৯ টা থেকে। আজ প্রথম ম্যাচে শুরু থেকে বেলা প্রায় দুইটা পর্যন্ত অপেক্ষা করা সত্ত্বেও ম্যাচটি আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। আগামীকাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে বলে উদ্যোক্তারা আসা প্রকাশ করছেন।

শাহবাজ প্রশাসনের দ্বিচারিতা ! এশিয়া কাপ বয়কট করে জুনিয়র হকি বিশ্বকাপে ভারতে আসছে পাক দল

নয়াদিল্লি।। দ্বিচারিতা সম্ভবত একেই বলে। এশিয়া কাপ হকিতে দেখা যায়নি পাকিস্তানকে। টুর্নামেন্টে খেলার সুযোগ থাকলেও পহেলগাঁও এবং অপারেশন সিঁদুর আবহে ভারতে দল পাঠানোর অনুমতি দেয়নি শাহবাজ শরিফ প্রশাসন। তবে জুনিয়র বিশ্বকাপের ক্ষেত্রে ঠিক উলটো অবস্থানে পাক প্রশাসন। এবার ভারতে দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল শরিফ সরকার।

এই মুহূর্তে ভারতেই চলছে এশিয়া কাপ। ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে এই প্রতিযোগিতা। আয়োজক দেশ ভারত ছাড়াও এশিয়া কাপের ১২তম সংস্করণে অংশ নেওয়ার কথা ছিল জাপান, কোরিয়া, চিন, মালয়েশিয়া, ওমান, চাইনিজ তাইপে এবং পাকিস্তানের। কিন্তু পাকিস্তান শেষমেশ দল পাঠায়নি। পাক হকি ফেডারেশনের তরফে হকি ইন্ডিয়াকে জানিয়ে দেওয়া হয়, তারা ভারতে দল পাঠাতে পারছে না। সে দেশের সরকার ভারতে কোনওরকম দল পাঠাতে নারাজ।

মজার কথা হল, মাত্র কয়েক মাসে এই ভারতেই বসতে চলেছে জুনিয়র হকি বিশ্বকাপ। চেন্নাই এবং মাদুরাইয়ে নভেম্বর-ডিসেম্বরে ওই টুর্নামেন্ট হবে। সেখানে আবার দল পাঠাতে রাজি পাক সরকার। ভারতীয় হকি ফেডারেশনের কর্তা ভোলানাথ সিং জানিয়েছেন, পাক ফেডারেশনের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। পাকিস্তান জুনিয়র বিশ্বকাপে দল পাঠাবে। মোট ২৪ দল ওই টুর্নামেন্টে খেলবে। এর মধ্যে ২৩টি দল আগেই ভারতে আসার কথা জানিয়েছিল। এবার পাকিস্তানও জানাল। ভোলানাথ দাবি করেছেন, পাক দলের তারকাদের ভিসা পেতেও বিশেষ অসুবিধা হবে না। তিনি জানিয়েছেন, জুনিয়র বিশ্বকাপের প্রস্তুতি শেষ পর্বে। সফলভাবেই টুর্নামেন্ট আয়োজিত হবে।প্রশ্ন হল, কেন পাকিস্তানের অবস্থান বদল? ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে, বিসিসিআই পাকিস্তানের সঙ্গে এশিয়া কাপে খেলতে রাজি হওয়ায় পাক সরকার অবস্থান বদলেছে। তাছাড়া বিশ্বকাপের মতো ইভেন্ট বয়কট করা কোনও খেলার পক্ষেই গ্রহণযোগ্য নয়।

ইডেন গার্ডেন্স নয়, মেসি আসছেন যুবভারতীতে

মাদ্রিদ।। চোদ্দ বছর আগে যুবভারতী স্টেডিয়াম সাক্ষী থেকেছিল মেসি-মায়ার। দেশের জার্সিতে অধিনায়কত্বের সূচনাটা সেদিন ভারতীয় ফুটবলের রাজধানীতে করেছিলেন তিনি। অবশ্য তখনও বিশ্ব ফুটবলের অবিসংবাদিত মহানায়ক হয়ে ওঠেননি আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড। কয়েকটা ব্যালন ডি'অর জিতলেও সর্বকালের সেরার তালিকায় শীর্ষস্থানীয় হননি মেসি।১৪ বছর পর ফের সেই যুবভারতীতে ফিরতে চলেছেন লিওনেল মেসি। এবার বিশ্বজয়ী হিসাবে, সর্বকালের অন্যতম সেরা হিসাবে। তবে এবার ম্যাচ খেলবেন না মেসি, যোগ দেবেন 'গোট কনসার্টে'। যে কনসার্ট আয়োজন করা হচ্ছে আর্জেন্টাইন মহাতারকার সম্মানে। প্রাথমিকভাবে অবশ্য এই অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল ক্রিকেটের নন্দনকানন ইডেন গার্ডেন্সে। তবে শেষ পর্যন্ত তা হতে চলেছে এশিয়ার অন্যতম সেরা ফুটবল স্টেডিয়ামে। ১২ ডিসেম্বর রাতে শহরে চলে আসছেন মেসি। ১৩ ডিসেম্বর প্রথমে যাবেন যুবভারতীতে, 'গোট কনসার্টে' অংশ নিতে। সেখান থেকে যাবেন লেকটাউনে, নিজের মূর্তি উদ্বোধন করতে। তারপর আরও একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে আর্জেন্টাইন ম্যাজিশিয়ানের। কলকাতা ছাড়াও এবারের ভারত সফরে মুম্বই, দিল্লি এবং আমেদাবাদে কর্মসূচি রয়েছে মেসির। এমনকী তিনি দেখা করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গেও।

কিন্তু হঠাৎ কেন বদলে গেল 'গোট কনসার্টের' ভেনু? কেন ইডেনের বদলে যুবভারতীতে যাচ্ছেন মেসি? শোনা যাচ্ছে, লেকটাউনের সঙ্গে ইডেনের দূরত্বের জন্য এই বদল। আসলে মেসির থাকার কথা বাইপাস সংলগ্ন এক হোটেলে। সেখান থেকে লেকটাউন যাওয়ার পথেই রয়েছে যুবভারতী। সেখানে যদি পুরনো সূচি অনুযায়ী ইডেনে কনসার্ট হত, তবে অনেকটা পথ ঘুরতে হত মেসিকে। তাঁর পুরো ভ্রমণসূচির দায়িত্বপ্রাপ্তরা এতটা পথ ঘোরা নিয়ে আপত্তি জানান।

ইউএস ওপেনের তৃতীয় রাউন্ডে জোকোভিচ

তিন বছর পর অলিম্পিক্স খেলতে চাওয়া নোভাক জোকোভিচ তাঁর সেরা সময় পেরিয়ে এসেছেন। ইউএস ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচ জিততে ২ ঘণ্টা ৩১ মিনিট লড়াই করতে হল ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিককে। খোয়ালেন একটি সেটও। শেষ পর্যন্ত আমেরিকার অবাছাই খেলোয়াড় জাচারি ভাজেদাকে হারালেন ৬-৭ (৫-৭), ৬-৩, ৬-৩, ৬-১ ব্যবধানে।স্কোর লাইন দেখে জোকারের জয় যতটা সহজ মনে হচ্ছে, বাস্তবে তা হয়নি। প্রথম সেট খোয়ানোর পর তৃতীয় সেটেও এক সময় ১-৩ ব্যবধানে পিছিয়ে ছিলেন বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর। তবে, টানা পাঁচটি গেম জিতে তৃতীয় সেট জেতার পর আর জোকোভিচকে বেগ পেতে হয়নি বিশ্বের ১৪৫ নম্বরের বিরুদ্ধে। ২৫তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেতাবের খোঁজে থাকা জোকারকে এ দিন কিছুটা অগোছাল দেখিয়েছে। ১০টি 'এস' সার্ভিস করলেও চারটি ডবল ফল্ট করেছেন। প্রথম সার্ভিস ঠিক মতো করতে পারেননি। ৬০ শতাংশ ব্রেক পয়েন্ট কাজে লাগাতে পারেননি। একগুচ্ছ আনফোর্সড এরর করেছেন। তবু অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ম্যাচ বের করে নিয়েছেন।

AFFIDAVIT

আমার নাম মলিন দত্ত। পিতার নাম, মৃত-সাধন দত্ত। বাড়ি-চারিপাড়া, বেলাবর গ্রাম পঞ্চায়েত। থানা-আমতলি। পশ্চিম ত্রিপুরা। ধর্ম-হিন্দু। আধার নাম্বার- ৮৩৩০ ৫৬৭১ ৬১১৯। আমার সব কাগজপত্রে নাম মলিন দত্ত। ভোটার কার্ডে নাম সুনীল দত্ত। এই মর্মে নোটিরর মাধ্যমে নাম সংশোধন করেছি। ভোটার কার্ডের নাম মলিন দত্ত হবে এখন থেকে। আমি মলিন দত্ত এবং সুনীল দত্ত এক ব্যক্তি। **Certificate No - IN- TR36510757 202390X Certificate Issued Date - 29 August-2025 01 : 49 PM**

ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্যদ
আগরতলা : ত্রিপুরা

Online-এ Class - IX -এর Registration, Class XI-এর Enrolment, Class XI-এর Eligibility Certificate ও Registration সংক্রান্ত জরুরী বিজ্ঞপ্তি ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত সকল বিদ্যালয়প্রধান, ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও সংশ্লিষ্ট সকলের উদ্দেশ্যে জানানো যাচ্ছে যে, Class- IX-এর online Registration ও Class XI-এর online Enrolment data entry-এর সময়সীমা রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে শেষবারের মতো ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (শুক্রবার) বিকেল ৫টা পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। ঐদিন বিকেল ৫টার পর online portal বন্ধ হয়ে যাবে এবং এরপর online portal-এ আর Data Entry করা যাবে না।

তাছাড়াও ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ব্যতীত অন্যান্য Board থেকে Secondary পরীক্ষায় পাশ করে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত বিদ্যালয়গুলোতে Class XI-এ ভর্তি হবার Eligibility Certificate নিয়ে Class XI-এর Registration করে উপরিউক্ত ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ইং বিকেল ৫টার মধ্যেই Enrolment করতে হবে।

বি. দ্র. : উপরে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে Enrolment/ Registration করতে না পারলেও আগামী ২০২৬ ইং সালের সেপ্টেম্বর মাসে Special Enrolment/ Registration করতে পারলেই সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীরা ২০২৭ ইং সালের মাধ্যমিক অথবা উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসতে পারবে।

(ডঃ দুলাল দে)
ICA/D-858/25 **সচিব, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ**

পহেলগাঁও ভুলে ভারত-পাক ম্যাচের প্রচার ! এবার রোষের মুখে শেহওয়াগ

পহেলগাঁও হামলা ভুলে এশিয়া কাপে ভারত-পাক ম্যাচের প্রচার। নেটদুনিয়ায় রোষের মুখে বীরেন্দ্র শেহওয়াগ। এত তাড়াতাড়ি পহেলগাঁও ভুললেন কী করে? প্রশ্ন নেটিজেনদের। কেউ কেউ আবার শেহওয়াগকে বয়কটের ডাকও দিচ্ছেন।

পহেলগাঁও হামলার জেরে পাকিস্তানের সঙ্গে সমস্ত ক্রিকেটীয় সম্পর্ক শেষ করার দাবি উঠেছে। এশিয়া কাপে বা আর কোনও বহুদলীয় টুর্নামেন্টেও যাতে কোনওভাবে পাকিস্তানের মুখোমুখি না হতে হয়, সেটাও নিশ্চিত করার দাবি উঠেছে। এর মধ্যে পাকিস্তানও ভারতে নিজেদের হকি দল পাঠায়নি। বিতর্কের আবহে লেজেন্ডস লিগে ইরফান পাঠান, হরভজন সিংরা পাকিস্তানের কিংবদন্তিদের বিরুদ্ধে মাঠে নামতে রাজি হননি। তবে সেসব উপেক্ষা করেই এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দল নামাতে চলেছে বিসিসিআই। যা নিয়ে ক্রিকেটপ্রেমীরা দ্বিধাবিভক্ত। একটা অংশের মত, হিংসা আর খেলাধুলো একসঙ্গে চলতে পারে না। আবার কেউ কেউ ক্রিকেটীয় সম্পর্ক চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে।

আসলে এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে না খেললে আর্থিকভাবে তো বটেই ক্রিকেট কূটনীতিতেও চাপে পড়ে যেত বিসিসিআই। শেষ পর্যন্ত সে কারণেই দল নামাতে রাজি হয়েছে ভারতীয় বোর্ড। ভারতে এশিয়া কাপের সম্প্রচারের দায়িত্ব পেয়েছে সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক। সম্প্রতি ওই সংস্থার তরফে একটি বিজ্ঞাপনী প্রোমো সোশাল প্রকাশ্যে আনা হয়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে বীরেন্দ্র শেহওয়াগকেও। বিজ্ঞাপনে দেখা যাচ্ছে, শেহওয়াগ ক্রিকেট প্রেমীদের ভারত-পাক ম্যাচ দেখার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন।

তাতেই ক্ষুব্ধ নেটিজেনদের একাংশ। তাঁরা বলছেন, এভাবে পহেলগাঁও হামলার ক্ষত ভুলে কীভাবে এশিয়া কাপের প্রচার করছেন শেহওয়াগ? নেটিজেনদের কেউ কেউ শেহওয়াগকে বয়কটের ডাক দিচ্ছেন। কেউ কেউ আবার সোনি নেটওয়ার্ককেও বয়কটের ডাক দিচ্ছেন।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 17/EE/SNM/PWD/2025-26, Dt: 29/08/2025

The Executive Engineer, Sonamura Division, PWD(R&B), Sonamura, Sepahijala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' 'percentage rate e-tender' up to 3.00 P.M. on 06/09/2025 for the following work:

Sl No.	Name of work (DNIeT No)	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	25/R/DNIeT/SE-IV/PWD(R&B)/2025-26	1,44,84,958.00	2,89,699.00	180 Days
2	26/R/DNIeT/SE-IV/PWD(R&B)/2025-26	99,96,960.00	1,99,939.00	120 Days

For more tender details please visit the websites: https://tripuratenders.gov.in

(Er. Dhananjoy Debbarma
Executive Engineer
Sonamura Division, PWD(R&B)
Sonamura, Sepahijala, Tripura

ICA/C-2102/25

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 17/EE-V/AGT/PWD/2025-26, Dt: 30/08/2025.

The Executive Engineer, Agartala Division No. V, PWD(R&B), Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' 'percentage rate e-tender' up to 3.00 PM. on 08/09/2025 for the following works:*

Sl No.	Name of work (DNIeT No)	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	Maintenance of various roads in AMC Ward No.26,28,30,41,51 under Jurisdiction of Central-VI Sub Division, PWD(R&B) during the year 2025-26/SH: Earthfilling, patch sóling, patch matelling, carpetting etc. DNIT No. 42/EE-V/AGT/PWD/2025-26.	24,18,106.00	48,362.00	120 Days

For more tender details please visit the websites: https://tripuratenders.gov.in

(Er. M. Kapali)
Executive Engineer
Agartala Division No. V, PWD(R&B)
Agartala, West Tripura

ICA/C-2105/25

PNIT No.: 54/EE/CCD/PWD/2025-26, Dated, 29th August, 2025

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(Buildings), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/ Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD /CPWD /MES / Railway for the following work through e-procurement portal:

NIT No	53/DNIT/EE/CCD/PWD/2025-26
Name of work	Maintenance/modification of Room No- 6115 at Secretariat Building, Agartala during the year 2025-2026/SH:- Painting, installation of work station, up-gradation of the interior etc.
Estimated Cost :	Rs. 10,75,658.00
Time of Completion :	40(Forty) Days
Earnest Money:	Rs. 21,513.00
Last date and time of Submission of Bid:	08/09/2025 Upto 3:00 PM

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in The press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

Executive Engineer
Capital Complex Division, PWD(Buildings)
Agartala, West Tripura

ICA/C-2101/25

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

বিভিন্ন প্যারামিটারে ত্রিপুরা দেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থানে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যের যেসকল উন্নয়নমূলক কাজ বর্তমানে চলছে তা আগামী ২০২৭ সালের মার্চ মাসের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করতে হবে। প্রতিটি কাজের গুণগত মান বজায় রাখার জন্য সময় সময় পরিদর্শন একান্ত প্রয়োজনীয়। আজ সচিবালয়ে ২ নং কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক সভায় একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। সভায় রাজ্যের চলতি বিভিন্ন পরিকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কাজকর্মের বর্তমান অবস্থা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উন্নয়নমূলক কাজকর্মগুলি করার ক্ষেত্রে কাজের গতি বাড়ানো প্রয়োজন। শ্রমিকের অভাবে যাতে কাজ বন্ধ কিংবা ধীরগতিতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শহরে নতুনভাবে নির্মিত বিভিন্ন ফুটপাথগুলি পুনরায় যাতে দখল না হয় সেদিকেও কর্তৃপক্ষকে কঠোর দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। সভায় মুখ্যমন্ত্রী আগরতলায় প্রস্তাবিত নতুন ফ্লাইওভার নির্মাণ, শহরের বিভিন্ন রাস্তা সংস্কার এবং ড্রেন নির্মাণ, ইউনিটি মল নির্মাণ, এজিএমসি এবং জিবিপি হাসপাতালে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মা ও শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র স্থাপন, ডেন্টাল কলেজের পরিকাঠামো নির্মাণের বর্তমান অবস্থা বিষয়ে অবগত হন। তাছাড়াও সিপাহীজলা জেলায় ইন্টিগ্রেটেড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার ফর ড্রাগ অ্যাডিক্টেড নির্মাণ, প্রত্যেকটি জেলায় ৫০ শয্যা বিশিষ্ট ড্রাগ-ডি অ্যাডিকশন সেন্টার নির্মাণ সহ পূর্ত দপ্তরের ৯টি বিভিন্ন প্রকল্প, হাউজিং বোর্ডের দুটি প্রকল্প, টুডা ও স্মার্ট সিটি মিশন বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ বিষয়ে অবগত হন।

সভায় আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যসচিব জে কে সিনহা বলেন, নির্দিষ্ট সময় এবং গুণগত মান বজায় রেখে সবগুলি কাজ করা দরকার। সময়ের কাজ সময়ে শেষ হলে রাজ্যের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেমন সচল থাকবে তেমনি পরবর্তীতে রাজ্যে নতুন প্রকল্প রূপায়ণের কাজও সহজতর হবে। আজকের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন পূর্ত দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং, অর্থ দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়, পর্যটন দপ্তরের সচিব ইউ কে চাকমা, শিক্ষা দপ্তরের সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমার, স্মার্ট সিটি মিশনের সিইও ডা. শৈলেশ কুমার যাদব সহ বিভিন্ন দপ্তরের অধিকর্তাগণ।

মাণিক সরকারের কুরুচিকর মন্তব্যের প্রতিবাদে 'আমরা বাঙালি'-র বিক্ষোভ

আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর: সোমবার রাজধানীর আমরা বাঙালি রাজ্য কার্যালয়ের সামনে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও সিপিএম নেতা মাণিক সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করল আমরা বাঙালি সংগঠন। অভিযোগ, সম্প্রতি মাণিক সরকার দলটিকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন।

আমরা বাঙালি নেতৃত্বের দাবি, ক্ষমতা হারানোর পর থেকেই মাণিক সরকার প্রায়শই বিভিন্ন দলের বিরুদ্ধে অশালীন মন্তব্য করে চলেছেন। ৩০ আগস্ট আমরা বাঙালি দলের মিছিল ও জনসভা নিয়েও তিনি তীব্র সমালোচনা করেন। এরই প্রতিবাদে সোমবার বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়।

বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে সংগঠনের নেতৃত্ব অভিযোগ করেন, সিপিএমের দীর্ঘ শাসনকালে ত্রিপুরার হাজার হাজার বাঙালি খুন হয়েছেন, নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, বহু পরিবার উচ্ছেদ হয়েছে। দোকানপাট ও বসতবাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু এত অপরাধের পরও কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। বরং আত্মসমর্পণ নাটকের আড়ালে অনেক অপরাধীকেই চাকরি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে সংগঠনটি।

আমরা বাঙালি নেতৃত্ব আরও বলেন, সিপিএম আমলে উপজাতি যুবকদের জন্য ভুয়া শিক্ষাগত যোগ্যতা সনদ দিয়ে চাকরি দেওয়া হয়েছে, আর বাঙালি যুবকদের বারবার বঞ্চিত করা হয়েছে। তারা দাবি করেন, ওই সময়ে সংগঠনের শত শত কর্মীকে খুন ও মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। তাছাড়া, রাজ্যে উগ্রপন্থার জন্ম দিয়েছিল সিপিএম, যা জাতি ও উপজাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে।

এমবিবি বিমান বন্দরে ২৭জন সাফাইকর্মী ছাঁটাই, সংকটে পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর: ২০১৪ সালে বিজেপি সরকার কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সরকারি সংস্থাগুলিকে বেসরকারিকরণের পথে ঠেলে দেওয়া এবং আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে কর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়াকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তৎকালীন সময়ে সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছিল, এই ব্যবস্থার মাধ্যমে একজন সরকারি কর্মীর বেতনে তিনজন আউটসোর্সিং কর্মী নিয়োগ করা সম্ভব হবে, ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে দেশের মানুষ উপলব্ধি করছেন, এই নীতি মূলত বড় বড় বেসরকারি সংস্থার মুনাফা বাড়ানোর পথকেই সুগম করেছে। এরই স্পষ্ট উদাহরণ দেখা গেল গতকাল, রবিবার, আগরতলা বিমানবন্দরে। আগাম কোনো নোটিশ বা সতর্কতা ছাড়াই বিমানবন্দরের ২৭ জন সাফাই কর্মচারীকে হঠাৎ করেই চাকরি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

কর্মচারীদের অভিযোগ, দুর্গাপূজোর প্রাক্কালে এভাবে চাকরি হারানোয় তাঁদের পরিবার চরম সঙ্কটে পড়েছে। বিকল্প কোনো ব্যবস্থা না করেই কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়ায় তাঁরা অসহায় পরিস্থিতির মুখোমুখি।এদিন ক্ষুব্ধ কর্মচারীরা এয়ারপোর্ট অথরিটির সঙ্গে কথা বলতে গেলে, কর্তৃপক্ষ তাঁদের সঙ্গে কোনো ধরনের আলোচনায় বসতে অস্বীকার করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান প্রাক্তন বিধায়ক দিলীপ দাস। তিনি এয়ারপোর্ট ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ নেন।

পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ দাস জানান, প্রথমে এই সাফাই কাজের দায়িত্বে ছিল এনআইএইচ কোম্পানি। কিন্তু নতুন টেন্ডারে দায়িত্ব পেয়েছে নিশ্বাস কোম্পানি। নতুন সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এত সংখ্যক কর্মীর প্রয়োজন নেই, তাই কম সংখ্যক লোক দিয়ে কাজ চালানো হবে।দিলীপ দাস আরও বলেন, "আমি এয়ারপোর্ট ম্যানেজারের কাছে অনুরোধ করেছি, অন্ততপক্ষে আসন্ন দুর্গাপূজোর সময় পর্যন্ত এই কর্মচারীদের কাজে রাখার সুযোগ দেওয়া হোক।

মেলাঘরে সিপিএমের মিছিলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেলাঘর, ১ সেপ্টেম্বর: অনুমতি ছাড়া মেলাঘর বাজারে সিপিআইএম মিছিলকে কেন্দ্র করে সোমবার উত্তেজনা ছড়াল। পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ধস্তাধস্তির ঘটনায় মুহূর্তে অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়।

সিপিআইএম সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি মেলাঘরে শহীদ কাজল বর্মনের শহীদান দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠানে দলের এক নেতা দুষ্কৃতিকারীদের হাতে আক্রান্ত হন। তার প্রতিবাদ এবং জনগণের একাধিক জরুরি সমস্যা তুলে ধরতেই এদিন মেলাঘর মহকুমা কমিটির উদ্যোগে মিছিলের আয়োজন করা হয়। মিছিলটি মেলাঘর লালমিয়া চৌমহনী থেকে শুরু হয়ে মেলাঘর বাজার ঘুরে নেতাজি চৌমুহনী পর্যন্ত গিয়ে ফেরার পথে পুলিশ বাধা দেয়।

মেলাঘর থানার এসআই সুবীর সাহা মিছিলকারীদের কাছে অনুমতির কাগজ চাইলে শুরু হয় ধস্তাধস্তি। তবে বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তীর নেতৃত্বে পরিস্থিতি বড় আকার নেয়নি।

এ বিষয়ে মেলাঘর থানার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অনুমতি ছাড়া কোনও রাজনৈতিক দল কর্মসূচি করতে পারে না। পুলিশ ডিউটি পালন করতে গিয়েছিল, কিন্তু তাদের ওপর আক্রমণ হয়েছেএটি মেনে নেওয়া যায় না। পুলিশ জানিয়েছে, এ ঘটনায় কয়েকজন আন্দোলনকারীর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হবে।

অন্যদিকে, সিপিআইএম জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অহিদুর রহমান বলেন, আমরা যখনই কোনও কর্মসূচির জন্য অনুমতি চাই, পুলিশ তা দিতে নারাজ থাকে। অথচ শাসকদল প্রায়ই অনুমতি ছাড়াই কর্মসূচি করে, সেক্ষেত্রে পুলিশের কোনও ভূমিকা দেখা যায় না।

মিষ্টির দোকানে বিক্রি হচ্ছে ছত্রাক পড়া মিষ্টি, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১ সেপ্টেম্বর:দীর্ঘদিন ধরেই কল্যাণপুরে বিভিন্ন মিষ্টির দোকানগুলো এবং যে সমস্ত দোকানগুলোতে নানান প্রকারের খাদ্যদ্রব্য বিক্রি হয় সেই সমস্ত দোকানগুলোর একাংশের ভূমিকা নিয়ে জনসাধারণ মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে চলেছেন। এরই মধ্যে কল্যাণপুর মূল বাজারে আপ্যায়ন মিষ্টান্ন ভান্ডার থেকে কল্যাণপুরের জনৈক ব্যক্তি বাড়িতে কিছু মিষ্টি নিয়ে যান। লাড্ডু জাতীয় এই মিষ্টিগুলো বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর দেখতে পান এই মিষ্টি গুলোর মধ্যে ছত্রাক বাসা বেঁধেছে। এই বিষয়টা দেখার পর সংশ্লিষ্ট ক্রেতা গোটা বিষয়টা আপ্যায়ন মিষ্টান্ন ভান্ডারের যিনি কর্ণধার সত্যজিৎ মোদকের দৃষ্টিতে নিয়ে গেলে তিনি সদ উত্তর দিতে পারেননি। এর বদলে ছত্রাক আক্রান্তিত লাড্ডু গুলোকে সেই ক্রেতার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ফেলে দেওয়ার মত অভিযোগ উঠেছে সত্যজিৎ মোদকের বিরুদ্ধে।

স্বাভাবিকভাবেই এইভাবে কল্যাণপুরের আপ্যায়ন মিষ্টান্ন ভান্ডারে ছত্রাক সহ মিষ্টি জাতীয় দ্রব্য বিক্রি হচ্ছে এই খবর মুহূর্তের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি করে।

গোটা বিষয় নিয়ে কল্যানপুর মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির বক্তব্য হচ্ছে ইতিপূর্বে একাধিকবার বাজারের ব্যবসায়ীদের এই সমস্ত বিষয়ে সচেতন থাকার জন্য মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে বলা হয়েছে। এরপরেও যদি এই প্রকারের ঘটনাগুলো ঘটতে থাকে তাহলে প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুক এই দাবি কল্যাণপুর মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের।

জন মানুষে গুঞ্জন শুধুমাত্র এই মিষ্টান্ন দোকান নয় কল্যাণপুরের বিভিন্ন দোকানগুলোতে দিনের পর দিন এই প্রকারের অনিয়ম গুলো ঘটে চলে কিন্তু কেন প্রশাসন মাঝেমধ্যে লোক দেখানো অভিযান ছাড়া বলিষ্ঠ ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না এটা কিন্তু বড়সড়ো প্রশ্ন।

গন্ডাছড়ায় বিদ্যুৎকর্মীদের অনিদিষ্টকালের কর্মবিরতি, চরম দুর্ভোগ ভোক্তারা

গন্ডাছড়া, ১ সেপ্টেম্বর: হঠাৎ করেই সোমবার সকাল থেকে কর্মবিরতির ডাক দিলেন গন্ডাছড়া মহকুমার দুই বিদ্যুৎ অফিসের কর্মীরা। গন্ডাছড়া ও রইস্যাবাড়ী বিদ্যুৎ অফিসের মোট ৩৫ জন কর্মী তাদের বেতন ও অন্যান্য দাবিদাওয়া পূরণের দাবিতে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতিতে সামিল হয়েছেন। ফলে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন ওই মহকুমার হাজারো বিদ্যুৎ ভোক্তা। জানা যায়, সোমবার সকাল থেকে দুই একজন অফিসার ছাড়া গোটা অফিস কার্যত ফাঁকা। বেলা ১০টা নাগাদ সিনিয়র ম্যানেজার অফিসে পৌঁছালেও লাইনম্যান ও অন্যান্য কর্মীরা কাজে অনুপস্থিত ছিলেন। কর্মবিরতির কারণ জানতে চাইলে অফিসাররা স্পষ্ট কিছু বলতে পারেননি। তবে ফোনে যোগাযোগ করা হলে এক লাইনম্যান স্বীকার করেন যে তাঁরা অনির্দিষ্টকালের জন্য কাজ বন্ধ রেখেছেন।

অভিযোগ, কয়েক মাস আগেও কর্মীরা মাসিক ১২ হাজার টাকা বেতন পেতেন। বর্তমানে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভাগ করে তাদের বেতন কমিয়ে ৭ হাজার, ৮ হাজার ও ১০ হাজার টাকা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, তাঁদের জন্য নেই কোনো লাইফ ইন্সুরেন্স বা জিপিএফের সুবিধা। এর ফলে ক্ষোভে ফুঁসছিলেন বিদ্যুৎ কর্মীরা। কর্মীরা জানিয়েছেন, তাঁদের প্রধান দাবিগুলি হলো, মাসিক ১৫ হাজার টাকা বেতন প্রদান, প্রত্যেক কর্মীর জিপিএফ চালু করা, প্রত্যেককে লাইফ ইন্সুরেন্সের আওতায় আনা, এই দাবিগুলি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা কর্মবিরতি চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন।

সংবাদ লেখা পর্যন্ত গন্ডাছড়া ও রইস্যাবাড়ী বিদ্যুৎ অফিসের ৩৫ জন কর্মীর এই কর্মবিরতি অব্যাহত রয়েছে। এর জেরে মহকুমার সাধারণ বিদ্যুৎ ভোক্তারা মারাত্মক ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে কৈলাসহরে আন্দোলনে নামলো বামপন্থী ছাত্র যুবরা

কৈলাসহর, ১ সেপ্টেম্বর: কৈলাসহরের পুরনো ডাকবাংলো থেকে রাঙ্গাউটি অব্দি রাস্তা সংস্কারের দাবীতে এবার কৈলাসহরে আন্দোলনে নামলো বামপন্থী ছাত্র যুবরা। অবিলম্বে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু না হলে কৈলাসহরে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে জানানো হয়েছে। আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন যুবনেতা পলাশ চৌধুরী, সৈইফ উদ্দিন সহ আরও অন্যান্যরা।

যুবনেতা পলাশ চৌধুরী জানান যে, দীর্ঘদিন ধরে কৈলাসহরের ডাকবাংলো থেকে রাঙ্গাউটি অব্দি প্রায় আট কিলোমিটার রাস্তাটি বেহাল হয়ে রয়েছে। রাস্তাটি চলাচলের জন্য সম্পুর্ন অযোগ্য হয়ে রয়েছে। প্রায় প্রতিদিন দুর্ঘটনা ঘটছে। এই রাস্তাটি দিয়ে শহর উত্তরাঞ্চল এলাকার মানুষ যাতায়াত করে থাকেন। শহর উত্তরাঞ্চল এলাকায় যাবার জন্য অন্য কোনো রাস্তাও নেই। প্রতিদিন প্রায় কুড়ি হাজার মানুষ এই রাস্তার উপর দিয়ে যাতায়াত করে থাকেন।

শহর উত্তরাঞ্চল এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবী মেনে সরকার প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় ২০২১সালে এই রাস্তার কাজ শুরু করেছিলো। প্রায় সাত কোটি টাকা ব্যয় করে ২০২৩সালে এই রাস্তার কাজ সম্পুর্ন হয়েছিলো। কাজ সম্পুর্ন হলেও কাজের বরাদপ্রাপ্ত ঠিকাদার রাস্তার তদারকির দায়িত্বে পাঁচ বছর রয়েছেন। অন্যদিকে, ২০২৩সালে রাস্তার কাজ সম্পুর্ন হলেও রাস্তার কাজের শুরু থেকেই চরম দুর্নীতি হয়েছিলো। যারফলে, কাজ সমাপ্ত হবার এক বছরের মধ্যেই রাস্তাটি নষ্ট হয়ে যায় এবং চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। রাস্তা সংস্কারের দাবীতে বিভিন্ন সময়ে বিজেপি, কংগ্রেস এবং সামাজিক সংঘটনের পক্ষ থেকে আন্দোলন করা হলেও কাজের বরাদপ্রাপ্ত ঠিকাদার কিংবা সংশ্লিষ্ট দপ্তর উদাসীন।

অবশেষে পয়লা সেপ্টেম্বর সোমবার সকাল দশটা থেকে দুপুর বারোটা অব্দি ডিওয়াইএফআই কৈলাসহর শহর উত্তরাঞ্চল কমিটির পক্ষ থেকে লক্ষীপুর গ্রামে দুই ঘন্টার প্রতিকী রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। আসন্ন দূর্গা পুজোকে করে অবিলম্বে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু না হলে কৈলাসহরের মহকুমা শাসকের চেম্বার ঘেরাও সহ গোটা শহর উত্তরাঞ্চল এলাকায় বৃহত্তর আন্দোলন করা হবে বলে জানান যুবনেতা পলাশ চৌধুরী।

শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে রাস্তায় ছাত্রছাত্রীরা, লালজুরীতে তীব্র বিক্ষোভ

কাঞ্চনপুর, ১ সেপ্টেম্বর: শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে উত্তাল হয়ে উঠল উত্তর জেলার কাঞ্চনপুর মহকুমার লালজুরী এলাকা। সোমবার সকাল থেকে উজান মাছমারা হাই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা রাস্তায় নেমে কাঞ্চনপুর---ধর্মনগর সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হয়।

অভিযোগ, বিদ্যালয়ে দুই শতাধিক ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করলেও প্রাইমারি সেকশন মিলিয়ে মাত্র ৭ জন শিক্ষক আছেন।

ফলে নিয়মিত পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে।

একাধিকবার প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানানো হলেও কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে এদিন ক্ষোভ উগরে দেয় ছাত্রছাত্রীরা।

এদিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সড়ক অবরোধ, বিপাকে পড়েন যাত্রীরা। সকাল ৭টা থেকে শুরু হওয়া অবরোধে কাঞ্চনপুর---ধর্মনগর ব্যস্ত সড়কে যান চলাচল সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। সরকারি দপ্তরের কর্মচারী থেকে শুরু করে সাধারণ যাত্রীরা ভোগান্তিতে পড়েন।

ঘটনার খবর পেয়ে জেলা শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশে ঘটনাস্থলে পৌঁছান আধিকারিক সমীর রঞ্জন নাথ। তিনি আন্দোলনরতদের লিখিতভাবে আশ্বাস দেন যে শিক্ষক সংকট দূরীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এরপর দুপুর ১২টার দিকে অবরোধ তুলে নেয় ছাত্রছাত্রীরা।

গাঁজা বিরোধী অভিযানে বড় সাফল্য যাত্রাপুর থানার পুলিশের

আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর: ত্রিপুরার সীমান্তবর্তী যাত্রাপুর থানা এলাকায় গাঁজা বিরোধী অভিযানে বড় সাফল্য পেল পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে উদ্ধার হলো বিপুল পরিমাণ শুকনো গাঁজা, পাশাপাশি ধ্বংস করা হলো একাধিক গাঁজার নার্সারি প্লট।

যাত্রাপুর থানার ওসি সিতিকণ্ঠ বর্ধন জানান, গত ৩১শে আগস্ট সন্ধ্যায় নির্ভয়পুর সীমান্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি রাবার বাগান থেকে দুই প্যাকেট শুকনো গাঁজা উদ্ধার হয়। উদ্ধার হওয়া গাঁজার ওজন প্রায় ৮ কেজি। তবে ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। তিনি বলেন, এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করতে তদন্ত চলছে।

অন্যদিকে, সোমবার ভোরে দক্ষিণ মহেশপুরের কাকরি নদীর দক্ষিণাংশে বনদপ্তরের সংরক্ষিত অরণ্যে অভিযান চালিয়ে চমকপ্রদ সাফল্য পায় পুলিশ। সেখানে একাধিক গাঁজার নার্সারির সন্ধান মেলে। বিশাল বাহিনী নিয়ে অভিযান চালিয়ে মোট আটটি প্লটে থাকা গাঁজা গাছের চারা কেটে ধ্বংস করা হয়। পুলিশের অনুমান, ওই প্লটগুলিতে অন্তত দুই লক্ষাধিক গাঁজার চারা ছিল।

ওসি আরও জানান, উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। এলাকায় যাতে আর কোনোভাবে গাঁজা চাষাবাদ না হয়, সেদিকে কঠোর নজর রাখা হচ্ছে।

ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে গুচ্ছ কর্মসূচি জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর: সাম্প্রতিক কালে জিরানিয়া এলাকায় ডেঙ্গু জ্বরের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ডেঙ্গু জ্বরের রোগী সনাক্ত হওয়ার সাথে সাথে জাতীয় পতঙ্গবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে জিরানিয়া এলাকায়। বাড়ি বাড়ি পরিদর্শন করে মশার বংশ বৃদ্ধির স্থান পরিষ্কার করা, জমা জলে লার্ভিসাইডাল স্প্রে করা, ফগিং করা, বাড়ি বাড়ি পরিদর্শন করে জনগনের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, জ্বরের রোগীদের সনাক্ত করে রক্ত পরীক্ষা করা এবং যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি। ডেঙ্গু একটি প্রতিরোধযোগ্য। রোগ। আমাদের প্রতিদিনের জীবন শৈলীর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আমরা ডেঙ্গু প্রতিরোধ করতে পারি। তাই ডেঙ্গু সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য শচীন্দ্রনগর পঞ্চায়েতের সহযোগীতায় গ্রামের জনগনদের নিয়ে সচেতনতা সভা করা হয়। এই সভায় বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় বাড়ির চারিদিক পরিষ্কার রাখা, মশার বংশবৃদ্ধির স্থান নির্মূল করা, দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় মশারির টাঙ্গিয়ে ঘুমানো, মশার কামড় থেকে দূরে থাকতে ফুল হাতা জামা-কাপড় পরিধান করা, ঘরে নিমপাতার ধোঁয়া দেওয়া এবং জ্বর হলে সঙ্গে সঙ্গে জিরানিয়া সরকারী হাসপাতালের সাথে যোগাযোগ করা।

ডেঙ্গু জ্বরের প্রাদুর্ভাব সরজমিনে খতিয়ে দেখার জন্য, স্টেট প্রোগ্রাম অফিসার ডা: অভিজিত দাস, স্টেট কনসাল্টেন্ট, ডিস্ট্রিক্ট ভেক্টরব্রন কনসালট্যান্ট সাথে সাথে ঐ এলাকায় ছুটে যান। উনারা প্রথমে শচীন্দ্রনগর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, শচীন্দ্রনগর পঞ্চায়েত, ডেঙ্গু রোগির বাড়ি পরিদর্শন করেন। ডেঙ্গু জ্বরের এলাকাগুলি চিহ্নিত করেন এবং বিক্রমনগর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, জিরানিয়া রেলস্টেশন এলাকা পরিদর্শন করে জিরানিয়া সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে স্বাস্থ্য কর্মীদের নিয়ে একটি সভায় মিলিত হন। এই সভায় বিস্তারিতভাবে ডেঙ্গু জ্বরের নিয়ন্ত্রণের উপরে বিষদ আলোচনা করা হয়। জিরানিয়া মহকুমার মহকুমার শাসকের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট দপ্তর সমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য জরুরী সভার আয়োজন করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনার জন্য রেপিড রেসপন্স টিম ঐ এলাকায় ছুটে যান এবং পরিদর্শন করে মশার বংশ বৃদ্ধির স্থান নির্মূল করার উপর বিশেষ দৃষ্টি আকর্শন করেন। জিরানিয়া এলাকায় সর্বমোট ৪৮-২ জনের রক্ত পরীক্ষা করা হয় যার মধ্যে ২৬ জনের ডেঙ্গু সনাক্ত হয়। ডেঙ্গু পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন অধিকর্তা সাজু ওয়াহিদ এ, স্টেট প্রোগ্রাম অফিসার ডা: অভিজিত দাস, স্টেট সার্ভিলেন্স অফিসার ডাঃ অন্তরা বনিক সোমবার দিন জিরানিয়া সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, শচীন্দ্রনগর উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় উপদেশ দেন। বর্তমানে জিরানিয়া এলাকায়, জিরানিয়া নগর পঞ্চায়েত এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় লার্ভিসাইডাল স্প্রে, ফগিং এবং বাড়ি বাড়ি পরিদর্শন করে মশার উৎস নিয়ন্ত্রণের কাজ, স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির নিয়মিতভাবে চলছে। আশা কর্মী, এম, প. ডব্লিও, কমিউনিটি হেলথ অফিসারগন প্রতিদিন নিয়মিতভাবে বাড়ি বাড়ি পরিদর্শন করে সচেতনতা বৃদ্ধি, মশার উৎস নির্মূলীকরনের কাজ করছেন। ডেঙ্গু জ্বরের জন্য অযথা আতঙ্কিত হবার কারন নেই। ডেঙ্গু একটি প্রতিরোধযোগ্য রোগ। আমাদের প্রতিদিনের জীবন শৈলীর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আমরা ডেঙ্গু প্রতিরোধ করতে পারি।

মণিপুরের জন্য আটটি সড়ক প্রকল্প অনুমোদন করেছে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ০১ সেপ্টেম্বর।। মণিপুরে বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ জনজাতি গোষ্ঠী (পিভিটিজি)দের সুবিধার্থে রাস্তা নির্মাণ শুরু করেছে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক। প্রধানমন্ত্রী জনজাতি আদিবাসী ন্যায় মহা অভিযান (পিএম-জনমন) এর অধীনে মণিপুরের জন্য আটটি সড়ক প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে, যা প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার আওতাধীন একটি প্রকল্প। পিএম-জনমন এর সড়ক সংযোগ উপাদানের অধীনে রাজ্যে ৪০.০৩ কোটি টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে ৩৫.২২ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এই সড়কগুলি নির্মিত হবে।

এই যুগান্তকারী উদ্যোগটি রাজ্যের আটটি পিভিটিজি বসতিপূর্ণ এলাকায় সমস্ত আবহাওয়ার উপযুক্ত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগ প্রদান করবে। এতে রাজ্যে বসবাসকারী বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ জনজাতি গোষ্ঠীর (পিভিটিজি) আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হবে, গ্রামীণ এলাকায় যোগাযোগ বৃদ্ধি হবে, প্রত্যন্ত গ্রাম এবং নগর কেন্দ্রের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে আনবে। সেই সাথে প্রকল্পগুলি এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি করবে। এটি স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং বাজারের মতো প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলির সুযোগ উন্নত করবে, কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে এবং স্থানীয় অর্থনীতিকে উদ্দীপিত করবে। সেই সাথে সরকারের একটি সমৃদ্ধ উত্তর-পূর্ব এবং একটি উন্নত ভারত (বিকশিত ভারত) এর দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে এই সড়ক নির্মাণ।

পিএম-জনমন প্রকল্পের আওতাধীন প্রকল্পগুলি এই অঞ্চলে একটি রূপান্তরমূলক প্রভাব ফেলবে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনজাতি গোষ্ঠীগুলির বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধিতে অবদান রাখবে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে সরকারের প্রতিশ্রুতিকে আরও দৃঢ় করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

জাতীয় চালক দিবস উদযাপন

আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর: মজদুর মনিটরিং সেল অনুমোদিত অল ড্রাইভার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে সোমবার রাজধানীর বটতলা এলাকায় জাতীয় চালক দিবস উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মজদুর মনিটরিং সেলের সভাপতি বিপ্লব কর। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের অন্যান্য নেতৃত্ব এবং বিপুল সংখ্যক চালক সদস্য। এদিনের কর্মসূচিতে বক্তারা চালকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, সুরক্ষা ও ন্যায্য দাবি-দাওয়া নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, আগামীকাল চালকদের ২৯ দফা সনদ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসকের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas